ইউ আর লোনলি হোয়েন ইউ আর ডেড

জেমস হেডলি চেজ

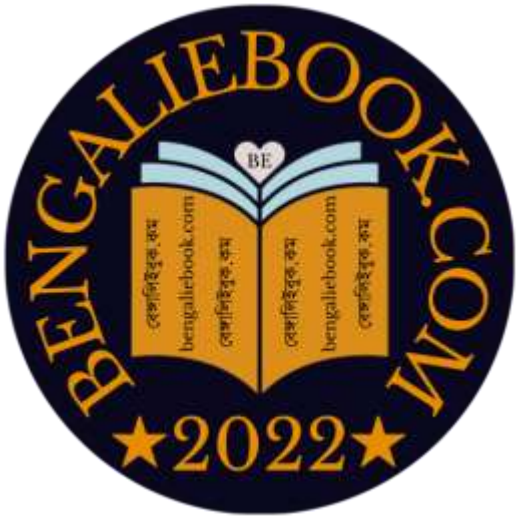

সূচিপত্র

১.....2

২. 29

৩. 53

৪. 70

৫. 96

৬. 143

৭. 164

৮. 186

১.

মার্চের মাঝামাঝি সুন্দর সকালে গাড়ি হাঁকিয়ে যাই সান্টা রোসা এস্টেটের দিকে। স্টেটের। মালিক জে ফ্রাঙ্কলিন কার্ফ আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

ভদ্রলোক ফোন করছিলেন, আমি তখন অফিসের বাইরে ছিলাম, ধরে ছিল আমার সেক্রেটারি, পাওলা বেনসিংগার। সে বলেছে যে এক ঘণ্টার মধ্যে দেখা করব। ফোনে কিছু বলেন নি। তিনি যে সান্টা রোসা স্টেটের মালিক তাই উৎসাহিত করেছিল আমাকে।

আমাদের ব্যাবসার খাতিরে অর্কিড শহরের গন্যমান্য, মানুষদের খোঁজ-খবর রাখতে হয়। জানতে পারি কার্ফ রেডস্টার নেভিগেশান কোম্পানির প্রেসিডেন্ট। ভদ্রলোক দু বছর যাবৎ বিপত্নীক, স্ত্রী গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। ওঁর জীবন উত্তেজনাহীন। সম্প্রতি যাকে বিয়ে করেছেন সে এক সেলস্ গার্ল হিসেবে কাজ করত। বোধ হয় এ কারণে ভদ্রলোক আমাদের খোঁজ করছেন।

একজন মানুষ যদি পরিণত বয়সে কোন সেলস গার্লকে বিয়ে করেন–তাকে ঝামেলা পেতেই হবে! সেই জাতীয় স্ত্রীলোকেরা সাধারণত অর্থলোভীহয়। পাওলা আমাকে এসম্পর্কে জ্ঞান দেয়।

কল্পনা থামে না পাওলার। যদি ভদ্রলোকের স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধতা না থাকে সেক্ষেত্রে ওঁর মেয়ে নাটালির কথা ভাবতে হবে। কুড়ি বছরের মেয়ে। মার সঙ্গে মেয়েও গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিল। তাই মেয়েটি পঙ্গু।

ভদ্রলোক অগাধ টাকার মালিক; পাওলা বলেছে। বলার পর ওর দু'চোখ টাকার চিন্তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দ্যাখ ম্যালয়, ভদ্রলোকের কাছে ছুটে যাও। যেন না ভাবেন তার জন্য আমাদের তেমন গরজ নেই। পরে ওঁর মনের পরিবর্তন হতে পারে।

তোমার কথাবার্তা শুনলে যে কেউ মনে করবে–এই অফিসের মালিক তুমি! দ্যাখ বাছা, ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ওস্তাদি করতে হবে না।

গরম হয়ে জবাব দিয়েছে পাওলা, ভারী আমার মালিক হয়েছে! বলি অফিসের কাজটা কে করে শুনি? আমি না থাকলে...।

সিঁড়ি ভেঙে ততক্ষণে আমি নিচে নামতে শুরু করেছি।

অনেক বড় সীমানা সান্টা রোসা স্টেটের। আছে লন, বাগান,সুইমিংপুল আর ঝরণা। খুব সুন্দর ভাবে সাজানো। ঐসব দেখলে আমার হাড়-পিত্তি জ্বলে যায়।

আমার চোখে পড়ল প্রাসাদের দু'পাশে গাছের সারি। লনটা এত বড় যে, পোলো খেলা যায়। ফুলের বাগান দেখলে মন ভরে ওঠে, রঙের বাহারে।নুড়ি বিছানো পথে পাঁচ ছটা গাড়ি। সবচেয়ে ছোট গাড়িটা রোলস্-রয়েস, অদ্ভুত রঙের। দু'জন ফিলিপাইন-দেশীয় ড্রাইভার গাড়ির ধুলো পরিষ্কার করছে। দেখে মনে হল এ কাজ করা ওদের ধর্মবিরুদ্ধ।

বাড়িখানা দেখার মত। ঘর রয়েছে চব্বিশটি।

গেট দিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময় চোখে পড়ে দুটো টবে লাল এবং হলদে বিগোলিয়া (এক ধরনের ফুলের গাছ)। তারপর মুখোমুখি হই হুইলচেয়ারে বসা একটি মেয়ের। আমাকে দেখে মেয়েটা অবাক হয় না। বরং সন্ধানী দৃষ্টিতে আমাকে জরীপ করে যে, আমি অস্বস্তি টের পাই।

চব্বিশ-পঁচিশ হবে মেয়েটার বয়স। ছোট-খাট চেহারা। পঙ্গুদের যেমন হয় অর্থাৎ দু চোখের দৃষ্টি বিবর্ণ ও ক্লিষ্ট। ওর চুল কাঁধের ওপর ছড়ানো। ওর পরনে স্ল্যাক্স আর কাশ্মীরের তৈরী সোয়েটার।

আমি মেয়েটির দিকে হেসে তাকাই মাথার টুপি নামিয়ে। যেন ওকে মুগ্ধ করবেই এমন ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকাই। ওর মুখে হাসি নেই।

ইউনিভার্সাল সার্ভিস থেকে আপনি এসেছেন?

জবাবে বলি, ম্যাডাম...হ্যাঁ।

আপনার সামনের দরজায় আসা উচিত হয় নি। যারা কাজ কর্মের জন্য আসেন তাদের জন্যে ডান দিকে প্রবেশ পথ।

এই বলে মেয়েটি বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে, আবার আমি সামনের দরজার দিকে এগিয়ে যাই।

মেয়েটি কড়া চোখে তাকায়, কোথায় যাচ্ছেন?

মিস কার্ফ' আমি আপনার কথা শুনেছি। সময় পেলে বাড়িটার চারদিক ঘুরে দেখবো।

আবার মিস কার্ফ বইয়ের ওপর ঝুঁকেছে এবং বলছে আমার কোন কথা ওর কানে যায়নি। লম্বা চুলে ঢেকে দিয়েছে ওর মুখ। আহা বেচারী!

লাভ নেই এখানে মিছিমিছি দাঁড়িয়ে। তাই আমি সামনের দিকে এগিয়ে যাই।

খানসামা দরজা খুলে দেয়। দীর্ঘকায় চেহারা। দেখে মনে হয় একজন অবসরপ্রাপ্ত রাজনীতিবিদ। ভাবভঙ্গি যেন ধর্মযাজকের মত। সে জানায় যে, মিঃ কার্ফ আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। সে আমাকে নিয়ে অগ্রসর হয়। দেয়ালে সাজান যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র। অনেক ওঠা নামা করার পর মিঃ কার্ফের ঘর।

একটু অপেক্ষা করুন স্যার, মিঃ কার্ফকে আপনার কথা জানাচ্ছি। তারপর হালকা পায়ে সে ঘরে ঢুকে যায়।

***

ছয় লক্ষ মিলিয়ন ডলারের জাহাজ কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট। জে ফ্রাঙ্কলিন কার্ফ। চেহারা জাঁদরেল টাইপের। কোন রকম ছ্যাবলামো নেই। গায়ের রঙ রোদে পোড়া। দু'চোখ ঘন নীল, ওর বয়স যেন ভুল করে পঞ্চাশ ছুঁয়েছে! দেখতে বেশ শক্ত সমর্থ।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলি, মিঃ কার্ফ দেখছেন, আমি কতটা কাজের লোক হতে পারি।

আপনিই কী ম্যালয়' হঠাৎ মিঃ কার্ফ গর্জে ওঠেন। মনে হয় ওঁর অধীনে যারা কাজ করে তারাও নির্ঘাৎ চমকে উঠবে।

মাথা নাড়ি,অপেক্ষা করি, কোন কথা বলি না, জানি ধনীব্যক্তিরা অন্যের কথা শুনতে ভালবাসে না। ওরা মোহিত থাকে নিজেদের কণ্ঠস্বরে।

ইউনিভার্সাল সার্ভিস থেকে নিশ্চয়ই এসেছেন? মিঃ কার্ফ নিশ্চিত হতে চান।

ওঁর দু চোখে সন্দেহ। কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যান। এবং বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। বড় মানুষের খামখেয়ালী আর কি।

আপনার কাছে বিস্তারিত জানতে চাই।

কি ভাবে আমাদের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন বা আগ্রহী হবেন। কে যেন বলেছিল, লক্ষপতিরা কাজ চান। সেই লোকটা বলেছিল—"যে যত বেশি অর্থ রোজগার করবে, তাকে তত বেশি লোকের ওপর নির্ভর হতে হবে। যথার্থ কথা বলেছিল লোকটা।"আর্মি থেকে যখন চলে আসি আমার সামনে কিছুই ছিল না। না কোন অর্থ, না উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। কিন্তু লোকটার কথা আমার মনে ছিল। কি করি, এমন একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবো, যার কাজ হবে লক্ষপতিদের সেবা করা। গড়ে উঠল ইউনিভার্সাল সার্ভিস-যার জন্মদিন আগামী সপ্তাহে পালন করা হবে। বলছিনা যে, আমাদের প্রতিষ্ঠান

লাভজনক ব্যবসা করছে। এই সামান্য কাজ কর্ম আর অল্প-স্বল্প অর্থের সংস্থান হয়। কিন্তু এই কাজে অনেক মজা।

আমাদের প্রতিষ্ঠান মক্কেলদের চাহিদা অনুযায়ী যে কোন কাজের ভার নিয়ে থাকে। মোটের ওপর কাজটা রুচিকর হওয়া দরকার। যেমন, কেউ যদি ডিভোর্স চায়–আমরা পেছপা হই না। অথবা সাদা হাতী জোগাড় করতে বলেন–আমরা সানন্দে সেই কাজের ভার গ্রহণ করি। আমাদের প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত ব্ল্যাক মেইলার, নেশাচ্ছন্ন মানুষকে নজরবন্দীকরে রাখা, ছাত্রদের ভ্রমণের প্রভৃতি নানা রকম কাজ সাফল্যের সঙ্গে করেছে। কোন মক্কেলের কাজ নিরাপদে রাখা অন্যতম লক্ষ্য। আর কাজের গোপনীয়তা বজায় রাখি।

অনেক কিছু বলার পর একটু থামি। মিঃ কার্ফ বলেন, হ্যাঁ, বলেছেন, সব জানি। এবার বলেন, আপনি বসুন। কী পানীয় আপনাকে দেব?

কোন পানীয়ের দরকার নেই, বসেই জানাই। মিঃ কার্ফ কাজ না দিয়ে পানীয় তৈরী করেন, একটা গ্লাস এগিয়ে দেন, আর একটি গ্লাস নিজের কাছে রাখেন।

আমি বলি আপনার কোন কাজে লাগলে খুশি হব। এবং কাজটার গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।

আমার দিকে তাকিয়ে ‘মিঃ কার্ফ,বলেন নিশ্চিত না হলে আপনাকে ডাকতামনা। কাজটা আমার পক্ষে স্বস্তিকর নয়।

হঠাৎ মিঃ কার্ফ বলেন, সব খুলে বলার আগে একটা জিনিষ দেখাতে চাই। অদ্ভুত আবিষ্কার। আসুন আমার সঙ্গে।

আমরা প্রবেশ করি হলঘরের পাশে আর একটা ঘরে। সুগন্ধ পেয়ে মনে হল, এ ঘর কোন স্ত্রীলোকের। তাছাড়া অন্যান্য জিনিষ দেখে তা মনে হল। মিঃ কার্ফ আলমারি খুলে একটা স্যুটকেস বের করলেন। মেঝের ওপর তিনি রাখলেন।

'খুলে দেখুন কি আছে' মিঃ কার্ফ বলেন।

অদ্ভুত ধরনের নানারকম জিনিষ সুটকেস খোলার পর আমার চোখে পড়ল। সিগারেট কেস, অনেক চামড়ার মানিব্যাগ, কয়েকটা হীরের আংটি, তিন জোড়া বেখাপ্পা ধরনের জুতো, অনেকগুলি চামচ যার ওপর বিভিন্ন রেস্তোরাঁর নাম লেখা, ছটা সিগারেট লাইটার, অনেকগুলি মোজা, তিনটে কলম এবং একটি নগ্ন নারী মূর্তি।

'এসব জিনিষ আপনাকে দেখাতে চেয়েছিলাম', মিঃ কার্ফ বলেন। এখন আসুন আগের ঘরে যাই।

এবার চেয়ারে বসার পর মিঃ কার্ফ প্রশ্ন করেন, ম্যালয়, কি মনে হল আপনার?

বেখাপ্পা ধরনের জুতো আর চামচ না দেখলে অস্বাভাবিক কিছু ভাবতাম না। যেমন দেখেছি, তাতে মনে হয়, চুরি করে এমন কোন বাতিকগ্রস্ত লোকের কাজ? আমার তাই-ই মনে হয়।

তাই মনে করি আমিও।

মিঃ কার্ফ নিঃশ্বাস ছাড়েন।

যদি কোন ইয়ার্কির ব্যাপার না হয়... অবশ্য। আমি বলি।

বিরক্ত গলায় বলেন মিঃ কার্ফ, উঁহু, কোন ইয়ার্কির ব্যাপার নয়। বিয়ের পর স্ত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে গেছি। মূর্তি আনা হয়েছে মিসেস সিডনী ফ্লেগের বাড়ি থেকে। তার ঘরে এই মূর্তি দেখেছি। চামচগুলি আনা হয়েছে রেস্তোরাঁ থেকে, অনেকবার গেছি। বুঝতেই পারছেন...ব্যাপারটা মোটেই ইয়ার্কি নয়।

এই কাজটা বুঝি আমাকে করতেই হবে? বুঝেছি মিঃ কার্ফ।

ঠিক তাই।

আমরা অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকি তারপর। কুঁচকেমিঃ কার্ফ বলতে থাকেন, ব্যাপারটা আমার কাছে অস্বস্তিকর আবিষ্কার। আসলে কিছুই জানি না স্ত্রীর ব্যাপারে।

মিঃ কার্ফ একটু থেমে আবার বলেন, স্যানফ্রান্সিসকোতে একটা পোশাকের দোকানে আমার স্ত্রী কাজ করত। একটা ফ্যাসান প্যারেডে ওর দেখা পাই। কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের বিয়ে হয়। চার মাস আগের ঘটনা। বিয়ে হয়েছিল গোপনে। এখন বিয়ের ব্যাপারটা অনেকেই জানতে পেরেছে।

গোপনে বিয়ে হয়েছিল কেন?

মেয়ের জন্যে। মেয়েটা পাগলাটে ধরনের। নাটালিকে দারুণ ভালবাসত ওর মা, ফলে নাটালি শক পায় ওর মার মৃত্যুর খবর শুনে। অনিতা (আমার বর্তমান স্ত্রী) বলল বরং বিয়েটা আমরা। গোপনেই করি।

আপনার মেয়ের সঙ্গে ধরে নিতে পারি, আপনার স্ত্রীর বনিবনা নেই।

যথার্থ আপনার অনুমান। সেটা কোন সমস্যা নয়। আমি জানতে চাই যে, আমার স্ত্রীর চুরির বাতিক আছে কিনা।

চোখ মুখ দেখে মনে হয়, এদিকটা মিঃ কার্ফ ভেবে দেখেন নি।

সে রকম ইচ্ছেও নেই। আমার স্ত্রীকে সহজে বোকা বানানো যায় না।

মিসেস কার্ফকে কেউ হয়তো অসম্মান করার জন্যে এই কাজ করতে পারে। জানি না, আপনি ভেবেছেন কিনা। আলমারিতে অলক্ষ্যে এইসব জিনিষ রাখা যায়।

আমার দিকে মিঃ কার্ফ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তারপর বলেন, কে করতে পারে? আপনার কী মনে হয়?

আপনার ভাল জানা উচিত আমার চেয়ে। আমি সূত্র ধরিয়ে দেব আপনাকে। এই তো জানা গেল যে, স্ত্রীর সঙ্গে মেয়ের বনিবনা নেই।

রেগে যান মিঃ কার্ফ, এ ব্যাপারে মেয়েকে টানবেন না।

একটু শান্ত হওয়ার সুযোগ দিলাম মিঃ কার্ফকে। তারপর প্রশ্ন, আলমারি খুলতে গেলেন কেন? কিছু আবিষ্কারের প্রত্যাশায়?

আমার মনে হয় মিসেস কার্ফকে কেউ ব্ল্যাকমেল করছে। তাই জিনিষপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছি যদি প্রমান পাওয়া যায়। তখনই চোখে পড়েছে স্যুটকেসটা।

স্ত্রীকে কেন ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে? কারণটা কী?

মিঃ কার্ফ বলেন, প্রত্যেক মাসে স্ত্রীকে হাত খরচ দিয়ে থাকি প্রয়োজনের বেশি। ওর মায়াদয়া নেই খরচের। যাইহোক, গত কয়েক মাসে মোটা অঙ্কের অর্থ তুলেছে ব্যাঙ্ক থেকে।

অর্থের পরিমাণ কী রকম?

পাঁচ, দশ, পনেরো হাজার ডলার।

এই অর্থ কি কাউকে দেওয়া হয়েছে?

মাথা নেড়ে মিঃ কার্ফ বলেন, সব বেয়ারার চেক।

কী মনে হয় আপনার? কেউ কি চুরি করতে দেখেছে..এবং ব্ল্যাকমেলের চেষ্টা?

আপনার ধারণা সম্ভব হতে পারে,'মিঃ কার্ফ বলেন। মিসেস কার্ফ যখন কেনাকাটায় যাবেন, তখন নজর রাখার ব্যবস্থা করুন। কোন রকম ঝামেলা বা কার কার সঙ্গে ওঠাবসা, সব জানাবেন।

কোন সমস্যাই নয়। আমার একজন বান্ধবী আছে তাকে এ ধরনের কাজ দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। বান্ধবীর নাম ডানা লিউইস। আজই লাগানো হবে। তাই চান তো?

সম্মতি জানান মিঃ কার্ফ।

কাল জানাবো কাজের পরিকল্পনা। আমার ধারণা, আপনার বাড়িতে ওরনা আসাই ভাল।বলুন তো, কোথায় আপনার সঙ্গে সে দেখা করবে?

এ্যাথলেটিক ক্লাবে। মহিলাদের বিশ্রাম ঘরের সামনে আমি থাকবো।

চেয়ার সরিয়ে আমি উঠে দাঁড়াই। বলি, এবার আমি চলি। আর একটা কথা জানতে চাই। আমি যে আপনার কাজে নিযুক্ত এটা কেউ না জানুক–এমন কি আপনার স্ত্রী বা কন্যা, আপনি নিশ্চয়ই সেটাই চান।

কারণ আপনার কাছে আসার আগে মুখোমুখি হয়েছি আপনার মেয়ের সঙ্গে। মিস কার্য জানেন–আমি ইউনিভার্সাল সার্ভিস থেকে এসেছি। এই বাড়িতে নিশ্চয়ই টেলিফোনের এক্সটেনশন আছে।

মিঃ কার্ফ সতর্ক দৃষ্টিতে তাকান।

ম্যালয়, ঠিক আছে, আপনি কাজে লেগে যান। শেষ পর্যন্ত কি হয়, দেখা যাক। মিঃ কার্ফ বলেন।

আগের মত আমি অসংখ্য পথের গোলকধাঁধা পেরিয়ে সামনের দরজায় পৌঁছে যাই। খানসামাকে জিজ্ঞেস করি, মিসেস কার্ফ বাড়িতে আছেন?

স্যার, উনি মনে হয় এখন সুইমিং পুলে...ওঁর সঙ্গে দেখা করবেন?

"উঁহু' এত বড় জায়গায়...তিনজন মানুষের পক্ষে হারিয়ে যাওয়া...কী মনে হয় তোমার?

এমন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বোধ হয় খানসামার ইচ্ছে নয়। দরজা খুলে বলে, স্যার, আজ চমৎকার দিন!

মনে হয় তাই। আমি হাঁটার সাথে ভাবি মিস কার্ফ রোদ পোহাচ্ছে কিনা। বারান্দার দিকে তাকিয়ে ওর দেখা পাই না।

যখন গাড়ি বারান্দার দিকে এগিয়ে যাই, চোখে পড়ে স্নানের পোশাকে ঢাকা একটি মেয়েকে। বাড়ির পেছন দিকে সে চলেছে। লম্বা আর স্বর্ণকেশী। ওর চোখে বেপরোয়া ভাব। মনে হয় সাতাশ থেকে তিরিশের মধ্যে হবে। ওর দু'চোখ বেশ বড় বড়।

পরস্পরকে আমরা কয়েক মুহূর্ত লক্ষ্য করি। ওর লাল ঠোঁটে হাসি। জানিনা এই হাসি আমার উদ্দেশ্যে কিনা। অথবা অন্য কিছু ভেবে। বেশ রহস্যময় হাসি।

মেয়েটি ছুটে যাবার সময় পোশাকের কিছুটা অংশ খুলে যায়। এটা নিশ্চয় ইচ্ছাকৃত।ওর ফিগার দেখে মানুষের মাথা ঘুরে যাবে।

মেয়েটি অনেক দূর গিয়ে ফিরে তাকায়। পেনসিল আঁকা ভ্রূ বেঁকিয়ে সে হাসে। সাংঘাতিক হাসি!

***

দু'খানা ঘর নিয়ে অর্কিড বিল্ডিংয়ের দশ তলায় ইউনিভার্সাল সার্ভিসের অফিস। শহরের বড় বাণিজ্যিক এলাকা। অর্কিড বিল্ডিংয়ের পেছনের গলিতে থাকে উঁচু পদের লোকদের গাড়ি। গলির সব শেষ সীমায় ফিনেগান পানশালা।

মিঃ কার্ফ সংক্রান্ত বিষয় পাওলার সঙ্গে আলোচনার পর আমি পানশালার উদ্দেশ্যে রওনা হই। যেমন ভেবেছি, অর্থাৎ দেখতে পেলাম ডানা লিউইস, এড বেনি আর ডাক কারমানকে–একটা টেবিলের চারপাশে বসেছে।

আমি, কারমান, বেনি, ডানা আমরা একসঙ্গে কাজ করি।

হ্যালো ডিক। ওর পাশে একটা চেয়ারে ডানা বলে, বসে পড়। কোথায় ছিলে সকালে?

ডানা লিউইস চমৎকার, স্মার্ট মেয়ে।

ওর পাশে বসে বলি, তোমার জন্যে কাজ নিয়ে এসেছি। বেনি এবং কারমানের উদ্দেশ্যে বলি, এই যে বাছাধনেরা, তোমাদের জুন্যেও অনেক কাজ রয়েছে। এবার কাজে মন দিতে হবে।

বেনি বলে, ধেৎ! কাল সারা রাত বড় ধকল গেছে...আমাদের রেহাই দাও।

কারমান বলে, আমাদের কতগুলি শুটকী ঘোটকীকে রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতে হয়েছে।উঃকী যাচ্ছেতাই কাজ।

কারমান দীর্ঘকায়, কাজের ও সুদর্শন। ক্লার্ক গেবেলের মতো গোঁফ রেখেছে। বেনি বেঁটে ও– মোটা কাজে পটু।

অধৈর্য হয়ে ডানা বলে, ডিক, ওরা অপদার্থ শুধু আমার পেছনে লাগা ওদের কাজ।

আমি বলি, কোন মহিলার সঙ্গে এরকম আচরণ করা অন্যায়।

বেনি বলে, ডানার সঙ্গে আমার বোনের মত সম্পর্ক। বলে সে ডানার মাথায় টুপীর ওপর বড় হাতের থাবা রেখে নাড়তে থাকে।

বেনির পায়ে ডানা লাথি মারে। বেনি রেগে লাফিয়ে ওঠে। কারমান বেনির গলা চেপে ধরে। ব্যস, ধস্তাধস্তি শুরু। টেবিল,উল্টে গ্লাস চুরমার হয়।

মাঝে মাঝেই ওরা এরকম ঝগড়ায় মেতে ওঠে। ডানা বলে, আমার মোজার ফিতে ছিঁড়ে গেছে। উঃ, তোমাদের যে কবে বুদ্ধি হবে।

বেনি বলে, আমি তো জানি ডানা মোজায় আঠা ব্যবহার করে।

ডানা বলে, সাবধান। আর যদি বাঁদরামো কর..তোমার গলা কেটে দেব।

টেবিলে চাপড় মেরে বলি, তোমরা যদি আমার কথা না মেনে...।

ডানা বলে, ডার্লিং...রাগ কর না। এবার তোমার কাজের কথা বল।

ডানাকে বলি, এ্যাথলেটিক ক্লাবে তুমি বিকেল তিনটেয় মিঃ কার্ফের সঙ্গে দেখা করবে। চোখ খোলা রাখবে। মিসেস কার্ফের পেছনে আঠার মত লেগে থাকবে। যদি মিসেস কার্ফ কোন দোকান থেকে কিছু চুরি করে....তাকে তুমি রক্ষা করবে।

বেনি হুইস্কির গ্লাস দিতে দিতে বলে। ‘এই কার্ফ মহিলা দেখতে কেমন?’

‘দারুণ,.....খুব সেক্সি।‘

কারমান বলে, ‘ডানাকে সাহায্য করা আমাদের দরকার। কী বল তুমি? ডানা কি রকম বোকা টাইপের...।‘

ডানা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ‘তোমাদের মত আমি বুছুনই। ডিক, আমি চলি। এই দুটোকে বেশি মদ পান করতে দিও না।‘

কারমান বলে, ‘ওই মেয়েটার জন্যে আমরা কি না করেছি। বেনি, আমার জন্যে কিছু পানীয় রাখ।‘

আমি হুইস্কির বোতল টেনে বলি, ‘ব্ল্যাকমেলের দৃষ্টিকোণ থেকে তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা কর। তোমাদের বিকেলে কাজ আছে, সংযত হওয়া দরকার। একজন বুড়ো মারলিনকে ধরতে চায়। বুড়োটার লম্বা দাড়ি আছে। দ্যাখ বাপু এ কাজটায় লেগে যেতে পার।’

বেনি বলে, ‘বুড়ো লোক...ধেৎ। সেক্সি ধরনের মেয়ে নয় কেন? মিসেস কার্যের ব্যাপারটা আমাদের ওপর ছেড়ে দাও।‘

‘হয়ত কোন পরীকে খুজতে তোমাদের দরকার হবে।‘

বেনি বলে, এই যে ডিককে দেখছো...ব্যাটা এক নম্বরের বজ্জাত। তবুও ওকে ভালবাসে সবাই। ‘

.

আমি ফ্ল্যাটের বারান্দায় বসে মিঃ কার্যের সঙ্গে দেখা হওয়ার দুদিন বাদে ডানার রিপোর্টটা আবার পড়ছি।

অনিতা কার্ফের চুরি করার কোন প্রবণতা ডানার রিপোর্টে পাওয়া যায়নি। বিকেলে দোকানে গিয়ে কিছু জিনিষ দাম দিয়ে কিনেছে কিছু বাকি রেখেছে।

একজন জর্জ বার্কলের সঙ্গে অনিতা কার্ফের গোপন সাক্ষাতের আবিষ্কার। ওরা পরস্পরের সঙ্গে রীতিমত অন্তরঙ্গ।

গলদা চিংড়ির জন্য বিখ্যাত একটা রেস্তোরাঁয় ওরা মিলিত হয়েছে। শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে এই রেস্তোরাঁয় কখনো কাফের বন্ধু বান্ধবীরা যায় না।

উইলশায়ার এভেনিউতে বার্কলে থাকে একটা কাঠের তৈরীবাংলোতে। বার্কলে ফিল্মস্টারদের মত চমৎকার পোশাক পরে, ক্রাইসলার গাড়ি হাঁকায়। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে বার্কলে এক নম্বর।

ফেয়ারভিউর কাফেনাইট ক্লাবের মালিক রল ব্যানিস্টার হল দুনম্বর ব্যক্তি। গতকাল সন্ধ্যায় অনিতা প্রায় সাতটার সময় নাইট ক্লাবে গিয়ে ব্যানিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে। অনীতা ক্লাবে প্রায় একঘণ্টা ছিল। তারপর রাতের খাবার আগে সান্টা রোসা স্টেটে ফিরে গেছে।

ব্যানিস্টার জালিয়াত টাইপের। নাইট ক্লাব থেকে প্রচুর অর্থ কামায়। জুয়াখেলা চলে, এবং পুলিশের সাহায্যও পায়।

হঠাৎ রাত সোয়া দশটা নাগাদ সমুদ্র সৈকতের রাস্তা ধরে একটা গাড়ি এসে আমার বাংলোর কাঠের গেটের বাইরে দাঁড়ায়। অস্পষ্ট ভাবে একজন স্ত্রীলোককে দেখতে পাই। বসবার ঘরের আলো জ্বলে ওঠে। অনিতা কার্ফ বারান্দা পেরিয়ে এগিয়ে এলো। লাল ঠোঁটের ফাঁকে আধখোলা হাসি পরনে সন্ধ্যাকালীন পোশাক লো-কাট, যার ফলে শরীরের

বিশেষ বিশেষ অংশ চোখে পড়ে। ওর তাকাবার ভঙ্গী আমাকে প্রায় ধরাশায়ী করে তোলে।

অনিতা বলে, 'হ্যালো...আর কাউকে দেখছি না...আপনি কি একা থাকেন?'

ওকে দেখে...কি বলবো...সব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যায়।

অনিতা বলে, 'ঠিক আছে..আপনাকে আর ভাবতে হবেনা। হা-হা-হা, মিস শারলককে ধোঁকা দিয়েছি।'

কিছু বলার আগেই অনিতা বসার ঘরে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল। আমিও ওর পেছন পেছন ঘরে ঢুকি।

আমার মন আচ্ছন্ন ছিল কিভাবে ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করবো অথচ অনিতা যেন বিরক্ত না হয়। এখানে আসার কথা শুনলে মিঃ কার্ফ বিরক্ত হবেন। একথা জেনেই অনিতা এসেছে যে এখন আমি একা থাকবো।

আমি বলি, মিসেস কার্ফ আপনি কি কোন প্রয়োজনে এসেছেন?

অনিতা বলে কেউ আমার গতিবিধির উপর নজর রাখুক সেটা চাই না আমি। কারণটাও জানতে চাই।

মনে মনে অবাক হই ডানার ব্যাপারটা কিভাবে জানতে পারল অনীতা?

আমি জবাব দিলাম, কারণ জানতে চান? বেশ তো মিঃ কার্ফের কাছে জানবেন। আর একটা কথা, এখানে আপনার আসা মিঃ কার্ফ পছন্দ করেন না।

অনিতা হেসে বলে, মিঃ কার্ফের কথা বলবেন না। উনি আমার অনেক কিছুই পছন্দ করেন না। একটা সিগারেট দেবেন?

সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলি, এ সময় কাউকে আশা করিনি। আমি খুব ব্যস্ত।

অনীতা বলে, আমিও বেশীক্ষণ বসবো না। এবার বলুন তো, মেয়েটি আমাকে কেন অনুসরণ করছে?

বললাম তো, মিঃ কার্ফকে জিজ্ঞাসা করবেন।

আমাকে দেখে আপনি খুশি হননি অথচ সব পুরুষই আমার সান্নিধ্য চায়। যদি পানীয় চাই দেবেন না?

আমি টেবিলে গিয়ে পেগ তৈরী করে অনিতার দিকে মদের গ্লাস এগিয়ে দিলাম।

অনিতা হাসি মুখে বলে, ধন্যবাদ। মনে হচ্ছে বাড়িতে আর কেউ নেই।

ঠিকই বলেছেন, কিন্তু আপনি আমার ঠিকানা কোথায় পেলেন?

ও, আপনার গাড়িতে ইউনিভার্সাল সার্ভিসেস লেখা দেখলাম। খানসামা আপনার নাম জানায়। টেলিফোন দেখে এখানে হাজির হলাম।

আপনি দেখছি প্রাইভেট ডিটেকটিভকে হার মানিয়ে দেবেন।

আপনি কি প্রাইভেট ডিটেকটিভ?

উঁহু, সে রকম কিছু নয়।

বলুন তো, ইউনিভার্সাল সার্ভিসের আসল কাজ কি?

ইউনিভার্সাল যে কোন আইনানুগ কাজ গ্রহণ করে। কাজটা অবশ্যই রুচিকর হওয়া দরকার।

কোন মহিলাকে অনুসরণ করা বোধ হয় রুচিকর কাজ?

সেটা মহিলার উপর নির্ভর করে।

আমার স্বামী কি আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে আপনাকে নিয়োগ করেছে?

আমার সেরকম কিছু মনে পড়ছে না।

গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে মিসেস কার্ফ বড় বড় চোখ করে জিজ্ঞেস করে, ওই মেয়েটা আমাকে কি জন্য অনুসরণ করছে?

আমি একই জবাব দিলাম।

মিসেস কার্ফ অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে বলে, কাজটায় নিশ্চয়ই বেশি অর্থ আসে না?

আমার কাজের কথা বলছেন?

হ্যাঁ। বেশি অর্থ পান কি?

জানি না। বেশি অর্থ ব্যাপারটা কি? হীরে ব্যবহার করতে পারি না কিন্তু যা পাই, একজন পোশাক বিক্রেতার চেয়ে অনেক বেশি। তাছাড়া কাজে অনেক আনন্দ পাই।

মিসেস কার্ফ কঠিনভাবে বলে, এক হাজার ডলার পেলে নিশ্চয়ই আপনি খুশী হবেন...কি বলেন?

সুন্দরী মিসেস কার্ফের সঙ্গে বেশিক্ষণ একা থাকা নিরাপদ নয় বুঝে আমি উঠে দাঁড়িয়ে বলি। দুঃখিত, মিসেস কার্ফ....আমার হাতে জরুরী কাজ আছে। কাজটায় হয়ত খুব বেশি অর্থ আসবে না কিন্তু কাজ হাতে নিলে আমি বিশ্বস্ত থাকি। আমি মক্কেলকে ধোঁকা দিতে পারি না।

অনিতা বলে, ঠিকই বলেছেন–আপনার কাছে আমার আসা উচিত হয়নি। কিন্তু আমি কি ক্রিমিন্যাল যে আমার পেছনে লোক লাগিয়েছেন? আঃ...কী সুন্দর পেগ বানিয়েছেন, আর একবার হবে না?

পানীয় তৈরী করতে আমি যখন ব্যস্ত তখন মিসেস কার্ফ পায়ের উপর পা তুলে দেয়, ফলে, স্কার্টটা হাঁটুর ওপর অনেকটা উঠে যায়।

পানীয় দিতে দিতে বলি, প্রায় হাঁটুর ওপর আপনার স্কার্ট উঠে গেছে ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

মিসেস কার্ফ রুষ্ট ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকায়।

আমি বলি, আমার হাতে এখন অনেক কাজ, মিসেস কার্ফ।

কাজের সময় কাজ। আনন্দ করার সময় আনন্দ। আপনার কি স্ফুর্তি করতে ইচ্ছে হয় না?

কেন করবে না? কিন্তু কোন মক্কেলের স্ত্রীর সঙ্গে নয়।

আমি মিঃ কার্ফের তোয়াক্কা করি না। আপনাকে আমার ভাল লাগছে। আমার পাশে একটু বসুন।

নিজেকে সামলে নিয়ে বলি, উঁহু..আজ রাত্রে নয়। এবার কিন্তু আপনার বাড়ি ফেরা দরকার।

মিসেস কার্ফ আরাম কেদারা ছেড়ে আমার কাছে এসে আমার বাহুর ওপর একটা হাত রেখে বলে, যাব...নিশ্চয়ই বাড়ি যাব। কিন্তু এখনও সময় হয়নি। আপনি চাইলে আরও কিছুক্ষণ থাকতে পারি।

মিসেস কার্ফের হাতে আলগা চাপড় মেরে সহানুভূতির সঙ্গে বলি, আপনি থাকলেও আমি কিন্তু আপনাকে কিছু জানাবো না। বরং কার্ফকে জিজ্ঞাসা করবেন। এখন আমি বিশ্রাম করবো, দয়া করে বাড়ি যান।

মুখের হাসি না নিভিয়েই মিসেস কার্ফ বলে, আর একবার ভেবে দেখুন'বলেই আমার গলা জড়িয়ে ধরে অজস্র চুমু খেতে লাগল সে।

মনে মনে ভাবি ওকে সবেগে দুরে সরিয়ে দেওয়া উচিত কিন্তু হঠাৎ টের পাই মিসেস কার্ফকে জড়িয়ে অজস্র চুম্বনে ওর মুখ ভরে দিচ্ছি।কখন যেন চুম্বনের মাধ্যমে আরাম কেদারায় বসে পড়ি। ওর নরম স্তনের স্পর্শ পাই। কিন্তু হঠাৎ ওর চাহনী দেখে আমি সবেগে মিসেস কার্ফকে দূরে ঠেলে উঠে দাঁড়াই। নিজেকে সংযত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে হাঁফাতে হাঁফাতে বলি, আপনার স্বামীর কাজ শেষ হওয়ার পর আবার আমরা এ খেলায় মেতে উঠবো। এখন চলুন, আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।

ঠিক আছে। যদি মিঃ কার্ফ ডিভোর্স চান-উনি তাই পাবেন। কিন্তু আমার শর্ত অনুযায়ী। ওকে জানাতে পারেন, আমার গতিবিধির ওপর নজর রেখে লাভ নেই। এত সহজে আমাকে কাবু করা যাবে না।

মিসেস কার্ফ আবার বলে, শুধু অর্থের জন্যে ওকে বিয়ে করেছি। যদি জানতাম লোকটা এমন বোকা–ওর অপর্যাপ্ত অর্থও আমাকে কিনতে পারত না। উনি যেন ওর অপদার্থ মেয়ের ওপর নজর রাখেন।

হঠাৎ মিসেস কার্ফ হেসে বলে, আর আপনি? একটা হাঁদারাম! পুরুষ মানুষের মত ব্যবহার করতে শিখুন। আঃ....টের পেলেন না, আজ আপনি কি লোভনীয় জিনিষ হারালেন।

***

রাত তিনটে বেজে চার মিনিট, টেলিফোন বাজতেই আমি রিসিভার হাতে নিলাম, কে... ম্যালয় কথা বলছো? আমি মিফিন, পুলিশ হেড কোয়ার্টাস থেকে...অসময়ে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। তোমার প্রতিষ্ঠানে যে ডানা মেয়েটি কাজ করে তার একটা হাতব্যাগ পাওয়া গেছে।....

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললাম, শুধু এ কথার জন্যে তুমি আমাকে মাঝরাতে ডেকে তুলেছ?

‘আহা, রাগের কি আছে? মিস লিউসের বাড়িতে টেলিফোনে কোন সাড়া পাইনি। তাছাড়া ব্যাগটা যেখানে পাওয়া গেছে, সেখানে বালির উপর রক্তের চিহ্ন পাওয়া গেছে। ঘটনাস্থলে আমি এখুনি রওনা হচ্ছি, ভাবলাম, খবর শুনে তুমি হয়ত আমার সঙ্গে যেতে চাইবে।

‘ব্যাগটা কোথায় পাওয়া গেছে?’ ঠিক আছে—

‘তোমার বাংলো থেকে প্রায় এক মাইল দূরে বালিয়াড়ির কাছে। যাওয়ার পথে তোমাকে তুলে নিচ্ছি ঠিক আছে।‘

পোশাক পরা শেষ হতেই গাড়ির শব্দ। একটা গাড়িতে মিফিন...মুনিফর্ম পরা আরও দুজন পুলিশ।

ছোটখাট পুলিশ অফিসার মিফিন। সুদক্ষ আর কড়া মেজাজের–বেশ কিছুদিন আমরা দুজন একসঙ্গে কাজ করেছি। প্রয়োজনে আমরা একে অন্যকে সাহায্য করি। সে আমাকে দেখে গাড়ির দরজা খুলে দেয়।

ওর পাশে বসতেই মিফিন বলল, 'হয়ত আমাদের ধারণা ভুল হতে পারে। রক্তের ব্যাপারটা হয়ত কিছুই না...কিন্তু আমার লোক যা বলছে..তাতে আমাদের যাওয়া দরকার।'

'তোমার লোক এতরাত্রে ওখানে কি করছিল?'

'কি আর, এধার-ওধার ঘুরছিল। এ অঞ্চলে ওয়েন লীডবেটার নামে এক অদ্ভুদ পাগলা ধরনের লোক, গোপনে নর-নীরার প্রণয় লীলা লক্ষ্য করে। কিন্তু লোকটা এমনিতে শান্ত, একটা মাছি মারবারও ক্ষমতা তার নেই।

মিফিন প্রশ্ন করে, 'মিস লিউইস কোন বিশেষ কাজে বেরিয়েছিল কী?

আমি জানি না।'

মিঃ কাফকে আমি কথা দিয়েছি সুতরাং যাই ঘটুক কোনমতেই আমি মক্কেলের নাম প্রকাশ করবো না।

ড্রাইভার বলে, 'আমরা এসে গেছি। লোকটা বালিয়াড়ির প্রথম লাইন বলেছিল না?'

'হ্যাঁ। সার্চ লাইট ফেলল। চারিদিকে ঘোরাও যাতে সবকিছু দেখতে পারি।'

তীব্র আলোয় বালিয়াড়ি স্পষ্ট হয়। বড়ই নির্জন জায়গা, আমাদের ডানদিকে সমুদ্র। আমরা গাড়ি থেকে নামি। ড্রাইভারকে মিফিন বলে, জ্যাক তুমি এখানে থাক। চিৎকার শুনলে তুমি আমাদের দিকে সার্চ লাইট ফেলবে।

মিফিন আমাকে একটা টর্চ দিয়ে বলল, চল, আমরা খুঁজে দেখি। হ্যারি, তুমি ডান দিকে যাও আমরা বাঁদিকে যাব।

হাঁটতে হাঁটতে বলি, লীডবেটারকে সঙ্গে আনলে কাজটা সহজ হোত।

'লোকটা কী ভীতু তা তুমি জান।ও পাথরের টুকরো দিয়ে জায়গাটাকে চিহ্নিত করেছে-খুঁজে পাওয়া মুস্কিল হবে না।'

ঠিক তাই, একশো গজের মধ্যেই আমরা জায়গাটা পেলাম। মিফিন চিৎকার করতেই ড্রাইভার সার্চ লাইটের আলো ফেলে। বালি জায়গায় জায়গায় সমান করা হয়েছে। পায়ের কোন চিহ্ন নেই। পাথরের টুকরোর সামনে লাল রক্তের দাগ। ডানা মেয়েটি চমৎকার, আমাদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক ছিল।

মিফিন বলে, মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগেও ওখানে কেউ ছিল। কিন্তু পায়ের চিহ্ন নেই? ডিক, ওটা কিন্তু রক্তের দাগ।

‘হ্যাঁ।।

হ্যারি কাছে এসে বলে, হয়ত ঐ দিকে মিস লিউইসকে পাওয়া যেতে পারে, একটা বড় ঝোঁপের দিকে দেখিয়ে বলে। মনে হচ্ছে কোন কিছু টেনে নেওয়া হয়েছে।

মিফিন বলে, চল খুঁজে দেখা যাক। ওরা এগিয়ে ঝোঁপের মধ্যে খুঁজতে শুরু করে। আমার মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে।

হঠাৎ ওরা থেমে, নিচু হয়ে কি যেন দেখছে। ওরা মিনিট খানেক দেখে মিফিন বলে ‘ডিক শোন, মিস শিউসকে পেয়েছি।’

এগিয়ে গিয়ে দেখি চিৎ হয়ে ডানা শুয়ে। ওর চোখ মুখ, চুলে বালি। ডানা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। মাথার খুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ। ডানার চোখে-মুখে ভীতির ছাপ।

২.

আমি পুলিশ হেড কোয়ার্টার থেকে ফিরলাম প্রায় ছটা নাগাদ। আমার পা যেন অবশ হয়ে গেছে হাঁটতে পারি না।

ডানাকে আনতে পুলিশের লোকেরা ব্যস্ত–সেই ফাঁকে আমি পাওলাকে ফোন করেছি। পুলিশের ওখান থেকে সোজা আমি পাওলার কাছে যাই। পাওলার কণ্ঠস্বরে প্রচণ্ড বেদনার চিহ্ন। আমরা সতর্কতার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছি।

মিফিন আমাকে অনেক প্রশ্ন করেছে। আমি কিছুতেই মিঃ কার্ফের নাম উচ্চারণ করিনি। বলেছি, জানি না কেন ডানাকে হত্যা করা হয়েছে আর ডানা আমার হয়ে কোন কাজ করেনি।

অবশ্য মিফিন বলেছে, এ ব্যাপারটা পুলিশ ক্যাপ্টেন ব্রাউনকে জানাতে হবে। আমাকে ছাড়তে মিফিনের খুব একটা ইচ্ছে ছিল না।

পাওলা দরজা খুলে দেয়। ওর নিখুঁত বেশবাস দেখে অবাক হই।

‘এসো ডিক। কফি তৈরী।‘

পাওলা দীর্ঘকায়, দুচোখ কটা, কাজে কর্মে খুব পটু। যুদ্ধের সময় একসঙ্গে কাজ করেছি। ইউনিভার্সাল সার্ভিসেস প্রতিষ্ঠান গড়ার পেছনে ওর ভূমিকা অনেক। পাঁচ বছর অনেক

কষ্টে আমাদের দিন কেটেছে। ওকে আমি কখনও মেয়ে হিসেবে লক্ষ্য করিনি অথচ ওর দৈহিক আকর্ষণও কম নয়। কাজ ছাড়া অন্য কোনরকম দুর্বলতাকে পাওলা কখনো প্রশ্রয় দেয়নি।

'পাওলা, এখন কফি থাক। তুমি এখুনি ডানার ফ্ল্যাটে যাও। হয়ত ডানা রিপোর্টের ডুপ্লিকেট কপি রেখে গেছে। আমি মিঃ কাফের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

'অত ব্যস্ত হয়োনা। আমি কিছুক্ষণ আগে মিঃ কার্যের সঙ্গে দেখা করে ফিরেছি। আর এতক্ষণে নিশ্চয়ই বেনি ডানার ফ্ল্যাটে চলে গেছে।'

'জানতাম তুমি এরকম কিছু করবে। মিঃ কার্য কী জেনেছিলেন?'

কফি এগিয়ে দিয়ে পাওলা বলে, 'মিঃ কাফেকে ডেকে তুলতে হয়েছে।'

পাওলা এক চামচ ব্র্যাভি কালো কফির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। ওর ধারণা হুইস্কির চেয়ে কালো কফি ক্লান্তিকে দূর করে বেশী।

'ডিক, কী মর্মান্তিক...বেচারী ডানা...।'

'মর্মান্তিক তো বটেই! তা মিঃ কাফ কী বললেন?'

'পাগলের মত কথাবার্তা আর আচরণ। তুমি নিশ্চয়ই বলনি যে, ডানা মিঃ কাফের হয়ে কাজ করছে?'

‘মাথা খারাপ। জানি না, ব্যাপারটা কতদিন চাপা থাকবে। মিফিন তো আর বুদ্ধ নয়। অবশ্য কার্ফ আছেন, এই যা ভরসা।‘

পাওলা আমাকে আর এক কাপ কফি দিয়ে বলে, শেষ পর্যন্ত গোপন থাকবে তো? যদি পুলিশ জানতে পারে, কার্ক আমাদের নিযুক্ত করেছেন–আমাদের ব্যবসার বারোটা বাজবে। আবার কার্ফ শাসিয়েছেন...যদি আমরা মুখ খুলি মিথ্যা অভিযোগের অপরাধে আমাদের বিরুদ্ধে কেস করবেন।

‘আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে মিঃ কার্ফ বিন্দুমাত্র চিন্তিত নন–কি বল পাওলা?’

‘যা বলেছে...বিপদে পড়লে ভদ্রলোক পিছিয়ে যাবেন।‘

‘তাঁকে যখন কথা দিয়েছি আমাদের পেছোবার কোন উপায় নেই। তা বলে একটা হত্যাকে গোপন করা...’

‘ডিক, ডানার হত্যার কারণ কিছু অনুমান করতে পার?’

‘না, হয়ত ডানা সেই লোকটার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে লোকটা অনিতাকে ব্ল্যাকমেল করছে। ফলে ডানাকে সরিয়ে দেয়।‘

ডানা কিভাবে খুন হল?

পনেরো গজ দূর থেকে গুলী করে হত্যা, কিন্তু বুঝতে পারছি না, খুনী কেন ডানার পোশাক খুলে নিয়েছে।

ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতে বলি, পাওলা, যেভাবেই হোক, এই খুনীকে ধরতে হবে।

অর্থাৎ আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে চলতে হবে। তাই না?

হ্যাঁ, তাই। খুনীকে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা অন্য কোন কাজ হাতে নেবনা। অবশ্য এ ব্যাপারে মিঃ কার্ফকে জড়ানো চলবে না।

পাওলা বলে, মিফিনকে কি বিশ্বাস করা যায় না? তোমার সঙ্গে সম্পর্কটা ভাল। হয়তো মিঃ কার্ফকে নেপথ্যে রাখতে রাজী হবে।

তেমন আশা করনা।মিফিন এখন পুলিশ ক্যাপ্টেন ব্রান্ডনকে খুনের ঘটনা জানাবে। আর ব্রান্ডন আমাদের কি চোখে দেখে তা ত জানই। পুলিশকে জানালে মিঃ কার্ক কিছুতেই ব্যাপারটা সহ্য করবেন না। আমাদের যে উনি নিয়োগ করেছেন তার কোন কিছুই প্রমাণ নেই।

যাচ্ছেতাই, যদি পুলিশ খুনীর সন্ধান পায় আর খুনী মুখ খোলে–তবে আমাদের দফা রফা হবে।

জানি না, যা কিছু সূত্র সব আমাদের হাতে, তাই আমাদেরই জট খুলতে হবে। তাছাড়া এই খুনের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত। আমাদের সহকর্মীকে হত্যা করে কোন খুনী পালাতে পারবে না।

আমাদের প্রথম পদক্ষেপ কি হবে?

প্রথমে মিসেস কার্ফের সঙ্গে কথা বলবো।

পাওলা বলে, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। ইতিমধ্যেই মিসেস কার্ফ গা ঢাকা দিয়েছে।

তোমার কি তাই ধারণা?

মিসেস কার্ফের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু মিঃ কার্ফ রাজী হননি। তিনি জানালেন,

মিসেস কার্ফকে শহরের বাইরে সরাবার ব্যবস্থা করেছেন। এতক্ষণে মিসেস কার্ফ গা ঢাকা দিয়েছেন।

মিসেস কার্ফকে খুঁজে বের করতে হবে। সে জানে, কে খুনী।

মিঃ কার্ফ বলেছেন তার স্ত্রী কিছুই জানে না, আমরা তার স্ত্রীকে খুঁজে বার করলে আমাদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

মিঃ কার্ফ যা খুশি বলতে পারেন। তাকে আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে।

ডিক, ব্লাকমেইলারই যে খুনীতা সঠিক নাও হতে পারে। হয়ত মিসেস কার্ফ তার কোন প্রণয়ীকে সাহায্য করছে।

মিঃ কার্ফের মেয়ের সঙ্গেও কথা বলতে হবে। মিসেস কার্ফের সঙ্গে মেয়েটার সম্পর্ক আদৌ ভাল নয়। হয়ত মেয়েটা মুখ খুলতে পারে।

দেখ চেষ্টা করে। আর কার সঙ্গে যোগাযোগ করবে?

যে লোকটা ডানার বটুয়া খুঁজে পেয়েছে...জানি না মিফিনের মাধ্যমে লোকটার কোন খবর পাওয়া যাবে কিনা। লীডবেটার লোকটা আমাদের হয়তো ধোঁকাও দিতে পারে।

ওকে কিছু অর্থ দিলে ওর মুখ বন্ধ করা যেতে পারে।

চেষ্টা করব। তারপর আমাদের বার্কলের কথা ভাবতে হবে। মিসেস কার্ফের সঙ্গে ওকে কয়েকবার দেখা গেছে। বার্কলের অতীত সম্পর্কে জানতে হবে।হয়ত ওর কাছে কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে।

পাওলা বলে, আমি বলবো ব্যানিস্টার হলো ব্ল্যাকমেইলার। ওর মত শয়তান আর কেউ নেই। মিসেস কার্ফের সঙ্গে গত রাতের আগে দেখা করেছে কেন? জানতে পারলে অনেক জট খুলে যাবে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে আমি বলি, ব্যানিস্টারের পেছনে বেনিকে লাগাবো। আর কারমান যাবে মিসেস কার্ফকে খুঁজতে। মিসেস কার্ফের অতীত জানা দরকার। এখন যাব নাটালী কার্ফের সঙ্গে মোলাকাত করতে।

পাওলা বলে, ডিক, খুব দ্রুত কাজ করতে হবে।

হঠাৎ দরজায় জোর শব্দ হওয়াতে চমকে দাঁড়িয়ে বলি, হয়ত পুলিশ এসেছে।

পাওলা বলে, উঁহু..পুলিশ নয়। হয়তত বেনি, ওকে আসতে বলেছিলাম।

পাওলা দরজা খুলে বেনিকে নিয়ে এলো। বেনি বলে, যেভাবেই হোক আমাদের খুনিকে খুঁজে বের করতে হবে। উঃ, ডানার মত চমৎকার মেয়ে ভাবলে...।

কিছু খুঁজে পেলে?

নিশ্চয়ই। ডানার রিপোর্ট বই আর ওর শেষ রিপোর্টের ডুপ্লিকেট কপি। তাছাড়া একটা জিনিষ পেয়েছি। জিনিষটা ডানার নয় কিন্তু ডানার গদির নিচে পেয়েছি।

অনিতা কার্ফের হীরের নেকলেশ বের করে আমাদের চোখের সামনে ঘোরায়।

***

সকাল সাড়ে সাতটায় আমি আর বেনি, ফিনেগান রেস্তোরাঁয় জল খাবার খেতে যাই। কারমান আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

একটা টেবিলে আমরা বসি। মোটা ফিনেগান কাছে এলো ওর মুখে অসংখ্য ভাঙা-চোরা দাগ।

ফিনেগান টেবিল মুছতে মুছতে বলে, সত্যিই ভারি মর্মান্তিক ব্যাপার। মিস লিউইসের মত চমৎকার মেয়েকে...কে এমন নৃশংস কাজ করতে পারে।

জানি না, আমাদের কফি আর খাবার দাও। জলদি।

এখুনি দিচ্ছি, যদি আপনার জন্যে কিছু করতে...। ।

ধন্যবাদ। প্রয়োজন হলে জানাবো।

ফিনেগান গেলে, কারমান বলে, তুমি কী ঠিক করেছো?

জ্যাক, আমরা এই কাজে তিনজনেই নেমে পড়বো। তাড়াতাড়ি করতে হবে মিঃ কার্ফ যেন না জানেন।

কারমান বলে, ব্রান্ডন জানলে আমাদের বিপদ। মিঃ কাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি আমাদের সমস্যা ডেকে আনবে।

মিফিনের হাতে কোন সূত্র নেই। আমাদের দ্রুত কাজ করতে হবে। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার–অনিতার নেকলেশ ডানার গদির নীচে কেন?

বেনি বলে, আমি ঘরের চারিদিকে খুঁজছিলাম, বিছানা এলোমেলো ছিল। উঁচু করতেই নেকলেশটা দেখলাম।

আমি বলি, কাল রাত্রে মিসেস কার্ফ আমার কাছে এসেছিল, তখন নেকলেশটা ওর গলায় ছিল। ডানার ফ্ল্যাটে নেকলেশটা কিভাবে গেল আমাদের জানতে হবে।

খাবার টেবিলে খাবার দিতে দিতে ফিনেগাল বলে, আমি ফুল পাঠাতে চাই। মিঃ ম্যালয়, সমাধির সময় আমাকে জানাবেন তো?

ফিনেগান আরও কিছু বলতে চাইলে বেনি ওকে নিজের চরকায় তেল দিতে বলে।

আমি বেনিকে বলি, ডানার হত্যার সময় পর্যন্ত গতিবিধির খবরও। ডানার পোশাক সম্পর্কে কোন ধারণা আছে?

খাবার নিয়ে বেনি জবাব দেয়, ডানার আলমারি আমি ঘেঁটে দেখেছি। ওর পরনে নীল কোট আর স্কার্ট।

কারমান নিজের কাপে কফি ঢেলে বলে, নেকলেশটার ব্যবস্থা কি করলে, ডিক?

অফিসের আলমারিতে রেখে দিয়েছি। মিঃ কার্ফের মুখ খোলাতে কাজে লাগবে। আজ সকালে আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

আমাকে কী করতে বল, ডিক?

লীডবেটারের ওপর নজর রাখ। মিফিনের মতে লোকটা পাগলাটে। যদি প্রয়োজন হয়, কিছু অর্থের লোভ দেখাও। খরচের জন্য চিন্তা করো না। কাজ করা চাই।

‘তাই হবে। মনে হয় কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল রয়েছে। এখন পর্যন্ত ব্ল্যাকমেইলারকে মিসেস কার্ফ তিরিশ হাজার ডলার দিয়েছে। কিন্তু ডানাকে খুন করা হল কেন?’

‘হয়ত ব্ল্যাকমেইলার আরো অর্থ আদায়ের ধান্দায় ছিল। আর ডানা তখন বাধা হয়ে দাঁড়াল।‘

চিন্তান্বিত হয়ে বলি, ‘হয়ত এই হত্যার পেছনে অন্য কোন রহস্য আছে। যদি বার্কলে আর অনিতা প্রেমিক প্রেমিকা হয় এবং তাদের একসঙ্গে ঘুরতে দেখে...হয়ত বার্কলে খুন করতে পারে।‘

কারমান বলে, ‘উঁহু, বিশ্বাস হচ্ছে না। বার্কলের অর্থের অভাব নেই। অনিতা ইচ্ছা করলেই মিঃ কাকে ডিভোর্স দিয়ে বার্কলকে বিয়ে করতে পারে। সুতরাং অনিতাকে পাবার জন্যে বার্কলে খুন করবে কেন? আসলে ডানার হত্যার সঙ্গে কাফদের কোন রকম সম্পর্ক নেই।‘

আমি বলি, ‘যীশুর দোহাই। ডানার কোন শত্রু ছিল না। সে কেন বালিয়াড়িতে যাবে–যদি অনিতাকে অনুসরণ না করে?’

বেনি বলে, ‘মিসেস কার্ফ যে বালিয়াড়িতে গিয়েছিল–তুমি কি করে বলছে?’

‘রাত সাড়ে দশটায় মিসেস কার্ফ আমার কাছে এসেছিল। আমার বাংলো থেকে এক মাইল দূরে ডানাকে পাওয়া যায়। হয়ত আমার সঙ্গে দেখা করার পর অনিতা ঐখানে ব্ল্যাকমেইলারের কাছে যায়। অনিতার অজ্ঞাতে ডানা ঐ জায়গায় যায়। ভয় পাবার মত মেয়ে তো ডানা নয়?ডানাকে দেখে ব্ল্যাকমেইলারের মেজাজ নষ্ট আর ডানাকে হত্যা।‘

কারমান বলে, 'অনিতাও তো ডানাকে গুলি করতে পারে।'

'পয়েন্ট পঁয়তাল্লিশের মত ভারী বন্দুক চালানো কোন মহিলার কর্ম নয়।'

কারমান বলে, জানি না। ডানা নেকলেশ নিয়ে কি করছিল? ব্যাপার কি?'

'ধর যদি কেউ ডানার ঘরে নেকলেশটা রেখে দেয়। বেনি খুঁজে না পেলেও পুলিশ ঠিকই বের করতো। তারপর পুলিশ অনিতার কাছে যেত।'

'তাহলে কী নাটালি কাফের কাজ?'

'হতে পারে। নেকলেশের কথা শুনেই আমার নাটালির কথা মনে হয়। অনিতাকে নাটালি ঘৃণা করে। অনিতাকে খুনের সঙ্গে জড়ানো নাটালির পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

বেনি প্রতিবাদ করে, 'কিন্তু মিসেস কার্ফ পঙ্গু...ডানার ঘরে যাওয়া কী তার পক্ষে সম্ভব? ডানার চার তলায় কোন লিফট নেই।'

'হয়ত সে কাউকে কাজে লাগিয়েছে। বেনি গত রাত্রে এগারটা থেকে তিনটের মধ্যে কারা ডানার ফ্ল্যাটে ঢুকেছে-খবর নাও।'

কারমান বলে, 'যদি আমরা মিসেস কাফকে খুঁজে বের করতে পারি–যদি ও মুখ খোলে, তাতে আমাদের অর্ধেক কাজ এগিয়ে যাবে।'

‘আমি মিঃ কার্ফের সঙ্গে কথা বলব। হয়ত লীডবেটার অনিতা অথবা খুনীকে দেখেছে, ওর সঙ্গে দেখা কর। বেনি, ডানার ফ্ল্যাটে আবার যাও, কিন্তু পুলিশ সম্পর্কে হুঁশিয়ার। দুপুরে এখানে দেখা হবে এবং সব জানা যাবে।‘

আমরা যে যার গাড়ির দিকে এগিয়ে যাই। কারমান বলে, ‘ডিক, এত সকালে কী কার্ফের সঙ্গে দেখা করতে যাবে?’

‘হ্যাঁ...কার্ফকে চিন্তা করার বেশি সময় দিতে চাই না।‘

.

একজন গার্ডকে সান্টা রোসা স্টেটে প্রবেশের প্রধান ফটকে দেখা গেল। মুনিফর্ম পরিহিত গার্ড, অল্প বয়স, দোহারা চেহারা। ওর বিবর্ণ সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার ভাল লাগে না। মনে হয় ছোকরা বেয়ারা টাইপের।

গার্ড আমাকে দেখতে পেল কয়েক গজ দূরে গাড়ি থামাতে। আমি এসে হালকা গলায় বলি, ‘গাড়ি চালিয়ে যাব, না হেঁটে যেতে হবে?’

‘কোনটাই নয়। যেমন এসেছেন তেমনি গাড়ি নিয়ে কেটে পড়ুন।‘

‘আমার নাম ম্যালয়, যাও তোমার বসকে আর কথা জানাও। তার সঙ্গে আমার জরুরী আলোচনা আছে।

ধীরে সুস্থে গার্ড একটা সিগারেট ধরায়। দুচোখে যেন বহু দূরে হারিয়ে যাওয়ার দৃষ্টি, স্বপ্নময় হাসি।

‘বাড়িতে কেউ নেই। ম্যাক, কেটে পড়।‘

‘উঁহু...জরুরী। বসকে বল...হয় আমার সঙ্গে দেখা করুক, নয় পুলিশের সঙ্গে।‘

গার্ড বলে, ‘মিঃ কার্ফ এক ঘণ্টা আগে বেরিয়ে গেছেন। কোথায় গেছেন আমি জানি না। এখন চটপট কেটে পড়ে শান্তি দিন।‘

আমি সান্টা বোসা স্টেটের এক কোণে এসে গাড়ি ঘোরাই। গাড়ি এমন জায়গায় থামাই যেখান থেকে প্রধান ফটক দেখা যায় না।

লাফ দিয়ে আট ফিট উঁচু দেয়াল টপকে নরম মাটিতে পড়ি। প্রায় নটা বাজে। চারিদিকটা একবার জরীপ করে দেখি মিস কার্ফ নয়ত অনিতার দেখা পেতে পারি।

আস্তে আস্তে হাঁটি, মাঝে মাঝে পেছনে ফিরে তাকাই গার্ড যেন আমায় না দেখে।

বড় সুইমিং পুল পেরিয়ে যাই। একটা বড় রোডোডেনড্রন ঝোঁপের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে তাকাই।

তারপর আস্তে আস্তে বাড়িতে গিয়ে দেখি মিস কার্ফ হুইল চেয়ারে বসে সকালের খাবার খাচ্ছে। তার মুখে অসহায় বিষাদের চিহ্ন।

মাথায় টুপী নামিয়ে আমি বলি, 'হ্যালো...চিনতে পারছেন? আমার নাম ডিক ম্যালয়।'

ক্রুদ্ধ হয়ে মিস কার্ফ বলে, 'আপনি এখানে কি জন্যে এসেছেন?'

'আপনার বাবার সঙ্গে জরুরী কাজ ছিল। তার সঙ্গে দেখা হবে কী? মিস কার্ফ বলল, মিলস্ আপনাকে ভেতরে ঢুকতে দিল?

'গেটের ছেলেটার নাম মিলস্ নাকি?'

'আপনি এখানে কিভাবে এলেন?'

'দেয়াল টপকে এসেছি। আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'বাবা বাড়িতে নেই। আপনি কি দয়া করে চলে যাবেন?'

'বেশ, তবে মিসেস কাফের সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

'দুঃখিত। মিসেস কার্ফও বাড়িতে নেই।'

'ইস্ কি বিশ্রী ব্যাপার! মিসেস কাফের নেকলেশ আমার কাছেই থাক।'

মিস কার্ফ একটু জোর গলায় বলে, 'আপনি কেন চলে যাচ্ছেন না?'

'নেকলেশটা ফেরৎ দিতে এসেছি। তা কোথায় মিসেস কাফের সঙ্গে দেখা হবে?'

সে চিৎকার করে বলে, 'বেরিয়ে যান।'

'মিসেস কার্ফের ওপর নজর রাখার জন্যে আপনার বাবা আমার প্রতিষ্ঠানের একটি মেয়েকে নিযুক্ত করেছিলেন। মেয়েটি খুন হয়। মিসেস কাফের নেকলেশটা মেয়েটির ঘরে পাওয়া যায়।'

'মিসেস কার্ফের ব্যাপারে আমার কোন উৎসাহ নেই। আপনি চলে যান।'

'ভাবলাম আপনি হয়ত উৎসাহিত হতে পারেন যে পুলিশ নেকলেশটি খুঁজে পায়নি। মিসেস কাফের খোঁজ পেলে–তাকে চিন্তার হাত থেকে বাঁচাতে পারি।

মিস কাফের ভাবভঙ্গি দেখে আমি বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে দাঁড়াই। হারামী ছোকরা আমার পেছনে দাঁড়িয়ে। ছোকরা বলে, 'এই যে বীরপুরুষ! আপনাকে কেটে পড়তে বলেছিলাম, তাই না?'

মিস কার্ফ বলে, 'ওকে বাইরে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দাও।'

'ম্যাক, আমার সঙ্গে আসুন। গেট পর্যন্ত আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

মিস কার্ফকে বলি, দেখুন বাজে বকবক করে আপনাকে বিরক্ত করতে আসিনি। মিসেস কাফের সঙ্গে যোগাযোগ করলে সময়ে ঝামেলা এড়ানো যাবে।'

মিলস, মিষ্টি হেসে বলে, 'চলুন আর দেরী করবেন না।'

‘দেখুন, আপনি...।’ কথা শেষ না হতেই মিলসের ঘুষি আমার মুখে লাগে।

থেৎলানো ঠোঁট স্পর্শ করে বলি, ‘বেশ চলুন, আপনি শক্তি পরীক্ষা করতে চান তো? তাই হবে।‘

মিলস্, কয়েক হাত তফাতে আমার পেছনে এলো। গেটে পৌঁছে আমি ওর জন্যে অপেক্ষা করি। বাঁ হাত দিয়ে ওর ডান চোয়ালে ঘুষি চালাই।মিলস্ সরে যায়। ফলে ঘুষিটা ফসকে যায় এবং আমি ওর কাছাকাছি এসে পড়ি। মিলআমাকে পরপর পাঁচবার আঘাত করে। আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, হাঁটু ভেঙে পড়ে। আবার ওর ডান হাতের ঘুষি আমার চোয়ালে এসে পড়ল। ঘুষি নয় যেন হাতুড়ির ঘা। দুচোখে সর্ষে ফুল দেখি। আর আমার সঙ্গে লড়তে আসবেন? আপনার। মত মানুষদের আর এখানে দেখতে চাই না। এখন বিদেয় হোন।

অস্পষ্টভাবে দেখি কে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে। তারপর বুটের লাথি সবেগে আমার ঘাড়ের ওপর নেমে এলো।

***

বাংলোয় পৌঁছে দেখি একজন পুলিশ মোটর সাইকেলে বসে আছে সে এগিয়ে এলো।

ওই হারামী ছোকরাটাকে সান্টা রোসা স্টেট থেকে ফেরার পথে শুধু গালাগাল দিয়েছি। আমার নিজের ওপর ছোকরার চেয়ে বেশি রাগ হচ্ছিলো। ঘাড়ে বুটের লাথি...ব্যাপারটা

ভাবতে পারছিলাম না। পুলিশটিকে আমি বলি, কী চান? যা বলার তাড়াতাড়ি বলে কেটে পড়ুন।

কী হয়েছে? ঘোড়ার লাথি খেয়েছেন নাকি?

ব্যাঙের সুরে বলি, ঘোড়া? আপনি কী ভেবেছেন...।

যাক গে, হেডকোয়ার্টারে, ক্যাপ্টেন সাহেব আপনাকে ডাকছেন।

তাকে বলবেন আমার অনেক কাজ আছে। ওঁর মত বোকার সঙ্গে বকবক করার সময় নেই আমার।

ক্যাপ্টেন সাহেব বলেছেন–তেমন হলে আপনাকে কাঁধে তুলে নিয়ে যেতে। ভেবে দেখুন, কি করবেন?

আপনার সাহেব এভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারেন না।

শুনুন, কাল রাতের খুনের ব্যাপারে উনি কিছু কথা বলতে চান। ঝামেলা না করে যাওয়াই ভাল।

বেশ, আমার গাড়িতে যাবো, তবে আপনি সাইরেন বাজিয়ে আগে আগে চলুন–আমার গাড়ি পেছনে থাকবে।

বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে আমরা অগ্রসর হই। হেড কোয়ার্টারে পৌঁছানোর পর পুলিশটি বলে, কেমন লাগল বলুন?

চমৎকার, আবার কখনও আমরা এভাবে আসবো।

ঘরে ঢুকে মিফিনকে দেখি ওর লাল মুখে কেমন যেন উদ্বেগের চিহ্ন।

আমি বলি, হ্যালো মিফিন, কী ব্যাপার?

ক্যাপ্টেন সাহেব তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। ওঁর ধারণা খুনের ব্যাপারে তুমি অনেক কিছু জান। সুতরাং সাবধানে কথা বলবে।

ঘরটা বেশ বড়, চমৎকার সাজানো। মেঝেতে পুরু গালিচা, দেয়ালে ভ্যান গগের আঁকা ছবি।

পুলিশ ক্যাপ্টেন, বয়স পঞ্চাশ, বেঁটে চেহারা। মাথায় ঘন সাদা চুল, দু চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ।

বসুন আপনার সঙ্গে জরুরী আলোচনার দরকার।

চেয়ারে বসে বলি, নিশ্চয়ই আলোচনা করবেন।

ব্রান্ডনকে এই প্রথম ভালভাবে দেখার সুযোগ হয়। আমরা পরস্পরকে অদ্ভুত ভঙ্গিতে লক্ষ্য করি।

ব্রান্ডন নাকি কড়া মেজাজের পুলিশ অফিসার। ওর অধীনে যারা কাজ করে তারা ওঁকে ভীষণ ভয় করে।

ব্রান্ডন প্রশ্ন করেন। কাল রাত্রের খুনের ব্যাপারে আপনি কি জানেন?

কিছুই না। মিফিনের সঙ্গে আমি যাই। তারপর আমরা মিস লিউইসের ডেডবডি দেখতে পাই।

আপনার কী মনে হয়?

মনে হয় ধর্ষণের জন্য ওকে খুন করা হয়েছে।

মেডিক্যাল রিপোর্ট কিন্তু অন্য কথা বলে। কোন ধস্তাধস্তি বা আঁচড়ানোর চিহ্ন নেই। ডানা লিউইসকে গুলি করার পর উলঙ্গ করা হয়েছে। আমি জানি না আপনার কোন কাজে গিয়েছিল। তাই না?

আমি মাথা নাড়ি।

সুতরাং ডানার সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে আপনার বেশি জানা উচিত।

হয়ত তাই।

ওর কোন শত্রু ছিল?

যতদূর জানি–না।

কোন প্রেমিক?

আমার জানা নেই।

জানতে পারতেন।

ও কখনও তার প্রেমিক সম্পর্কে আমাকে কিছু বলে নি।

সে ঐ সময়ে বালিয়াড়ির কাছে কেন গিয়েছিল অনুমান করতে পারেন?

কোন সময়ে?

রাত সাড়ে বারটায়।

উঁহু..আমি জানি না।

কিন্তু আপনার বাংলোর এক মাইলের মধ্যেই ডানা খুন হয়েছে...যাওয়ার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করে নি? আশ্চর্য!

ক্যাপ্টেন, আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি কিন্তু একসঙ্গে বিছানায় কখনো শুইনি।

আপনি কি সঠিক বলতে পারেন?

এ সম্পর্কে আমার ভুল হয় না।

কাল রাত সাড়ে এগারটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে আপনি কি করছিলেন?

ঘুমিয়েছিলাম।

গুলির শব্দ শোনেন নি?

ঘুম বলতে বুঝি, ষোল আনা ঘুম।

ব্রান্ডন কেমন যেন সন্দেহের দৃষ্টিতে একবার সিগারের দিকে তাকাল।

কাল রাতে আপনার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল?

একটি স্ত্রীলোক এসেছিল যার এই খুনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। না, ওর নাম বলতে পারব না।

ব্রান্ডন জানতে চান, স্ত্রীলোকটি স্বর্ণকেশী এবং লম্বা কিনা। তারপরনেকীসন্ধ্যাকালীন পোশাক ছিল?

ভাবলেশহীন মুখে বলি, উহ স্বর্ণকেশী নয়।

ভারী গলায় ব্রান্ডন বলেন, মিফিনকে আপনি জানিয়েছে যে মিস লিউইসআপনার হয়ে কোন কাজ করছিল না কথাটা কী সত্য?

যদি তাই বলে থাকি–সেক্ষেত্রে কথাটা সত্য।

তার কোন মানে নেই। আপনার মক্কেলকে আড়ালে রেখে যে মিথ্যে বলছেন না তার প্রমাণ আছে।

আপনার ধারণা ঠিক নয়।

কড়া গলায় ব্রান্ডন বলে, ম্যালয়, যদি জানতে পারি আপনি মর্কেলকে আড়ালে রেখেছেন–সঙ্গে সঙ্গে আপনার প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেব। আর আপনার কাঁধে চাপবে সাহায্যকারী হিসেবে অভিযোগ।

বেশ, তো আগে প্রমাণ পান তারপর দেখা যাবে।

ম্যালয়, আপনি সুকৌশলে সব ব্যাপারটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। আমাকে বোকা বানাতে পারবেন না। আপনি একজন খুনীকে আড়ালে রাখছেন।

‘এটা আপনার কল্পনা।‘

‘স্বর্ণকেশী ওই স্ত্রীলোকটি কে? যাকে কাল রাত্রে ডানার ফ্ল্যাটে দেখা যায়! কে এই মহিলা?’

‘আমি জানি না।’

‘স্ত্রীলোকটি বেশ ধনী। তার গলায় একটি মূল্যবান নেকলেশ ছিল। স্ত্রীলোকটি কে?’

‘আমি ঐ স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে কিছুই জানি না।‘

‘স্ত্রীলোকটি আপনার মক্কেল, যার নাম আপনি বলতে চান না।‘

‘স্বাধীন দেশে স্বাধীন মতবাদে কোন বাধা নেই।

‘আপনি এখনো সময় থাকতে বুদ্ধিমানের মতো ব্যবহার করুন। মক্কেলের নাম বলে নিজেকে পরিষ্কার রাখুন। আপনি কি কোন খুনের ঘটনাকে চাপা দিতে পারেন? বলুন, স্ত্রীলোকটি কে...আর ঝামেলা বাড়াবেন না।‘

‘আপনি নিশ্চয়ই আশা করেন না শহরের যে সমস্ত স্ত্রীলোকেরা হীরের নেকলেশ পরে, আমি তাদের চিনি। আমি দুঃখিত।‘

ব্রান্ডন কঠিন চোখে বলেন, ‘এটাই কি আপনার শেষ কথা?’

‘তাই, ক্যাপ্টেন, আপনাকে সাহায্য করতে না পারায় আমি আন্তরিক দুঃখিত।‘

‘আপনি নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করেন, তাই না? দেখা যাবে। এখন থেকে সাবধানে পা ফেলবেন। আমার লোকেরা কিভাবে মুখ খোলাতে হয় তা জানে।‘

দরজার দিকে যেতে যেতে বলি, ‘দেখা যাবে। মনে রাখবেন, একজন পুলিশ ক্যাপ্টেনকে তার পদ থেকে সরাবার আমারও অনেক রাস্তা জানা আছে।‘

ব্রান্ডনের দু'চোখ জ্বলে ওঠে, 'একবার ভুল পদক্ষেপ হলেই ম্যালয়–আপনার আর নিস্তার নেই।'

'যান যান...নিজের কোটের তকমা পরিষ্কার করুন।' বলে সশব্দে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে আসি।

৩.

প্রিন্সেপ স্ট্রীটের একটা ব্লকে ওলাফের জিমনাসিয়াম অর্কিড শহরের পূর্ব দিকে। ওখানে পৌঁছতে কিছুক্ষণ ক্ষয়া পাথরের রাস্তায় হাঁটতে হয়। কাঠের সাইনবোর্ডে লেখা...বক্সিং একাডেমি। মালিক ওলাফ গার।

ঘরের মধ্যে কেমন যেন ঘামের গন্ধ। একটা রিংকে ঘিরে অনেক লোক। নিগ্রোটা অনেকদিন ওলাফের কাছে আছে। কয়েকজন বক্সার বালির বস্তায় ঘুষি মারছে।

ওলাফের অফিস ঘরের দিকে আমি অগ্রসর হই!

'এই যে ডিক!' ভিড় ঠেলে হেরাল্ড কাগজের ক্রীড়া সাংবাদিক হাগসন বললো। হাগসন লম্বা চেহারার মাথায় টাকের আভাস। 'কী ব্যাপার?'

'ওলাফের খোঁজে এসেছি।'

'ওলাফকে অফিসে পাবে।' হাগসন আমার মুখের আহত স্থানটি দেখে বলে, 'খুনের ব্যাপারে নতুন কোন সংবাদ আছে কী? আমি বাজী রেখে বলতে পারি–এ কাজ লীডবেটারের। ব্যাটা এক নম্বরের বজ্জাত। লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েদের লক্ষ্য করে। একবার আমাকে রীতিমত ভয়...মনে করেছিলাম খচ্চরটা মেয়েটার স্বামী।'

যেতে যেতে বলি, 'খুনী, যে কেউ হতে পারে। তুমি বরং পুলিশের বড়কর্তাকে জিজ্ঞেস করতে পার।'

'আরে, শোন শোন...এত ব্যস্ততা কিসের! একটা মেয়েকে দেখবে? মেয়েটা কে বুঝতে পারছি না।'

হাগসনের কথামত তাকাই। মেয়েটার মাথায় লাল চুল, বড় বড় চোখ। মেয়েটা তীক্ষ্ণ চোখে নি*গ্রো বক্সারকে দেখছে।

আমি বলি, 'হ্যাঁ...একটা আগুনের শিখা। মেয়েটাকে জিজ্ঞেস কর...আলাপ কর।'

'থাক থাক! মেয়েটা একটা চাবুক। মনে হয় ওর পেছনে জবরদস্ত লোক আছে।'

কে যেন হাগসনকে চিৎকার করে ডাকে আর সে এগিয়ে যায়।

ওলাফের অফিসে ঢুকে যাই। টেবিলের উপর অনেকগুলি টেলিফোন। কাছেই চেয়ারে বসে যন্ত্রের মত টাইপ করছে এক স্বর্ণকেশী মহিলা।

ওলাফ একটা চেয়ার দেখিয়ে বলে, 'কেমন আছে ডিক?'

তিনটে টেলিফোন একসঙ্গে বেজে ওঠে। ওলাফ টেলিফোনে চিৎকার করে বলে, 'আমি এখন ব্যস্ত।'

ওলাফ আমার দিকে সিগারের বাক্স এগিয়ে দেয়, 'তারপর...হ্যাঁ, মেয়েটার খুনের ব্যাপার পড়েছি। দুঃখিত।'

'মেয়েটা খুব ভাল ছিল। ওলাফ মিলস্ নামে কোন ছোকরাকে জান?'

'হ্যাঁ জানি। মেয়েছেলের ব্যাপারে না থাকলে ছোকরা বক্সিংয়ে অনেক উঁচুতে উঠতে পারতো। কিন্তু ওই মেয়েছেলের ব্যাপার...ছমাস আগে মিলস্ এখান থেকে চলে যায়।'

আমি বলি, 'আমার সামান্য বিরোধ হয়েছিল ওর সঙ্গে। দ্যাখ, ছোকরা বুট দিয়ে কি অবস্থা করেছে।'

'হারামী এক নম্বরের!' ওলাফ বলে,'ব্যাপারটা ভুলে যাও। মিলস্ সাংঘাতিক। ওর সঙ্গে কেন তোমার বিরোধ হয়েছিল?'

'চাকরী গার্ডের...।'

ওলাফ বিস্ফারিত চোখে তাকায়, 'কিন্তু ওর অর্থের অভাব নেই...মনে হচ্ছে অন্যের কথা তুমি বলছে। তাই মনে হয় ওর চাল-চলন দেখে। ওর যা পোশাক। যেমন দামী গাড়ি ব্যবহার করে...ও থাকে ফেয়ারভিউতে। উঃ, ভাবা যায়।'

বলতে থাকে ওলাফ, 'মিলস্ কিভাবে এত অর্থ পায়।'

'ছোকরা খুব ওস্তাদ মেয়েদের বশ করতে।'

‘ধন্যবাদ ওলাফ। ছোকরাকে আমি একদিন উচিত শিক্ষা দেব।‘

গম্ভীর মুখে ওলাফ বলে, ‘ছোকরা খুব দ্রুত মারতে জানে। যদি ঠিক মত ওকে আঘাত করতে পার–মানে ঘুষিতে জোর থাকা চাই।‘

‘ওলাফ, লাল চুলের মেয়েটি কে? ওই যে বাইরে, চেয়ারে বসে বক্সিং প্র্যাকটিস দেখছে, ওই মেয়েটি।‘

ওলাফ হেসে বলে, ‘গেইল? গেইল বোলাস। আরে, ওকে কয়েক সপ্তাহ যাবৎ দেখিনি। কাইজার মিলস্ সম্পর্কে মেয়েটি অনেক কিছু জানে। মিস বোলাস বক্সিং নিয়ে পাগল। মিলস্ বক্সিং ট্রেনিং নেওয়া বন্ধ করলে–মিস ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। মেয়েটা বড্ড কড়া ধাতের।‘

‘ওলাফ, ওর সঙ্গে আমাকে একটু আলাপ করিয়ে দাও।’

.

ফিনেগান রেস্তোরাঁয় দুপুরে অসম্ভব ভিড় থাকে। কিন্তু বাগানের দিকে কিছুটা ঘেরা জায়গায় ফিনেগানের বিশেষ খাতিরের লোকদের বসার ব্যবস্থা আছে।

বেনি আর কারমান দুর থেকে আমাকে ইশারা করে। ঘেরা জায়গায় আমি মিস বোলাসকে নিয়ে বসি। ওরা আমাদের সঙ্গে যোগদান কবে কিন্তু কিছুটা মাতাল মনে হয়।

মিস বোলাসকে দেখে ওরা দাঁড়িয়ে একে অন্যকে আঁকড়ে ধরে।

ওদের চেয়ারে বসার ইঙ্গিত করে বলি, 'চুপচাপ চেয়ারে বস সুবোধ বালকের মত।'

বেনি কারমানকে বলে, 'ডিকের কাণ্ডটা দেখলে! আমাদের কলুর বলদের মত খাটাচ্ছে। আর নিজে মেয়েছেলে নিয়ে মশগুল।'

কারমান মিস বোলাসকে নত হয়ে সেলাম ঠুকে বলে, 'ম্যাডাম, আমাদের বন্ধু ডিক ম্যালয় থেকে সাবধানে থাকবেন। ও যুবতী মেয়েদের চিবিয়ে খায়। অনেক মেয়ের বাপ ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি কী আপনাকে আপনার মার কাছে পৌঁছে দেব?

বেনি বলে, ম্যাডাম চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।

মিস বোলাস আমাকে বলে, ওরা কি সবসময় মাতাল থাকে?

ওদের কথাবার্তা এরকম। আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই। এই যে পরিচ্ছন্ন মাতালটির নাম জ্যাক কারমান। আর অন্যটি এড বেনি। ওরা চ্যাংড়া হলেও ক্ষতিকর নয়। এই যে বাছারা, মিস বোলাসের সঙ্গে পরিচিত হও।

বেনি বলে, ওর চোখদুটো দারুণ আর ওই ঘাড়ের নরম ভঙ্গি...ভাবা যায় না।

কারমান উচ্ছ্বাসের আবেগে গড়গড় করে একটি কবিতা বলে যায়।

আমাদের জন্যে বেয়ারা খাবার নিয়ে এল। কারমান বেয়ারাটিকে আদেশ দেয়, এক বোতল আইরিশ দিয়ে যাও। মিস বোলাসের দিকে ঝুঁকে বলে, আপনাকে কি মদ্যপান করতে অনুরোধ করতে পারি?

মিস বোলাস বলে, লোকটা পাগল। ওরা কী সবসময় এ রকম ব্যবহার করে?

অধিকাংশ সময়।

কারমান বেনিকে বলে, ডিকের দিকে চেয়ে দ্যাখ। মনে হচ্ছে ব্যাটাকে জোর ধোলাই দিয়েছে কেউ।

বেনি তীক্ষ্ণ চোখে আমাকে দেখে বলে, কে এমন করল? এই মেয়েটা কি?

বাজে বকবক বন্ধ করে বসো, সব বলছি। আমি মিলসের কথা সব বলি।

বেনি বলে, ঘাড়ে লাথি খেয়ে সেই কেচ্ছা আবার রসিয়ে বলতে তোমার লজ্জা করে না। গুল দিচ্ছ না তো?

বেশ তো, মিলসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব মিস বোলাস জানে মিলস্ কেমন মস্তান, এক সময় সেরা বক্সার ছিল।

পেলব কাঁধ ঝাঁকিয়ে বোলাস বলে, মিলস্ ভাল বক্সার হলেও, গতি দ্রুত হলে ওকে সহজেই কাবু করা যায়।

উহ ব্যাপারটা অত সহজ নয়। মিলস্ ডান হাতে ঘুষি মারলে তার দফারফা। মিস বোলাস আমাদের সাহায্য করবে। অপরাধতত্ত্ব সম্পর্কে ওর খুব উৎসাহ।

বেনি বোলাসের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বলে, আমি আর আপনি রাতের দিকে কাজ করবো। আপনার অপরাধতত্ত্ব সম্পর্কে প্রবন্ধ আমি পড়বো।

বেয়ারাকে আইরিশ হুইস্কি দিতে বলি। তারপর বেনি আর কারমানের দিকে কমকরে তাকাই; অনেক হয়েছে...এবার ছ্যাবলামো বন্ধ করে কাজের কথায় আসা যাক।

মিস বোলাস মদ স্পর্শ করে না। সে জানায় রাত সাতটার আগে তার মদ্যপানে আনন্দ হয় না।

গ্লাসে মদ ঢেলে বলি, কারমান লীডবেটার সম্পর্কে কী জানলে?

লীডবেটারের সঙ্গে দেখা করেছি, কিন্তু সে আমাকে বিশেষ কিছু বলে নি। লোকটা অদ্ভুত ধরনের। বালিয়াড়ির কাছে ওর একটা ছোট্ট বাড়ি-ছাদে টেলিস্কোপ ফিট করা। দিনরাতের অধিকাংশ সে টেলিস্কোপে দু চোখ লাগিয়ে কি যেন লক্ষ্য করে।

আসল কথা কিছু জানতে পারলে?

লোকটা অনেক কিছু জানে। ওর গল্প এরকম মাছ ধরা দেখার সময় নাকি ওর নজরে ডানার হাত ব্যাগ আসতেই পাশে রক্তের দাগ দেখে পুলিশে খবর দেয় এবং জানায়

কাউকে সে দেখেনি। আমি অর্থের লোভ দেখালে ও বলে, ঠিক মনে নেই কাউকে দেখেছে কিনা। ব্যাপারটা আরো ভাবতে চায়।

এসব লীডবেটার মিফিনকে জানায় নি?

পুলিশকে ও খুব ভয় পায়। মনে হয় ও যেন কী ফন্দি আঁটছে।

ভ্রু কুঁচকে বলি, হয়ত খুনীকে কজা করার তালে আছে। তারপর ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করবে। ওকে একটু ভয় দেখানো দরকার। আমি নিজে ওর সঙ্গে কথা বলবো যদি কাজ হয়।

দেখতে পার চেষ্টা করে। তবে ব্রান্ডননের কথা মনে রেখ।

জানি। আর কিছু বলার আছে?

সান্টা রোসা স্টেটের সামনে বড় পেট্রোল পাম্পের কাছে গিয়েছি। ভেবেছি মিসেস কার্ফের দেখা পাবো। যখন আমি একজন মেকানিকের সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন মিঃ কার্ফের ফিলিপাইন দেশীয় ড্রাইভার হাজির। পাঁচ পাউন্ডের বিনিময়ে ব্যাটা মুখ খোলে। বলে মিসেস কার্ফ প্যাকার্ড গাড়ি নিয়ে উধাও হয়েছে।

কারমানের দিকে তাকিয়ে বলি, মিসেস কার্ফ বাড়ি ফেরেনি।

ড্রাইভার তাই জানায়।

হু, দেখা যাচ্ছে মিসেস কার্ফ খুনের ঘটনা জানে, তাই তাড়াতাড়ি আত্মগোপন করেছে।

কারমান বলে, আমারও তাই মনে হয়। অবশ্য প্যাকার্ড গাড়ির নম্বর টুকে রেখেছি।

গাড়ির খোঁজে লেগে পড়। দশ মাইলের মধ্যে সমস্ত হোটেল, গ্যারেজ। রাস্তার পাশে দাঁড় করানোনা গাড়ির ওপর নজর রাখ।

মিস বোলাস বলল, নাইট ক্লাবগুলিও খোঁজা দরকার।

আমি বলি, মিস বোলাস ঠিক কথা বলেছে। লা এটোলিতে খোঁজা দরকার। বেনিকে বলি, তুমি কি সকালে ওখানে গিয়েছিলে?

বেনি বলে, ওখানে কাউকে দেখিনি। ব্যানিস্টারকে দেখেছি কিন্তু ও আমাকে দেখেনি।

কারমানকে বলি, লা এটোলির ওপর নজর রেখ। ডানা ওখানে গিয়েছিল কিনা, প্যাকার্ড গাড়ি আছে কিনা আর অনিতা কার্ক আছে কিনা।

বেনি বলে, ডিক, বাজে বকবে না।

আমাদের স্বীকার করতেই হবে খবর পাওয়ার জন্যে মিসেস কার্ফ আমাকে এক হাজার ডলার দিতে চেয়েছিল। আমাকে টলাতে পারেনি। আধ ঘণ্টা পর ডানার ফ্ল্যাটে মিসেস কার্ফকে দেখা যায়। পরদিন ভোরে ডানার গদির নিচে একটা বহু মূল্যবান হীরের নেকলেশ পাওয়া যায়। ডানাকে মিসেস কার্ফ মূল্যবান জিনিষের লোভ দেখিয়ে কাবু করেছে...

বেনি রেগে বলে, ডিক, তোমার ধারণা দ্রুত বদলায়। একবার বললে ডানার ফ্ল্যাটে মিস কার্ফ নেকলেশটা রেখেছে। আবার বলছ অন্য কথাব্যাপারটা কী?

বেনি,জানি আমার কথা তুমি পছন্দ করছনা, কিন্তু মিসেস কার্ফকে বের করতেই হবে। আমার ধারণা হয় লা এটোলিতে নয় বার্কলের বাড়িতে ও আছে। শহরে না থাকলে অবশ্য অন্য কথা। আমি বার্কলের কাছে যাব। বেনি, তুমি কাজে লেগে যাও। যেখানে ডানার বডি পাওয়া গেছে–সে জায়গাটা চষে ফেলল। আর কারমান, তুমি প্যাকার্ড গাড়ির খোঁজ কর, ঢু মার লা এটোলিতে।

মিস বোলাস বলে, লা এটোলিতে আমি যেতে পারি। আমি ওই ক্লাবের মেম্বার।

অবাক হয়ে বলি, আপনি যেতে চান?

ওই ক্লাবে সাঁতার কাটতে তো যাবোই। চারিদিকটা একটুনজর দেওয়া এমনকি শক্ত ব্যাপার।

বেনি বলে, আঃ, সাঁতারের পোশাকে আপনাকে যা দারুণ দেখাবে।

মিস বোলাস বলে, ওই পোশাক ছাড়াও আমাকে সুন্দর দেখায়। আমাকে গাড়ির বর্ণনা দিন। দেখি কিছু করতে পারি কিনা।

কারমান তার কার্ডের পেছনে গাড়ির নম্বর, ও বর্ণনা লিখে দেয়।

সবাইকে কাঁপিয়ে মিস বোলাস চলে যায়। বেনি বলে, আঃ, কী একখানা...!

কারমান বলে, ডিক, মেয়েটাকে কোথায় পেলে?

জবাবে বলি, মেয়েটার সম্পর্কে কিছুই জানিনা। ওলাফ ক্রুগার মেয়েটার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। আমার ধারণা মেয়েটাকে দিয়ে অনেক কাজ হবে।

***

ডানার হত্যাকারীর চেয়ে আমি বেশি ভাবছি মিলস্ ছোকরা সম্পর্কে। কিন্তু আমার উচিত আগে ডানার খুনীকে খোঁজা।

তবুও মিলসকে নিয়ে ভাবছি। একটা ওষুধের দোকানে ঢুকে টেলিফোনের বই খুলি। সহজেই পাই মিলসের ঠিকানা দুশো পঁয়ত্রিশ, বীচউড এভেনিউ, ফেয়ার ভিউ ৩৪২৫৭।

ল্যান্ড রেকর্ড অফিসে যাই। দুশো পঁয়ত্রিশ বীচউড এভেনিউ মিস কার্ফ এক বছর আগে কিনেছে।

বাঃ, আবিস্কারের আনন্দে নিজেকে হালকা লাগে। রোলস বয়েস গাড়িও কাফদের। হয়ত এসব ঘটনা ডানার হত্যাকারীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। হয়ত মিলস্ গোটা কার্ফ ফ্যামিলিকে প্রতারণা করছে।

ডানাকে খুন করা মিলসের পক্ষে অসম্ভব নয়। যদি মিলসকে গ্যাস চেম্বারে নিয়ে যেতে পারি...

এবার আমি উইল্টশায়ার এভেনিউতে বার্কলের বাড়ি যাই। চারিদিকে দ্রুত তাকিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকি। বেশ সুন্দর বাগান। পঞ্চাশ গজ দূরে লন। তারপর সুন্দর দোতলা বাড়ি। বারান্দা দিয়ে উপরে উঠে গেছে সিঁড়ি। দোতলায় চারটে ফ্ল্যাট। সামনের দরজার কাছে গিয়ে কলিং বেল বাজাই। কোন সাড়া না পেয়ে আবার বাজাই। টের পাই, বাড়িতে কেউ নেই।

বাড়ির ভেতরে ঢোকা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। দ্রুত একবার বাড়ির ভেতরটা দেখলে হয়ত কোন সূত্র পেয়ে যেতে পারি। কিন্তু গাড়ি যে গেটের বাইরে।

গাড়িটাকে চালিয়ে বেশ কিছুটা দূরে একটা গাছের নিচে রেখে বার্কলের বাড়িতে ফিরে আসি। ছুরির সাহায্যে একটা জানালা খুলে ভেতরে ঢুকি। নিঃশব্দে চারিদিকে নজর রেখে এগিয়ে যাই। (বসবাসের)।

ঘরটায় পুরুষের বসবাসের চিহ্ন। বুনো তরবারি আর প্রাচীনকালের যুদ্ধাস্ত্র দেয়ালে শোভিত। টেবিলে নানা ধরণের মদের বোতল। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় যাই।

হয়ত বার্কলে ঘুমুচ্ছে। কান পেতে শুনি উহ, শাস-প্রশ্বাসের কোন শব্দ নেই। কাছেই একটা ঘর। সাহসের সঙ্গে দরজা খুলি।

একটা পুরুষদের বাথরুম। পাশের ঘরে ঢুকি। বড় বিছানা, দুজনের শোবার উপযোগী। একটা ড্রেসিং টেবিল, পোশাকের আলমারী।

দরজা খোলা রেখে ড্রয়ার খুলি। একটা ঝকমকে ছবি চোখে পড়ে। মিসেস কার্ফের গায়ে পোশাক নেই বললেই চলে। ছবির নিচে লেখা প্রিয়তম জর্জের জন্যে ভালবাসাসহ অনিতা।

ছবিটা এত বড় যে পকেটে ঢোকানো যাবে না তাই ফ্রেম থেকে খুলে ছবিটা উল্টো করি। রবার স্ট্যাম্প করা একটা ঠিকানা : লুই, ফটোগ্রাফার, স্যানফ্রানসিসকো।

ছবিটা কয়েক বছর আগের। তখন মিসেস কাফের চেহারা অনেক সজীব ছিল এখনকার মত রুক্ষভাব ছিল না।

আঃ, কী অপূর্ব সুযোগ আমি নষ্ট করেছি। মিসেস কার্ফের এরকম ছবি আগে দেখলে সেদিন নিশ্চয়ই সাড়া দিতে পারতাম।

যথাস্থানে ছবি রেখে পোশাকের আলমারি ঘাঁটতে শুরু করি। অসংখ্য স্যুট, টুপী আর জুতোর ছড়াছড়ি। সট সরিয়ে আলমারির ভেতরে উঁকি মারি।

অত্যন্ত পরিচিত নীল কোট ও স্কার্ট চোখে পড়ল। যে রাত্রে ডানা নিহত হয়, ওর পরনে ওই পোশাক ছিল। তবে কী বার্কলে...।

একতলায় পায়ের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি পোশাক দুটি বান্ডিল করে দরজার দিকে ছুটে যাই। ড্রয়ার খোলার শব্দ শুনি। কাগজ ওল্টানোর শব্দ। চুপিচুপিব্যালকনিতে এসে নিচের দিকে তাকাই।

টেবিলের সামনে মিলস্ দাঁড়িয়ে। আমি তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে গিয়ে ছবিটা ডানার কোটে আর স্কার্টের মধ্যে খুঁজে নিয়ে জানলা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম।

.

কড়া চোখে মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে। বেনির দৃষ্টিতে আহত বিস্ময়।

ঠিক ভুল সময়ে এসে তুমি আমার বারোটা বাজিয়ে দাও।

ব্যাপারটা কি বেনি? মেয়েটার দিকে হাঁ করে...জীবনে কখনো মেয়ে দেখনি?

মেয়েটাকে বলছিলাম ওর মত সুন্দরী আমি দেখিনি।

এই কী তোমার কাজের নমুনা? যাকগে, এবার বল কতদূর অগ্রসর হলে?

গাড়ির কাছে চল।

গতরাত্রে ডানাকে দেখেছে এমন কারুর খোঁজ পাইনি। কিন্তু অনিতা কার্ফকে দেখেছে এমন দুজনের সন্ধান পেয়েছি।

অনিতা কার্ফ?

হা। একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার বালিয়াড়ি পর্যন্ত অনিতা কার্ফকে নিয়ে গেছে। মিসেস কার্ফের ভাবভঙ্গি তার অন্যরকম মনে হয়েছিল। আরো অদ্ভুত যে এমন একটা নির্জন জায়গায় নেমে তাকে অপেক্ষা করতে বলল।

তখন রাত কটা হবে?

মধ্যরাতের পর।

অন্য লোকটি কে?

একজন জেলে। সে একজন মহিলাকে সন্ধ্যাকালীন পোশাক পরে বালিয়াড়ির দিকে যেতে দেখেছে। মনে হচ্ছে যখন ডানাকে গুলি করা হয় সেখানে অনিতা কার্ফ উপস্থিত ছিল। হয়ত কোথাও আড়ালে লুকিয়ে ছিল।

বেনি চিন্তান্বিত মুখে বলে, সমস্ত ট্যাক্সি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করেছি কিন্তু কেউ ডানাকে দেখে নি।

গাড়ির পেছনের সিট থেকে ডানার কোট আর স্কার্ট এনে বলি, একবার তাকিয়ে দ্যাখ।

বেনির চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে, আশ্চর্য!

ডানার এই পোশাক বার্কলের পোশাকের আলমারিতে পাওয়া গেছে।

বেনি বলে, মনে হয় তবে ডানাকে বার্কলে খুন করেছে।

জানি না, বেনি। সব সময় মনে হয়, কিছু একটা পেয়েছি। তারপর অন্যকিছু আবিষ্কার হয়। ফলে প্রথম ধারণা বাতিল হয়। এখন লীডবেটারের কাছে যাচ্ছি। বেনি, আমার সঙ্গে চল।

গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বলি, লীডবেটারের সঙ্গে কথা বলে আমরা অফিসে যাব। এখন থেকে সাবধান না হলে আমরা আর সঠিক পথে যেতে পারবো না।

বেনি বলে, বার্কলের বাড়িতে মিলস্ কি উদ্দেশ্যে যেতে পারে?

জানি না। তবে এর আগে আমি না গেলে অনিতা কার্ফের ছবিটা পেতাম না। আর স্যানফ্রানসিসকোতে গিয়ে তোমাকে অনিতা কাচের অতীত জেনে আসতে হবে। হয়ত কিছু দরকারী তথ্য মিলতে পারে।

আমার অথবা লীডবেটারের বাড়ির কাছে গাড়ি থামাই। ডানার পোশাক আর অনিতা কার্ফের ছবি গাড়ির পেছনেই রেখে আমরা এগিয়ে যাই।

হাঁটতে হাঁটতে বলি, কাল রাত্রে চাঁদের আলো তীব্র ছিল। লীডবেটার টেলিস্কোপেহয়ত অনেক কিছুই দেখেছে।

বেনি বলল, লোকটাকে অর্থের লোভ দেখাতে চাও নাকি?

জানি না। যদি ঠিকমত কজা করতে পারি–হয়ত ঘুষের প্রয়োগ হবে না।

লীডবেটারের টেবিলের সামনে আমরা দাঁড়াই। চারিদিকে সুনসান। আমরা এগিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মারি শোবার ঘরের দিকে। পুরনো আসবাব। টেবিলের ওপর অসমাপ্ত খাবার।

বেনি দরজায় কয়েকবার আঘাত করতে দরজা খুলে যায়। আমরা নোংরা ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাই কোন শব্দ নেই।

বেনি বলে, ব্যাটা হয়ত টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে ন্যাংটো মেয়েদের স্নান দেখেছে।

চল, ছাদে যাই।

মই বেয়ে ছাদে উঠি। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আমরা বিরাট টেলিস্কোপের দিকে তাকিয়ে থাকি। পাশেই লীডবেটার চিৎ হয়ে শুয়ে, ওর কপালের মাঝখানে একটা গর্ত, প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। ।

আমার বাহু দুহাতে জড়িয়ে বেনি বলে, উঃ ভাবা যায় না।

৪.

আবছায়া ভাব অফিসের মধ্যে। জানালার পর্দানামানো। আমি পায়চারী করি, পরনের জ্যাকেট আলগা, টাই ঢিলে। চেয়ারে বসা পাওলার চেহারা বরফের মত ঠাণ্ডা।

লীডবেটারকে মৃতাবস্থায় কিভাবে দেখেছি তার বিবরণ শুনে পাওলার যেন ভাল লাগছিল না।

আমি বলি, লীডবেটারের বাড়ির সামনে গরান কঠের বড় ঝোঁপ। ঝোঁপের আড়াল থেকেই খুনী গুলি করেছে। আমরা তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছি, কেউ আমাদের দেখেনি।

পাওলা সিগারেট ধরিয়ে বলে, ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না। যদি আমরা কার্ফের ব্যাপারটা ব্রাক্তনকে জানতাম-লীডবেটার খুন হত না।

কি হোত জানি না। নিজের মৃত্যু লীডবেটার নিজেই ডেকে এনেছে। ও খুনীর সঙ্গে দর কষাকষিতে চলে গিয়েছিল। অর্থ লোভই ওর মৃত্যুর কারণ।

হয়ত তাই। খবরটা শুনে ব্রান্ডন উত্তেজিত হবেন। ডিক, আমাদের অবস্থা ভাল নয়। এখন আমরা কোনদিকে অগ্রসর হব?

বেনিকে স্যানফ্রানসিসকোতে পাঠিয়েছি। অনিতার খবর আনতে। খুনের জায়গায় যে অনিতা কার্ফ উপস্থিত ছিল সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এবার বার্কলের সঙ্গে কথা বলা আমার কাজ।

বার্কলের কাছে গিয়ে লাভ নেই...ওর আলমারি থেকে ডানার পোশাক আনার অর্থ ওকে সন্দেহমুক্ত করা। সে সবকিছু অস্বীকার করবে।

জানি। কিন্তু ভেবেছিলাম ডানার পোশাকনতুন কোন তথ্য জোগাবে। ক্লেগের ক্লিনিকে ডানার পোশাক পাঠিয়েছি। রিপোর্ট পাওয়ার পর পোশাক বার্কলের আলমারিতে রেখে আসবো।

কাজে খুব ঝুঁকি। ডানার প্যান্ট জুতো আর মোজার হদিশ পেলে না?

হয়তো কোথাও লুকানো আছে। মিলস্ এসে যাওয়ায় বেশি খুঁজতে পারিনি।

তুমি কি মিলসের ডেরায় হানা দেবে নাকি?

হয়ত দেব, কিন্তু এখনই নয়। মিলসের সঙ্গে খুনের হয়তো কোন সম্পর্ক নেই। নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত...।

সময়ের প্রশ্নটা আগে ভাবতে হবে। পুলিশ কিছু করার আগেই আমাদের খুনীকে ধরা উচিত।

দেখা যাক, ক্লেগের রিপোর্ট কি বলে? একবার ওকে ফোন কর।

ক্লেগকে টেলিফোনকরতে পাওলা এগিয়ে যায়। আমি অনেক কিছুতেই বিভ্রান্ত। ডানাকে কেন উলঙ্গ করা হয়েছিল? ওকে অনিতা কেন নেকলেশ দিয়েছিল?

পাওলা বলে, ডিক, ক্লেগের সঙ্গে কথা বল।

ডানার পোশাকে রক্ত অথবা বালির কোন চিহ্ন নেই। ক্লেগকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রাখি।

কিছু পাওয়া যায় নি, মানে মৃত্যুর সময় ডানার পরনে অন্য পোশাক ছিল।

খুন করার আগে হয়ত ডানাকে উলঙ্গ করা হয়েছে।

সেক্ষেত্রে ডানার পোশাকে বালির চিহ্ন পাওয়া যেত।

হয়ত গাড়ির মধ্যেই ডানাকে উলঙ্গ করা হয়েছে।

কিছু ভাবতে পারছি না।বরং বার্কলের সঙ্গে আগে দেখা করি। কারমানকে সঙ্গে নেব। বার্কলে হয়ত ঝামেলা করতে পারে।

দরজার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় টেলিফোন বেজে ওঠে।

পাওলা ধরে বলে, ব্রান্ডন তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন।

যেতে যেতে বলি, ব্রান্ডনকে তুমি সামলাও। বলবে আমি কোথায় গেছি, তুমি জান না। কাল সকালে দেখা হবে।

***

গাড়ি গাছের নিচে রাখি। রেজিস্ট্রেশন কার্ডটা পকেটে ঢোকাই। তারপর নিচে নেমে বলি, এখান থেকে আমাদের হাঁটতে হবে।

কারমান অনিচ্ছাসত্ত্বে নেমে বলে, উঃ, কী গরম! ডিক, বার্কলে কি আমাদের মদ অফার করবে?

ডানার কোট আর স্কার্ট একটা প্যাকেটে বগলের নিচে রেখে হাঁটতে হাঁটতে বলি, মদের বদলে বার্কলের তরবারির আঘাত পাবে। বার্কলে মধ্যযুগের অস্ত্রাদি সংগ্রহে অত্যন্ত উৎসাহী।

তাই নাকি? কখনও তরবারির আঘাত কি জিনিষ, জানি না।

নিঃশব্দে বার্কলের শোবার ঘরে ঢুকে আলমারির মধ্যে ডানার পোশাক রেখে দিতে হবে। বার্কলে যদি বাগানে থাকে-ওকে আলোচনায় আটকে রাখবে। ভাগ্য ভালো হলো বার্কলে বাড়িতে নেই।

বার্কলে যদি তোমাকে হাতে নাতে ধরতে পারে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ডাকবে। অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে ব্রান্ডননের মুখোমুখি হতে কেমন লাগবে?

টেলিফোন থেকে বার্কলেকে দূরে রাখতে হবে। তাই তোমাকে সঙ্গে আনা। বার্কলের সঙ্গে শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে হবে।

বাগানে কেউ নেই। বাড়ির দিকে তাকিয়ে বলি, বুঝতে পারছি না, বার্কলে ভেগে পড়েছে কিনা।

কারমান বলে, আমি আগে যাব।

নিশ্চয়ই। দরজায় নক্ কর। যদি বার্কলে থাকে–ওকে ব্যস্ত রাখ। আমি সেই ফাঁকে শোবার ঘরে যাব।

কারমান দরজার কছে গিয়ে বেল পুশ করে। কোন সাড়া নেই। আবার বেল বাজায়, তখন একটি কণ্ঠস্বর শোনা যায়, ব্যপারটা কী?

সবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি আমার পেছনেদীর্ঘকায় সুদর্শন চেহারার এক ব্যক্তি। এই ভদ্রলোক যে জর্জ বার্কলে সেটা বুঝতে বাকি রইল না।

মিঃ বার্কলে নিশ্চয়ই আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন?

হ্যা....কী ব্যাপার?

নিজের প্রতিষ্ঠানের কার্ড এগিয়ে দিলাম। বার্কলে কার্ডটি পড়ে ফেরৎ দিয়ে বলে, ধন্যবাদ। এই মুহূর্তে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সাহায্য আমার দরকার নেই।

কারমান এসে দাঁড়ালে বার্কলে ওকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করে।

আমরা আপনার কাছে অন্য ব্যাপারে এসেছি। একজন মকেলের হয়ে আমরা কাজ করছি যার স্ত্রী হলেন আপনার বান্ধবী। এ ব্যাপারে আপনি হয়ত আমাদের সাহায্য করতে পারেন।

খুব দুঃখিত, এখন আমি ব্যস্ত। তাছাড়া অপরিচিত লোকদের আমি পছন্দ করি না।

শুনুন মিঃ বার্কলে–পুলিশদের তো হাড়ে হাড়েই চেনেন। ব্যক্তি মানুষদের প্রতি ওদের কোন শ্রদ্ধা নেই। আমাদের আছে।

বার্কলে ভ্রু কুঁচকে, কী জানতে চান তাড়াতাড়ি বলুন। দুঃখিত, আমাদের আলোচনায় একটু সময়ের দরকার। চলুন বাড়ির ভেতরে বসে কথা বলি।

উঃ, যীশুর দোহাই। আপনারা আসুন আমার সঙ্গে...।

বার্কলে বসার ঘরে ঢুকে গ্লাসে কিছুটা হুইস্কি ঢেলে সোফায় বসে বলে, এবার যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন।

বার্কলের কোলের ওপর ডানার পোশাক রেখেলি, আপনার পোশাকের আলমারিতে এগুলি কিভাবে এলো?

ডানার পোশাক সন্দেহের চোখে দেখে, মুখে বিস্ময়ের অভিব্যক্তি। আমার দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে বলে, আবার বলুন তো ব্যাপারটা?

এই পোশাক আপনার আলমারিতে কিভাবে এলো জানতে চাই।

ডানার পোশাক মেঝের ওপর ফেলে বার্কলে ইস্কির গ্লাসে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বলে, আপনি কী মাতাল? না পাগল?

কয়েক ঘণ্টা আগে এখানে এসেছিলাম, বাড়িতে কেউ ছিল না তখন। সুতরাং আমি বাড়ির ভেতর ঢুকে চারিদিক দেখি। আপনার শোবার ঘরের আলমারিতে ডানার পোশাক দেখেছি।

– তাই নাকি? আবার ফিরিয়ে এনেছেন। খুব চালাক লোক আপনি।

রক্তের চিহ্ন পরীক্ষা করার জন্যে পোশাক নিয়েছিলাম।

রক্তের চিহ্ন...ব্যাপারটা কী?

এই পোশাক ডানা লিউইসের। বালিয়াড়িতে গত রাত্রে যে মেয়েটি খুন হয়েছে।

কী পাগলের মত আবোল-তাবোল বকছেন?

জানতে চাই যে মেয়েটি কাল রাত্রে খুন হয়েছে এবং যাকে উলঙ্গ অবস্থায় বালিয়াড়ির কাছে পুলিশ আবিষ্কার করে তার পোশাক আপনার আলমারিতে এলো কিভাবে?

জানি না, জানতে চাই না। এবার এই পোশাক নিয়ে বিদেয় হোন।

আমি ঠাণ্ডা গলায় বলি, ডানা লিউইসের হত্যার ব্যাপারে আপনি মুক্ত নন। আমার হাতে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আছে। ডানা লিউইস আমার প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মী। মিসেস কার্ফকে অনুসরণ করার সময় সে খুন হয়।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বার্কলে বলে, কী ব্যাপার...আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চান বুঝি?

উঁহু, সেসব নয়। খুন হওয়া মেয়েটি আমার বান্ধবী।ওর হত্যার তদন্ত আমি করছি। ওর পোশাক কিভাবে এলো জানতে চাই।

বার্কলে উঠে বলে, যাই বলুন আমি ব্ল্যাকমেলের গন্ধ পাচ্ছি।বরং আমি পুলিশকে ডাকি, ওদের কাছে আপনি প্রমাণ দাখিল করবেন।

বার্কলে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ায়। কারমান প্রস্তুত ছিল। সে তার ছিঁড়ে টেলিফোনটা ঘরের কোণে নিক্ষেপ করে।

বার্কলে এগিয়ে কারমানের মাথায় আঘাত করে।কারমান টেবিলের ওপর ছিটকে পড়ে। আমার দিকে তেড়ে আসার আগেই আমি সজোরে বার্কলের চোয়ালে ঘুষি মারি। বার্কলের দু চোখ উল্টে যায়। ফ্যাকাশে হয়ে মেঝের ওপর পড়ে যায়।

কারমান উঠে দাঁড়িয়ে বলে, চমৎকার, এবার আমরা একটু হুইস্কি পান করতে পারি...কি বল ডিক?

নিয়ে এসো।

কারমান লিকার ক্যাবিনেটের দিকে গিয়ে দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে একটা আমাকে দেয়। এক চুমুকে অর্ধেক খালি করি। বার্কলের জন্য চিন্তা হয়। বেচারী হয়ত কিছুই জানে না।

আমি বলি, কারমান সাবধানে এগোতে হবে। নইলে পুলিশের খপ্পরে পড়বে।

কারমান বলে, অন্যায় আমরা কিছুই করিনি। বার্কলেই প্রথমে মারামারি শুরু করে। ওর মুখ থেকে কথা বের করতেই হবে।

কারমান জলের ঝাপটা দেয়। বার্কলে আস্তে আস্তে চোখ কচলে পিটপিট করে আমাদের দিকে তাকায়।

কারমান বলে, অনেক হয়েছে। মিঃ বার্কলে, এবার উঠে বসুন। আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। আমার হাতের জিনিসটা দেখুন আর বাহাদুরি দেখাবেন না।

বার্কলে উঠে দাঁড়ায়। তারপর সোফায় বসল।

সিগারেট ধরিয়ে বলি, গোড়া থেকে শুরু করলে কেমন হয়? এবার বলুন, এই পোশাক আলমারিতে কি ভাবে এলো?

বার্কলে একটু চুপ থেকে খেঁকিয়ে ওঠে, উঃ কতবার বলবো, আমি বুঝতে পারছি না আপনারা কি বলছেন।

ওর কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

ঠিক আছে, সব খুলে বলছি। কিছুদিন আগে মিঃ কার্ফ আমাদের নিযুক্ত করেন ওঁর স্ত্রীর উপর নজর রাখার জন্যে। কারণ জানার প্রয়োজন নেই। মিসেস কার্ফের নজর রাখার জন্যে ডানা .. লিউইসকে কাজে লাগাই। সে জানায় যে, মিসেসকা আর আপনি ঘনিষ্ঠভাবে চলাফেরা করছেন –এ খবর মিঃ কার্ফকে জানানো হয়নি। গতরাত্রে টেলিফোনে সংবাদ শুনে ডানা লিউইস তার ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে যায়। পরে বালিয়াড়ির কাছে তার ডেড বডি আবিষ্কার করে পুলিশ।

আমরা মিসেস কার্ফকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। মনে হল সে হয়তো এখানে লুকিয়েছে তাই এসেছিলাম। তাকে পাইনি কিন্তু ডানার পোশাক পেয়েছি। যদি আপনি সন্তোষজনক ব্যাখ্যানা দিতে পারেন–মনে করবো, আপনি ডানাকে খুন করেছেন। কারণ সে আপনাকে আর মিসেস কার্ফকে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে দেখেছে। আমার কথা এবার বুঝতে পেরেছেন?

আমি ডানা লিউইস নামে কোন মেয়েকে চিনি না। তাছাড়া, কাল রাত্রে আমি শহরের বাইরে ছিলাম। এই কিছুক্ষণ ফিরেছি।

কোথায় ছিলেন আপনি?

লস এঞ্জেলসে গিয়েছিলাম। গতকাল বিকেল পাঁচটার গাড়িতে গিয়েছিলাম। বিশ্বাস না হয়। আমার গাড়িতে একটা ব্যাগ আছে দেখুন।

কোথায় রাত কাটিয়েছেন?

একটা মেয়ের কাছে ছিলাম।

কারমান একটা পেন্সিল এগিয়ে বলে, মিঃ বার্কলে, মেয়েটার নাম ঠিকানা লিখে দিল।

তার প্রয়োজন আছে কি?

মেয়েটার নাম ঠিকানা দিলে আপনারই ভাল হবে।

যাচ্ছেতাই ব্যাপার। আমার বান্ধবী কিটি হিচেনস। অ্যাপার্টমেন্ট ৪৮৩৪ এসটোরিয়া কোর্ট। দারোয়ান আমাকে দেখেছে। পানশালার ওয়েটার, লিফট চালক আমার কথা বলবে। ওখানে প্রায়ই যাই। আজ বেলা তিনটে পর্যন্ত ওখানে ছিলাম।

সবই বুঝলাম। কিন্তু কিভাবে আপনার আলমারীতে ডানার পোশাক পাওয়া গেল।

আমার আলমারিতে ঐ পোশাক ছিল বিশ্বাসকরিনা। আমাকে ব্ল্যাকমেল করার জন্যে আপনারা ষড়যন্ত্র করছেন।

উপরে গিয়ে আমরা ডানার অন্তর্বাস আর জুতো খুঁজবো আপনার আপত্তি আছে?

কিভাবে জানবো যে, প্রথমবার এসে আপনি ওইগুলো কোথাও লুকিয়ে রেখে যান নি।

আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। ওপরে চলুন।

তিনজনে ওপরে গিয়ে খুঁজতেই কারমান ডানার জুতোত বাথরুমে পায়।

বার্কলে বলে, হু...খুব কায়দা। এবার বক্তব্য কী?

অনেক খুঁজেও ডানার অন্তর্বাস পাওয়া গেল না।

আমরা বসবার ঘরে এসে ডানার পোশাকের সঙ্গে জুতো রেখে দিলাম। বার্কলে গ্লাসে মদ ঢেলে আমাদের দেয়। মনে হয় ডানার মৃত্যুর সঙ্গে বার্কলের কোন সংশ্রব নেই।

অর্ধেক মদ পান করে বার্কলে বলে, এবার আর কি বলবেন?

মনে হচ্ছে কেউ এখানে ডানার পোশাক আর জুতো রেখে গেছে।

বার্কলে বলে, কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কে এমন করলো?

আমার ধারণা খুনীর কাজ। পুলিশ এসব জিনিস এখানে পেলে এতক্ষণে আপনি গারখানায়।

হয়ত তাই।

মিসেস কার্ফ আমাদের সাহায্য করতে পারেন। কোথায় পাব বলতে পারেন?

বার্কলে বলে, তিনদিন আগে আমার ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে, একসঙ্গে ডিনার খেয়েছি।

ওর সঙ্গে আপনার কিভাবে পরিচয় হয়?

সমুদ্রের ধারে আলাপ হয়। স্বামীর কাছে কোন মজা পায়নি মিসেস কার্ফ।

কতদিন থেকে মিসেস কার্ফকে জানেন?

প্রায় দশদিন। মেয়েরা স্বেচ্ছায় ধরা দিলে, আমি কি করতে পারি?মিসেসকার্ফ নিজেই আমার কাছে এসেছে।

মিসেস কার্ফকে নিয়ে কোনরকমে অশান্তি হয়েছিল কি? যেমন কোন দোকানে গণ্ডগোলের সৃষ্টি? কখনও কিছু আপনার হারিয়েছে কী?

আপনি কি বলতে চাইছেন...মিসেস কার্ফের কী হাতটান অর্থাৎ চুরির বাতিক..'।

আমি সম্মতি জানাই।

তাই মিঃ কার্ফ তার স্ত্রী ওপর নজর...আমি মনে করেছি ডিভোর্সের জন্যে উনি প্রমাণ খুঁজছেন। মিসেস কার্ফও ডিভোর্স চেয়েছে।

আপনি কিন্তু প্রশ্নের জবাব দেননি।

মিসেস কার্ফের ওই ধরণের আচরণ দেখিনি আর আমার কোন কিছু খোয়া যায়নি।

মিসেস কার্ফ কী আপনাকে জানিয়েছে যে, তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে?

নিশ্চয়ই। একটা মেয়ে নাকি ওর ওপর নজর রাখছে। তাই আমি ওর সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করি।

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস কেউ মিসেস কার্ফকে অর্থ আদায়ের জন্যে ভয় দেখাচ্ছে। ও কিছু বলেনি আপনাকে?

অবাক হয়ে বার্কলে বলে, উঁহু, এটা আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন ঘটনা। অবশ্য শেষবার মিসেস কার্ফ আমার কাছে ধার চেয়েছিল।

কত?

মিসেস কার্ফকে হতাশ করেছি। বিবাহিতা মহিলাদের আমি ধার দিই না।

কখনও কী মিসেস কার্ফ কোন ব্যানিস্টারের কথা উল্লেখ করেছে?

না। এ ব্যাপারে ব্যানিস্টার কি জড়িত?

ব্যানিস্টারকে আপনি চেনেন?

ওর সঙ্গে লা এটোলি রেস্তোরাঁয় দেখা হয়েছে।

এখানে মিসেস কার্ফ কি রাত্রে থেকেছে?

বার্কলে সতর্ক হয়ে বলে, আমি বলবো না।

কারমান রুক্ষ গলায় বলে, শাট আপ। প্রশ্নের সঠিক জবাব দেবেন।

আমি বলি, কাইজার মিলস্ নামে কাউকে চেনেন?

গাড়ি চালায় যে ছেলেটা...দু একবার দেখেছি। ওর প্রসঙ্গ আবার কেন?

আমার ধারণা, মিঃ কার্ফের বাড়ি পাহারা দেয় মিলস্।

হয়ত হবে। মিলস্ কয়েকবার মিসেস কার্ফকে গাড়ি চালিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। আর কিছু জানি না।

ড্রয়ারে মিসেস কার্ফের একটা ছবি পেয়েছি। মিসেসকার্য নিশ্চয়ই আপনাকে ছবিটা দিয়েছে?

খুব সুন্দর ছবি, তাই না? হ্যাঁ, মিসেস কার্ফ দিয়েছে।

জানেন কি কখন ছবিটা তুলেছিল?

কয়েক বছর আগে। আপনি কী ছবিটা নিয়েছেন?

হ্যাঁ, ফেরৎ পাবেন না।

হতাশ হলাম। একটা ট্রাঙ্ক বোঝাই ওরকম অনেক ছবি আছে। পোশাক ছাড়া যদি মহিলাদের আপনি...।

আপনাদের এখন উঠতে হবে।

বার্কলে বলে, এই জুতো নিয়ে কোন পরীক্ষা করবেন না?

না। নিজেকে ভাগ্যবান মনে করুন।

ডানার পোশাক আর জুতো নিয়ে আমরা বাইরে এলাম। হাঁটতে হাঁটতে গাড়ির কাছে আসি।

কারমান বলে, বার্কলেকে সুন্দর একটা ঘুষির জন্যে আমি আনন্দিত।

কারমান, সন্দেহভাজন লোকদের তালিকা থেকে বার্কলের নাম বাদ। মিলসের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। তাহলে সে আজ দুপুরে বার্কলের বাড়িতে গিয়েছিল কেন?

আমি গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন চালু করে বলি, বার্কলে বক্তব্য আমাদের যাচাই করতে হবে। কারমান, তুমি বার্কলের বান্ধবীর খোঁজ নাও। ..

আজ রাত্রেই কিটি হিচেনস্-এর সঙ্গে দেখা করবো, যদি একটু ফষ্টিনষ্টি করতে পারি?

উঃ, মেয়েটা পুলিশ ডাকবে মেয়েদের ধান্দা মন থেকে সরিয়ে নাও।

***

আমি গেটের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াই। কেবিনের জানলা গলিয়ে আলোর রেশ বাইরে পড়েছে। কোনরকমে ঝুঁকি না নিয়ে পা টিপে টিপেবারান্দায় এসে ঘরের মধ্যে উঁকি মারি। হালকা সুগন্ধ টের পাই।

মিস বোলাস সোফায় শুয়ে, হাতে একটা ম্যাগাজিন। ঠোঁটের মাঝখানে সিগারেট। বাঁ হাতে হুইস্কির গ্লাস। ওর পরনে সন্ধ্যাকালীন পোশাক। নগ্ন বাহু আলোয় ঝলসায়।

দরজার কাছে যেতেই মিস্ বোলাস টের পেয়ে নিরুৎসাহের দৃষ্টিতে তাকায়। ম্যাগাজিন হাত থেকে পড়ে যায়।

মিস বোলাস বলে, অনেকক্ষণ আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।

ঘরে ঢুকে বলি, জানলে তাড়াতাড়ি ফিরতাম। ব্যাপারটা কী?

মিস বোলাস বলে, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিন। আমাদের বেরোতে হবে।

আমাদের? কোথায়?

বলুন তো কোথায়? প্যাকার্ড গাড়িটা খুঁজে পেয়েছি।

লা এটোলিতে?

হ্যাঁ, গ্যারাজে পেয়েছি।

একটা গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে নিয়ে বসে বলি, কোন গণ্ডগোল হয়নি তো?

কোন ঝামেলা হয়নি। একজন মেকানিকের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। পুরুষেরা আমার সঙ্গে কথা বলতে পারলে ধন্য হয়ে যায়।

চমৎকার করেছেন। আমাকে বুঝি এখুনি লা এটোলিতে নিয়ে যাবেন?

হ্যাঁ, ওখানে অনেক কিছু দেখেছি। তাড়াতাড়ি পোশাক পাল্টে নিন। বার্কলের সঙ্গে দেখা করেছেন?

কিছু লাভ হয়নি। অনিতা কার্ফকে খুঁজে না পেলে...।

হয়ত আজ রাত্রে তার দেখা পেতে পারেন।

শোবার ঘরে গিয়ে পোশাক পাল্টিয়ে টাই বাঁধছি তখন মিস বোলাস বলে, আপনার কাছে রিভলবার আছে?

কাছে থাকার দরকার আছে কি?

থাকলে ভাল হত। ওখানে কিছু মস্তান আছে।

গণ্ডগোলের মধ্যে যেতে চাই না। লা এটোলি কী ঝামেলার জায়গা? আমি তো জানি খুব দামী নাইট ক্লাব।

ঠিকই জানেন। কিন্তু ওখানে মোটা অর্থের জুয়া খেলা চলে। প্রত্যেক সভ্য এবং তাদের অতিথিদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। আপনি তো জানেন, যে ব্যানিস্টার কি ধরনের লোক। ওর নিজস্ব কয়েকজন মস্তান আছে, আমি শুধু সতর্ক করে দিলাম। ওখানে আপনি যা খুশি তাই করতে পারবেন না।

ঠিক আছে। এবার যাওয়া যাক। উঃ, আপনাকে আজ যা দারুণ দেখাচ্ছে...আস্ত গিলে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

মিস বোলাস আমার পাশে গাড়িতে বসল। আমি বলি, আজ দুপুরে কাইজার মিলস্ গোপনে বার্কলের বাড়িতে হানা দিয়েছে?

কাইজার মিলস্ সম্পর্কে আমি অত উৎসাহী নই।

আমার মনে হয় ওর সম্পর্কে আপনি এমন কিছু জানেন যা বলবেন না।

মিলস্ সম্পর্কে আমার কিছু বলার বা উৎসাহ নেই।

আমি ভেবেছিলাম আমাদের দুজনেরই মিলসের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার আছে। আর ওই । জন্যেই তো আপনি আমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন তাই না?

উঁহু, আমি ইচ্ছে করলে যে কোন সময়ে ওই খচ্চরটাকে একাই পালিশ করতে পারি।

এবার নিজের কথা বলুন। আপনার দুচোখে সবসময় গরম ভাব থাকে কেন? আপনি কে? কোত্থেকে উদয় হলেন? ব্যাপারটা খুলে বলুন তো?

আমি কে? আমার গ্ল্যামারই আসল–আর কিছু নয়। আমার ছেলেবেলা অনেক কষ্টে কেটেছে। সপ্তাহে বাবার আয় ছিল দশ ডলার। বার বছর বয়সে আমি স্কুল ত্যাগ করি। আমার মা একজন সেলসম্যানের সঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে।

আমি বলি, আমাকে একটা সিগারেট ধরিয়ে দিনতো।

মিস বোলাস হেসে বলে, শুনুন, পনেরো বছর বয়সে আমার বাবা মারা যায়। তখন থেকে আমি নিজের ইচ্ছেমত জীবন যাপন করি।

মিস বোলাস আবার বলে, আমাকে কখনও অর্থের লোভ দেখাবেন না। আমি তাদের ঘৃণা করি তাহলে।

অর্থ নেন কেন?

আমার একটা কুসংস্কার আছে। যদি কখনও এক পেনীও নিতে অস্বীকার করি–এক ডলার হারাবার ভয় থাকে।

আপনি যদি আমার কাছে অন্য কোন মতলবে এসে থাকেন তাহলে মারাত্মক ভুল করেছেন।

বিষাক্ত গলায় মিস বোলান্স বলে, বোকার মত কথা বলবেন না। অর্থের যখন প্রয়োজন হয় ঠিকই পেয়ে যাই। লা এটোলিতে জুয়া খেলে এক রাত্রে আমার কম উপার্জন হয় না। আমার সঙ্গে কখনও তাস খেলবেন না। ধোঁকা দিতে আমার জুড়ি নেই। আপনাকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি, আপনার কেবিনে আমাকে থাকতে দেবেন?

আবার বলুন তো?

আপনার সঙ্গে থাকবো।

আমার বিছানা একজনের মত।

ওর জন্যে ভাবতে হবে না। আপনি বুঝি চান না আপনার কাছে থাকি?

অনেকটা সেরকম। আমি একা থাকাই পছন্দ করি।

তাজ্জব ব্যাপার। আসলে সবসময় আমি অর্থ বাঁচাতে চেষ্টা করি। ঠিক আছে, ব্যাপারটা ভুলে যান।

আমি ভাবছি আপনি কতটা শক্ত মেয়ে।

একবার আমাকে বাজিয়ে দেখুন।

গাড়ি থামিয়ে মিস বোলাসের কাছে যাই, এখন চমৎকার সময়। কাছে এসো।

শান্তভাবে সে বলে, আপনার সঙ্গে থাকবো তাতে রাজী নন, অথচ গাড়ি থামাতে আপনার আপত্তি নেই।

আর ওভাবে বল না। বলে ওর কোমল মুখে চুমু খাই। ঠোঁটে চুমু খাই। ও আমার বাহুর মধ্যে লুটিয়ে পড়ে–এভাবে কিছুক্ষণ থাকি।

আমাদের অন্য গাড়ির কর্কশ শব্দ সজাগ কোরে তোলে। রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করি।

তোমাকে আজ আস্ত খেয়ে ফেলার ইচ্ছে ছিল...অন্য একদিন হবে...কি বল সুন্দরী।

***

গাড়ি লা এটোলির দরজার কাছে থামাই। কয়েকজন গুণ্ডা হাত নেড়ে মিস বোলাসকে অভিবাদন করে আমাকে পাত্তা দেয় না।

আলোয় ঝলমল তিনতলা বাড়ি। উর্দি পরা দারোয়ান এসে গাড়ির দরজা খুলে দেয়।

একটা স্বল্পবাস পরিহিতা মেয়ে এসে আমার টুপী ধরে এবং আমাকে একটা রসিদ দিয়ে বাঁকা চোখে তাকায়।

মিস বোলাস টয়লেটে যেতে চায়। আমি কী ওর জন্যে অপেক্ষা করবো?

দমচাপা পরিবেশের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে থাকি কিন্তু ভিড় ঠেলে পাতলা চেহারার একটা লোক এগিয়ে এলো। বুঝলাম ব্যানিস্টারের একজন পোষ মস্তান।

লোকটা কর্কশ গলায় বলে, কাকে খুঁজছেন?

কাউকে নয়।

তীক্ষ্ণ চোখে বলে, কারুর অপেক্ষায় আছেন?

মেয়েদের টয়লেটের দিকে দেখিয়ে বলি, এখুনি এসে পড়বে।

সামান্য নরম গলায় বলে, এখানে কেবল সভ্যদের এবং তাদের অতিথিদের প্রবেশাধিকার আছে। আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না।

লোকটা আবার আমাকে জরীপ করে। যার সঙ্গে এসেছেন–মহিলার নাম বলুন তো।

মিস বোলাস।

তাই নাকি। তবে তো আপনি খুব চমৎকার সঙ্গিনী পেয়েছেন।

একজন সভ্য গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কাকে যেন খুঁজতে থাকে। মিস বোলাস ফিরে এলে বলি, ওই বেজি মুখো লোকটা কে?

ওর নাম গেইটস। ব্যানিস্টারের একজন পোষা মস্তান। ওকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।

লোকটা তোমার নাম শুনে এমন মুখের ভাব করল যেন মাছি গিলছে।

আমাকে নিয়ে মিস বোলাস পানশালায় যায়। আমরা কয়েক পাত্র মদ গিলি। জানাই, মিস বোলাস যেন জুয়া খেলতে চলে যায়।

তুমি কী করবে?

চারিদিকে একটু নজর দেব। জায়গাটার একটু ধারণা দাও। মিসেস কার্ফ কোথায় আছে জানো?

সম্ভবতঃ ওপর তলায়।

ওখানেই আমি খোঁজ করবো।

খুব সাবধান। আগেই বলেছি ঝামেলায় যেও না।

মিসেস কার্ফকে যে খুঁজে বের করতেই হবে। আমাকে দেখলে বলবো পথ ভুলে এসে গেছি।

মিস বোলাস বলে, এগিয়ে যাও।কতদূর পারবে জানিনা। কিন্তু দুষ্টুবুদ্ধি যেন মাথায় না চাপে। ব্যানিস্টার ও তার পোষা গুণ্ডাদের কথা যেন মনে থাকে।

তোমার শুভেচ্ছা আর উৎসাহ আমার বেশী পছন্দ। পানীয় শেষ করে খেলতে যাও। বিপদে পড়লে নিজেই ব্যবস্থা করবো। ভুলেও পুলিশের কাছে যাবো না।ব্রান্ডন আমাকে নাস্তানাবুদ করার অপেক্ষায় আছে।

ঠিক আছে, চলো একসঙ্গে দোতলায় যাই।

পানশালা থেকে বেরিয়ে আমরা করিডর ধরে সিঁড়ির দিকে যাই। সিঁড়ির গোড়ায় একজন দাঁড়িয়ে মুখে বিরক্তির চিহ্ন। পকেটে হাত ঢোকানো, গালে ক্ষত চিহ্ন। হাত বাড়িয়ে আমাকে আটকে বলে, এই যে ভদ্রলোক কোথায় যাচ্ছেন?

মিস বোলাস বলে, উনি আমার সঙ্গে যাচ্ছেন। এত কাজের লোক কবে থেকে হলে। ভেনা, ব্যানিস্টার তোমাকে বেশি মাইনে দেবে।

লোকটা আমার হাত ছেড়ে দেয়। আমরা অনেকটা এগিয়ে যাই। আমি বলি, ওটা বুঝি আর একটা পোষা গুণ্ডা।

ওর নাম শ্যানন। একসময়ে বক্সার ছিল। আমার যদি কখনও শ্যানন অথবা গেইটসের সঙ্গে বিরোধ বাঁধে-আমি শ্যাননের সঙ্গে মোকাবিলা করতে রাজি। কিন্তু গেইট সবসময় কাছে রিভলবার রাখে।

আচ্ছা, এখান থেকেই বিদায় নেওয়া ভাল। চলি...বেশিক্ষণ কিন্তু ওপরে থাকবো না।

কিছুটা গিয়ে একবার পেছনে তাকাই। লম্বা একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে একটি স্বর্ণকেশীকে দেখতে পাই। ভদ্রলোকের পা টলছে। আমি ওপরে যাই এক লাফে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি সামনে একটা টানা বারান্দা, অনেকগুলি দরজা। কিভাবে অগ্রসর হওয়া যায় ভাবতে থাকি। তখন দশ হাত দূরে একটা দরজা খুলে যায়। স্বর্ণকেশী এক মহিলা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। সাদা সিল্কের ব্লাউজ আর লাল স্ল্যাক্স তার পরনে–

অনিতা কার্ফকে চিনতে আমার ভুল হয় না।

৫.

আমার দিকে সে প্রায় আধ সেকেন্ড হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তারপর আমাকে চিনতে পেরে তার চোখমুখ ফ্যাকাশে হলেও সে ধৈর্য হারায় না। সে দু পা পিছিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করে। তার আগেই আমি দরজায় জোরে ধাক্কা মারি, সে ছিটকে যায় দূরে। সে নিজেকে সামলে সবেগে ঘরের কোণে অন্য দরজার দিকে ছুটে যায়। তার আগেই আমি তাকে ধরে ফেলি। বলি, মিসেস কার্ফ, ঘাবড়াবেন না। আপনার সঙ্গে কথা আছে।

এক ঝটকায় অনিতা কার্ফ হাত ছাড়িয়ে নেয়। তার দুচোখ জ্বলে। সে ফিসফিসিয়ে বলে, চলে যান। ঘরটা বেশ ছিমছাম। খাটে ঝকঝকে বিছানা। ড্রেসিং টেবিলে অনেক প্রসাধন সামগ্রী। নানারকম আলোয় ঘরের চেহারা মায়াবী। এ রকম ঘরে লক্ষপতির স্ত্রী আরামে থাকতে পারে। কিন্তু অনিতা কার্ফকে মোটেই সুখী দেখাচ্ছিল না।

উঃ, আপনার সন্ধানের জন্যে যা চেষ্টা করেছি। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

বেরিয়ে যান। আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব না।

নেকলেশ...আপনি কি ফেরত চান না?

মুখ রক্তশূন্য হয়ে ওঠে।

নেকলেশ...জানি না। আপনি কি বলতে চাইছেন?

আপনি সব জানেন। ডানা লিউইসকে আপনি নেকলেশটা কেন দিয়েছেন?

মিসেস কার্ফ ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে ড্রয়ার খোলে। সে একটা ছোট্ট অটোমেটিক রিভলবার নেয়। রিভলবার সমেত ওর কব্জি চেপে ধরে মোচড়াই।

ফেলে দিন রিভলবার।

মিসেস কার্ফ কনুই দিয়ে আমার বুকে আঘাত করে, আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি টলতে থাকি কিন্তু ওর কোমর জড়িয়ে টানি।

শান্ত হোন মিসেস কার্ফ। আপনার কিন্তু আঘাত লাগতে পারে।

মিসেস কার্ফ আমার মুখে ঘুষি মারে। আবার চেষ্টা করতেই আমি ওর হাত মুচড়ে দিলাম। ওর দুহাত পেছনে এনে জোরে মোচড়াতে থাকি। ওর হাত থেকে রিভলবার খসে পড়ে। একটা লাথিতে রিভলবারটা একেবারে খাটের নীচে।

যন্ত্রনায় মিসেস কার্ফ হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে। গোঙানির সুরে বলে, আপনি আমার হাত ভেঙে দিয়েছেন।

ওর কব্জি ছেড়ে ওর কনুই চেপে দাঁড় করাই।

দুঃখিত মিসেস কার্ফ। মারপিট চেপে কথা বললে কাজ হবে। আপনার নেকলেশ ডানা লিউইসকে কেন দিয়েছেন?

আমি দিই নি।

আপনি ডানা লিউইসের সঙ্গে যখন ফ্ল্যাটে যান, তখন নেকলেশ পরেছিলেন। যখন বেরিয়ে আসেন, গলায় নেকলেশ ছিলনা।ওর ঘরে নেকলেশটা পাওয়া যায়। কেন নেকলেশ দিয়েছিলেন?

ওকে আমি দিইনি, বলছি না।

হয় আমার কাছে নয় পুলিশের কাছে মুখ খুলুন। মন স্থির করুন।

হঠাৎ মিসেস কার্ফ ছুটে গিয়ে উপুড় হয়ে রিভলবার খোঁজে। কিন্তু ওটি ওর নাগালের বাইরে।

ওকে টেনে তুলি। আবার মিসেস কার্ফ আমাকে ঘুষি মারার চেষ্টা করে। আমি ওকে সবেগে ঠেলে দিলাম। মিসেস কার্ফ বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে।

ওর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলি, বলুন কেন ডানাকে নেকলেশ দিয়েছিলেন?

মিসেস কার্ফ হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, আমি দিইনি। নেকলেশটা চুরি হয়ে যায়।

ডানা লিউইসের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আপনি ট্যাক্সিতে চেপেইস্টবীচের দিকে গিয়েছিলেন কেন?

চোখে মুখে ভয়ের ছাপ নিয়ে মিসেস কার্ফ বলে, কি যা-তা বলছেন। ইস্টবীচে আমি যাইনি।

যখন ডানা লিউইসকে গুলি করা হয় আপনি তখন বালিয়াড়ির কাছেই ছিলেন। ওকে কি আপনি গুলি করেছেন?

ইস্ট বীচে আমি যাইনি। বেরিয়ে যান। আপনার কোন কথা আমি শুনব না।

অদ্ভুত ব্যাপার, মিসেস কার্ফ প্রথম থেকেই এত নীচু গলায় কথা বলছে যেন তার গলার আওয়াজ কেউ শুনতে না পায়। তাছাড়া ওর আতঙ্কিত চেহারা দেখে সন্দেহ হয়।

আপনি কিছুই জানেন না? তাহলে গা ঢাকা দিয়েছেন কেন? আপনি যে এখানে রয়েছেন মিঃ কার্ফ কি জানেন?

মিসেস কার্ফ কিছু বলতে গিয়ে থেমে যায়। তার মুখে প্রচণ্ড আতঙ্কের ছায়া ছড়িয়ে পড়ে।

ঘরে কেউ ঢুকেছে আমি টের পাইনি। আয়নায় তার ছায়া পড়তেই আমি ঘুরে দাঁড়াই।

ব্যানিস্টার দাঁড়িয়ে, অবশ্য ওর সঙ্গে আমার আলাপ নেই। ব্যানিস্টারের নজর আমার ওপরে।

ব্যানিস্টার বলে, নেকলেশ সম্পর্কে আপনি কী জানেন?

আমি বলি এ ব্যাপারে আপনি নিজেকে জড়াবেন না। অবশ্য যদি খুনের ব্যাপারে জড়াতে চান, আমার বলার কিছু নেই।

ব্যানিস্টার বলে, নেকলেশটা কোথায়?

লকারে পোরা। মিসেস কার্ফ খুনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছেন–আপনি কী সেটা জানেন?

এখানে ওকে রাখার অর্থ জানেন? অবশ্য এসব ছোটখাট বিষয়ে আপনি মাথা ঘামান না।

ব্যানিস্টার অনিতাকে বলে, এই লোকটার কথাই কী আপনি বলছিলেন?

মিসেস কার্ফ মাথা নাড়ে কিন্তু তার মুখ ভয়ে বিবর্ণ।

ব্যানিস্টার আমাকে বলে, আপনি এখানে এলেন কিভাবে?

হেঁটেই এসেছি। এখানে আসা কী অন্যায়?

কঠিনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে দেয়ালে লাগানো বেল বাজায়। তারপর সে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পজিসন নেয়।

তখন রিভলবারের প্রয়োজনীয়তা ভীষণভাবে টের পাই। দরজা খুলে গেইট্রক্স ভেতরে ঢোকে জ্বর হেসে আমার দিকে তাকায়। ওর হাতে রিভলবার।

ব্যানিস্টার বলে, এই লোকটা এখানে কিভাবে এল?

মিস বোলাস নিয়ে এসেছে।

শ্যানন ঘরে ঢোকে। ব্যানিস্টার বলে, মিস বোলাসকে নিয়ে এসো।

ব্যানিস্টার অনিতা কাকে বলে, আপনি পাশের ঘরে চলে যান।

মিসেস কার্ফ বিছানা থেকে নামতে নামতে বলে, এই ভদ্রলোকের কথা আমি বুঝতে পারছি না। মিথ্যা কথা বলে আমাকে ঝামেলায় জড়াবার চেষ্টা করছেন।

কর্কশ কণ্ঠে ব্যানিস্টার বলে, বলছি না। পাশের ঘরে চলে যান।

মিসেস কার্ফ চলে যেতেই ব্যানিস্টার গেইটসকে বলে, কেউ ওপরে উঠতে পারবে না– আমার এই নির্দেশ অমান্য করা হল কেন? এ ধরনের ব্যাপার আবার ঘটলে তোমার এবং শ্যাননের এখানে জায়গা হবে না।

আমি ব্যানিস্টারকেবলি, আপনি কেন এব্যাপারে নিজেকে জড়াচ্ছেন?মিসেসকার্ফকে আমার কাছে ছেড়ে দিন।

ব্যানিস্টার একটা চেয়ারে বসে বলল, মনে করবেন না, এত সহজে ব্যাপারটা মিটে যাবে।

দরজা খুলে মিস বোলাস ঘরে ঢোকে তার পেছনে শ্যানন। তারপর দরজা বন্ধ হয়।

মিস বোলাসের চোখ মুখের ভাব শান্ত। একবার ঘরের চারিদিকে দেখে নিয়ে বলে, হ্যালো...আপনি এখানে এলেন? ।

ব্যানিস্টার বলে, তুমি এই ভদ্রলোককে নিয়ে এসেছো?

ভদ্রলোক আমার সঙ্গেই এসেছেন। আপনি সভ্য বা সভ্যাদের সঙ্গে অতিথি আসুক সেটা চান না?

তোমাকে বা ভদ্রলোককে কারুকে চাই না। আমার সব সময় মনে হয়েছে একদিন না একদিন তুমি গণ্ডগোলের সৃষ্টি করবে।

মিস বোলাস হেসে বলে, কী সুন্দর আপনি কথা বলতে পারেন। আপনি যে হতাশ হননি, তাতেই আমার আনন্দ। আপনার ওই ফোতো কাপ্তানদের বলুন রিভলবার সরাতে। ডিক চলে এসো। ওরা আমাদের আটকে রাখতে পারবে না।

মিস বোলাসের কথায় আমি আশ্বস্ত হতে পারিনা। গেইটসের চাউনীতে মনে হয় একটু সুযোগ পেলেই ও আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ব্যানিস্টার গেইটসকে বলে, এই লোকটানড়লেই গুলি করবে।তারপর সে শ্যাননকে ইশারা করে।

শ্যানন মিস বোলাসের নগ্ন বাহু চেপে ধরে। মিস বোলাস গা মোচড়ায়। শ্যানন অতর্কিতে জোরে ঘুষি মারে।মিস বোলাস ছিটকে ড্রেসিং টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বোতল নিচে পড়ে ভেঙে চৌচির। কাঁচের টুকরো মিস বোলাসের চোখে বিধে যায়। রক্তাক্ত হয় মুখ। সে আধ। খোলা চোখে মেঝের ওপর পড়ে থাকে।

দ্রুত এসব ঘটে যায়। এই সুযোগে আমি দ্রুত এগিয়ে গেইটসের কব্জীর ওপর আঘাত করি। ব্যানিস্টারের পায়ের কাছে রিভলবার ছিটকে যায়।

গেইটস টলতে থাকে। ওর মুখে আবার ঘুষি মারি ও ছিটকে দূরে চলে যায়। শ্যানন এগিয়ে আমায় ঘুষি মারে। আমি টাল সামলাবার চেষ্টা করি।শ্যাননের আর একটা ডান হাতের ঘুষি আমার চোয়ালে পড়ে। আমার চোখের সামনে আলো নিভে যায়। আমি অতল খাদে তলিয়ে যাই।

***

একটা মিটমিটে আলো জ্বলছে। একটু দূরে প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে দুজন তাস খেলছে।

কি ঘটেছে ভাবতে থাকি। শোবার ঘরের দৃশ্য মনে পড়ল। মিস বোলাস কোথায় আছে কে জানে।

ঘরটা বেশ বড়। চারিদিকে প্যাকিং বাক্সের ছড়াছড়ি। মনে হয় ভূগর্ভের একটা ঘর। উল্টোদিকের দেয়ালে শ্যানন আর গেইট।

আমি লোহার খাটে শুয়ে আছি। এতক্ষণে শ্যাননের ঘুষির ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছি। যতক্ষণ না আমার মাথার যন্ত্রণা যাচ্ছে ততক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকি। গেইটসের রিভলবারের কথা মনে পড়ল।

আমার পক্ষে গেইটসের মোকাবিলা করা সম্ভব। কিন্তু শ্যাননকে শায়েস্তা করতে হলে খুব জোরে ঘুষি মারতে হবে। অতীতের অনেক ঘুষির কাটা দাগ ওর মুখে।

গেইটস বলে, লোকটার এতক্ষণে জ্ঞান ফিরে আশা উচিত। বস ওর সঙ্গে কথা বলবে।

শ্যানন বলে, যখন আমি কাউকে ঘুষি মারি–মনে রাখবে, তার গায়ে ফুল ছুঁড়ে মারি না। তোমায় অন্যমনস্ক দেখছি, নির্ঘাৎ তুমি হেরে যাবে।

ওরা আমার মাথার থেকে তিন'গজ দূরে বসে। আমার নড়াচড়ায় গেইট ফিরে তাকায়। তার হাতে রিভলবার উঠল।

কর্কশ কণ্ঠে গেইট্স বলে, দ্যাখ বাপু, কোনরকম চালাকী কর না। তোমার অবস্থা তাহলে খুব খারাপ হবে।

শ্যানন' বসকে খবর দাও। এই লোকটাকে আমি দেখছি।

চোয়ালের আহত স্থানে হাত বুলিয়ে আমি জিজ্ঞেস করি, মিস বোলাসের কি হয়েছিল?

ওর জন্যে মাথা ঘামাতে হবে না। নিজের চরকায় তেল দাও।

আমার ভাগ্যে যাই থাকুক। মিস বোলাসের কথা তো ভাবতেই হবে। ও কোথায়?

মিস বোলাসের ব্যবস্থা হচ্ছে। চুপচাপ না থাকলে রিভলবারের বাট তোমার মাথা চৌচির করবে।

ঘড়িতে এগারোটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি। অর্থাৎ ক্লাবে এসেছি দেড় ঘণ্টার ওপর। জানি না এরপর ভাগ্যে কি জুটবে।

ব্যানিস্টার এলো, পেছনে শ্যানন। গেইটস রিভলবার তাক করে রাখে।

প্রথমেই ব্যানিস্টার বলে, মিঃ ম্যালয় আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। নিজের পরিচয় আগে দেননি কেন? আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

নিজের পরিচয় দেবার সময় দিলেন কোথায়?

চারতলায় আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। মিসেস কার্ফ আমাকে বিভ্রান্ত করেছে। সুস্থ বোধ করলে আপনি এখনই চলে যেতে পারেন।

আপনার ওই বেজিমুখো লোকটাকে রিভলবার সরিয়ে নিতে বলুন।

ব্যানিস্টারের ইশারায় সে রিভলবার খাপে ঢুকিয়ে রাখে।

আমি বলি, চমৎকার, মিসেস কার্ফ কোথায়?

চলে গেছে। আমি তাকে তাড়িয়েছি।

কোথায় গেছে?

জানি না। ওকে জিনিসপত্র গুছিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে যেতে বলেছি। প্রায় দশমিনিট আগে ও চলে গেছে। নেকলেশের ব্যাপারে আমি আগ্রহী। আপনি নিশ্চয়ই কিছু জানেন।

সিগারেট ধরিয়ে আমি ব্যানিস্টারের মুখের ওপর ধোয়া ছেড়ে বলি, নেকলেশ আপনার কী দরকার?

নেকলেশের ব্যাপারে মিসেস কার্ফ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তাই থাকতে দিয়েছি।

তাই নাকি। মিসেস কার্ফ আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে?

হ্যাঁ। কয়েকদিন আগে এক রাত্রে সে আমার সঙ্গে দেখা করে বলে তার নাকি নিরাপত্তা চাই। এর জন্যে অর্থ খরচ করবে। একসপ্তাহের জন্যে ক্লাবের একটা ঘর চায়। পাঁচশো ডলার দেবে।

হেসে ব্যানিস্টার বলে, মিসেস কার্ফ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলো। তাছাড়া, সে একজন লক্ষপতিকে বিয়ে করেছে। তাই তাকে একটা ঘর দিয়ে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করি।

পরিবর্তে মিসেস কার্ফ আমাকে নেকলেশ দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু কাল রাত্রে সে আমাকে জানায় যে তার নেকলেশ চুরি গেছে। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি নি। ওকে আতঙ্কিত দেখাচ্ছিল, অবশ্য কারণ আমাকে জানায় নি। ওকে রাত্রে থাকতে দিই। যখন আমরা দেনা-পাওনা নিয়ে আলোচনা করছিলাম, আপনি বাধা দেন। নেকলেশটা আমার প্রাপ্য। কোথায় সেটা?

ঘটনাটা শুনলে আপনি আর নেকলেশ দাবী করবেননা। নেকলেশটা পাওয়া গেছে যে মেয়েটা গতকাল রাতে খুন হয়েছে তার ঘরে। মেয়েটার নাম ডানা লিউইস। পুলিশ জানে না, নেকলেশটা আমাদের হস্তগত।

ডানা লিউইস কে? মিসেস কার্ফের সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক?

ডানা আমাদের প্রতিষ্ঠানের একজন।মিঃ কার্ফ তার স্ত্রীর গতিবিধির ওপর নজর রাখতে ওকে নিযুক্ত করেন। এর বেশি কিছু বলতে পারবো না। তবে খবরটা নিজের কাছেই রাখবেন।

মিসেস কার্ফ কি ডানা মেয়েটাকে খুন করেছে?

জানি না। মনে হয় না।

নিজের মনে বলে, নেকলেশের কথা আমার ভুলে যাওয়াই উচিত।

আমি বলি, কি জন্যে মিসেস কার্ফ অমন আতঙ্কিত ছিল?

জানি না। তবে আমার ক্লাবে থাকাকালীন সবসময়েই সে আতঙ্কিত ছিল। বারান্দায় কোন শব্দ শুনলেই চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠত। তাকে যখন আমি ক্লাব ছেড়ে যেতে বলি–তার মুখে মৃত্যুর ছায়া দেখেছি।

মিসেস কার্ফ আপনার কাছে নিরাপত্তা চেয়েছিল, তাই না?

তাকে নাকি একটা লোক ভয় দেখাচ্ছে। সাংঘাতিক লোকটা তার খোঁজে ক্লাবে এলে যেন আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিই। ওই কারণে আপনার ওপর বলপ্রয়োগ করা হয়েছে।

ব্যানিস্টার আবার বলে, তারপর আপনার পরিচয় পেয়ে বুঝলাম মিসেস কার্ফ মিথ্যা কথা বলেছে। আর কিছু বলার নেই। এখন আপনি যেতে পারেন। আর কোনদিন এখানে আসবেন না। আমি ফালতু ঝামেলা পছন্দ করি না।

আমি উঠে বলি, মিস বোলাস কোথায়?

আপনার গাড়িতে বসে আছে।

জানেন, মিস বোলাস তার ওপর অত্যাচারের জন্যে আপনাদের বিরুদ্ধে কেস করতে পারে?

মিস বোলাস তা করবে না জানি। ও আমাদের অনেকদিন যাবৎ প্রতারনা করেছে। ওর শাস্তি প্রাপ্য ছিল।

তাহলে আমার কিছু বলার নেই। কোনদিক দিয়ে বেরোবার পথ?

মিঃ ম্যালয়কে পথ দেখাও। আর মনে রাখবে মিস বোলাস আর এই ভদ্রলোক যেন আমার ক্লাবে কখনও পা না রাখে।

দরজা খুলে দেখি নিভু নিভু আলোয় একটা রাস্তা। শ্যানন আমার পেছনে।

শ্যানন বলে, এগিয়ে যাও। সোজা গেলেই দেখবে গাড়ি রাখার জায়গা। ভাগ এখান থেকে। এখানে যদি আবার দেখি তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।

ঘুরে দাঁড়িয়ে শ্যাননের মুখে আঘাত করি। ঘুষিটা ছিল উঁচু দরের। ও পড়ে যাবার আগেই আমার সর্বশক্তি দিয়ে চোয়ালে একই জায়গায় আর একটা ভারী ঘুষি দিই। শ্যানন মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। তারপর ওর দু হাত পেছনে এনে, জোরে মোচড়াই। শ্যাননের নাক এবং মুখের ওপর জুতোর হিল দিয়ে প্রচণ্ড চাপ দিই।

কোন মহিলাকে কেউ শারীরিক নির্যাতন করলে আমি তাকে ক্ষমা করি না।

***

গাড়ি সান্টা বোসা স্টেটের গেটের সামনে থামিয়ে হর্ন বাজাই। ভাবছিলাম রাত একটায় গেটে কোন গার্ড থাকবে কিনা, কিন্তু একজন ছিল। অবশ্যই মিলস্ ছোকরা নয়, একটি লম্বা লোক গেট খুলে কাছে এলো।

লোকটা জোরালো ফ্ল্যাশ লাইট আমার ওপর ফেলতেই বলি, মিঃ কাষ্ঞ কী এখনও ফিরে আসেন নি?

হ্যাঁ ফিরেছেন..এত রাতে? উনি কারো সঙ্গে দেখা করবেন কিনা..আপনার নাম?

নিজের পরিচয় দিলাম।

অপেক্ষা করুন, দেখছি উনি দেখা করবেন কিনা।

গাড়ি চালিয়ে বাড়ির দিকে অগ্রসর হই। দরজায় দাঁড়িয়ে খানসামা। সে নিঃশব্দে আমার টুপী হাতে নেয়। এ সময়ে আমার আগমনে সে হয়তো খুশি হয়নি।

খানসামা দরজা সামান্য খুলে নীচু গলায় বলে, স্যার, মিঃ ম্যালয় এসেছেন।

আমি ঢুকতেই দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

মিঃ কার্ফ বড় একটা আরাম কেদারায় বসে। দু আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। হাঁটুর উপর খোলা বই।

মিঃ কার্ফ কর্কশ কণ্ঠে, কি চান আপনি?

রুক্ষ্ম গলায় আমিও বলি, মিসেস কার্ফের সঙ্গে কথা বলতে চাই। খুব তাড়াতাড়ি।

আবার আমরা ওই প্রসঙ্গে যেতে চাই না। আপনার সেক্রেটারীকে ইতিপূর্বেই জানিয়েছি যে মিসেস কার্ফের খোঁজ করলে কি ঘটতে পারে। ওই জন্যে এলে–এই মুহূর্তে আপনি চলে যেতে পারেন।

আপনি সকালের কথা ভুলে যান। তারপর অনেক ব্যাপার ঘটে গেছে। এমন কিছু সূত্র পেয়েছি যা আপনার স্ত্রীকে খুনের সঙ্গে জড়ানো। ব্যাপারটা পুলিশের কাছেও গোপন থাকবে না।

আপনার হাতে কি কোন সূত্র এসেছে?

সে এক দীর্ঘ কাহিনী। মিসেস কার্ফ কোথায়?

শহরের বাইরে, এসবের বাইরে আমার স্ত্রীকে রাখতে চাই। ওর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হবে না।

মিসেস কার্ফের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আমার কথা হয়েছে।

শোনামাত্র মিঃ কার্ফের মুখে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠে।

মিসেস কার্ফের সঙ্গে আপনার..কী বলছেন?

হ্যাঁ, তাই। মিস কেনসিংগারকে আজ সকালে বলেছেন যে, আপনার স্ত্রীকে শহরের বাইরে পাঠাচ্ছেন। আসলে কাল রাত্রে আপনার স্ত্রী চলে যাওয়ার পর আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি। আপনি জানেন না, আপনার স্ত্রী কোথায় রাত কাটিয়েছে। আপনি হয়ত মনে করছেন–ডানা লিউইসকে মিসেস কার্ফ খুন করেছে। তাই তাকে দূরে রাখার চেষ্টা করছেন। মিঃ কার্ফ, আপনার এই প্রচেষ্টা সফল হবেনা কারণ গতরাত দশটার পর মিসেসকা আমার সঙ্গে দেখা করেছে। জানতে চেয়েছেন কেন তাকে নজর বন্দী করে

রাখা হয়েছে। মিসেস কার্ফ আমায় ঘুষ দিতে চেয়েছিল। আপনার কথা তাকে জানাই। আমার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে মিসেস কার্ফ ডানা লিউইসের কাছে যায়। কুড়ি মিনিট পরে মিসেস কার্ফ ডানার ফ্ল্যাট ছেড়ে যায়। ইস্টবীচের দিকে যাওয়ার জন্য একটা ট্যাক্সিতে চাপে। প্রায় এক ঘন্টা পরে ডানা একটা টেলিফোন পেয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে পড়ে। পরে তাকে লীডবেটার বালিয়াড়ির কাছে দেখতে পায়। পুলিশ ঝোঁপের আড়ালে ডানার ডেডবডি আবিষ্কার করে। পরে আমাদের প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মী ডানা লিউইসের ফ্ল্যাটে মিসেস কার্ফের নেকলেশ খুঁজে পায়।

আমার কথা মিঃ কার্ফ অনড় অবস্থায় শুনছিলেন। নেকলেশের কথা শুনে তিনি চমকে উঠলেন।

মিঃ কার্ফ দাঁতে দাঁত ঘষে বলেন, সব মিথ্যা।

নেকলেশ আমার কাছে রয়েছে মিঃ কার্ফ। অবস্থা ঘোরালে কেন না ডানার ফ্ল্যাট থেকে নেকলেশটা আনা আমাদের পক্ষে বেআইনী। পুলিশ থেকে বাঁচানোর জন্যে এই ঝুঁকি নিতে হয়েছে। আপনাকে আমি আমার মকেল হিসেবে গ্রহণ করেছি। সুতরাং আপনাকে বাঁচানো এবং গোপনীয়তা রক্ষাযতদূর সম্ভবকরবো। সব নির্ভর করছেমিসেস কার্ফের ওপর। আরও একটি খুনের ফলে ব্যাপারটি বেশী ঘোরালো হয়েছে। লীডবেটার আজ দুপুরে খুন হয়েছে। হয় ও ডানা লিউইসকে খুন হতে দেখেছে, নয় খুনীকে।

আপনার ওপর কাজের ভার দিয়ে বোকামীকরেছি। আমি ঐ ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চাই না। আপনার বিরুদ্ধে আমি কেস করবো। যেহেতু একটি অভিশপ্ত মেয়ে খুন হয়েছে...।

আপনার স্ত্রীর ওপর নজর রাখতে গিয়ে ডানা লিউইস খুন হয়েছে। সেটা আপনি ভালভাবেই জানেন। এ ব্যাপারে আপনারও অনেক দায়িত্ব।

আমার কোন দায়িত্ব নেই। দেখুন ম্যালয়,...এসব ব্যাপার থেকে আমাকে দূরে রাখুন। মেয়ের কথা আমাকে ভাবতে হবে।

এখন আমাদের মিসেস কার্ফের কথা আগে ভাবা দরকার। কোথায় সে?

আপনি তো মিসেস কার্ফের সঙ্গে কথা বলেছেন, আবার আমার কাছেজানতে চাইছেন কেন?

আমাদের আলোচনায় বাধা পড়েছিল। লা এটোলিতে সে লুকিয়েছিল। এখানে ফিরেছে কী?

মিঃ কার্ফ মাথা নাড়েন।

মিসেস কার্ফ কী আপনাকে কোন খবর দেয় নি?

না।

অনুমান করতে পারেন, মিসেস কার্ফ কোথায় যেতে পারেন?

না।

মিঃ কার্ফ শান্তভাবে বলেন, আমার স্ত্রী লা এটোলিতে সমস্ত রাত ছিল।

হ্যাঁ। ব্যানিস্টারকে মিসেস কার্ফ বলেছে–কোন একজন লোক তাকে বিরক্ত করছে। লোকটাকে শায়েস্তা করার কথা সে জানায়। পরিবর্তে ব্যানিস্টরকে নেকলেশ দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় মিসেস কার্ফ। নেকলেশ না পাওয়ায় ব্যানিস্টার তাকে তাড়িয়ে দেয়।

মিঃ কার্ফ বিড়বিড় করে বলেন, কী অদ্ভুত ব্যাপার! যে লোকটা তাকে বিরক্ত করছে–সে কে?

জানি না। খুঁজে বের করতে হবে। হয়ত সেই লোক মিসেস কার্ফকে ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করছে।

মেয়েটাকে আমার স্ত্রী গুলি করে নিতাই কি আপনার ধারনা?

জানি না। তবে ডানা এবং লীডবেটার পয়েন্ট পঁয়তাল্লিশ বন্দুকের দ্বারা খুন হয়েছে। কুড়ি গজ দূর থেকে লীডবেটারকে গুলি করা হয়েছে এবং কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে তা সম্ভবনয়। আপনার স্ত্রীর যা আচরণ–তাকে এক নম্বর সন্দেহভাজন ব্যাক্তির তালিকায় রাখা চলে।

ওকে বিয়ে করা আমার বোকামী হয়েছে। যদি আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব হয়করবো। কিন্তু ব্যাপারটা যেন পুলিশ বা সংবাদপত্র থেকে দূরে থাকে।

চিন্তা করবেন না। সবচেয়ে আগে মিসেস কার্ফকে খুঁজে বের করতে হবে। যদি আপনি ওকে অর্থ দেওয়া বন্ধ করেন, আপনার স্ত্রী...'।

তাই করতে হবে। কাল আমি ব্যাঙ্কে যাব।

অনেক দেরী হয়ে গেল। হ্যাঁ, চেকটা দেকেন কী?

সামান্য দ্বিধান্বিত ভাবে চেক লেখেন। এই নিন। আমাকে এই ঝামেলার হাত থেকে রক্ষা করুন–আবার আপনাকে দক্ষিণা দেব।

চেক পকেটে রেখে বলি, আপনাকেঝামেলামুক্ত করতে না পারলে চেক ফেরত দেব। আচ্ছা, কতদিন মিলকে কাজে লাগিয়েছেন?

মিলস্? কেন...সে কী এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত?

জানি না। শুনেছি মিলস্ খুব কাপ্তেনী চালে থাকে। তবে কি মিসেস কার্ফকে ভয় দেখিয়ে মিলস্ অর্থ আদায় করছে?

ওর সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনা। মাস খানেক হলো মিল এখানে কাজে লেগেছে। আমার বাটলার ফ্রাঙ্কলিনই কর্মী বাছাই করে। ফ্রাঙ্কলিনের সঙ্গে কথা বলব কি?

এখন নয়, ওর ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিন। আর আপনি যদি আপনার স্ত্রীর কোন খবর পান, আমার অফিসে জানাবেন।

আমি দরজার দিকে এগিয়ে যাই। মিঃ কার্ফ বলেন, আমার ব্যবহারের জন্যে আমি দুঃখিত। আমাকে ঝামেলামুক্ত করার জন্য যা করেছেন, তার জন্যে আমি খুশী।

খানসামা ফ্রাঙ্কলিন করিডরের অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে বলল, স্যার, মিস কার্য আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। এই দিকে একটু আসুন।

একটু আশ্চর্য হই। যাই হোক, খানসামার পেছনে হাঁটি।

খানসামা দরজায় আঘাত করে বলে, ম্যাডাম, মিঃ ম্যালয় এসেছেন।

ঘরে বেড সাইড ল্যাম্পের আলো।মিসকার্ফ বিছানায় শুয়ে। সে খুঁটিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে।

ওকে খুঁজে পেয়েছেন?

এখনও পাইনি।

লা এটোলির নাইট ক্লাবে খুঁজেছেন?

ওখানে কি খুঁজে পাওয়া যাবে?

হয় ওখানে অথবা জর্জ বার্কলের বাড়িতে। এছাড়া অন্য কোথাও যাবার জায়গা নেই।

এত নিশ্চিন্ত হচ্ছেন কিভাবে?

ওকে আমি জানি। ও বিপদে পড়েছে তাই না? চোখে খুশির আভাস।

মিসেস কার্ফ বিপদে পড়েছেন, এমন ধারণা হল কেন?

সে আপনার প্রতিষ্ঠানের মেয়েটাকে খুন করেছে। সম্ভবতঃ এই ব্যাপারটাকে নিছক বিপদ বলে আপনি মনে করবেন না।

আমরা জানি না, মিসেস কাই খুন করেছে কি না। আপনি কী জানেন?

মিসেস কার্ফ বন্দুক চালানোর অভ্যাস করছিল।

কি ধরনের বন্দুক?

রিভলবার। যে কোন ধরণের বন্দুক হোক না ওই নিয়ে ভাবছেন কেন? গত এক সপ্তাহ ধরে মিসেস কার্ফ ইস্ট বীচে টার্গেট প্র্যাকটিস্ করেছে।

আপনি কিভাবে জানলেন?

ওর ওপর নজর রেখেছি।

অবাক হয়ে ভাবি, মিলস্ মিসেস কার্ফের ওপর নজর রেখেছে কিনা। বলি, যেহেতু একজন স্ত্রীলোক শুটিং প্র্যাকটিস করছে–এর অর্থ এই নয় যে সে খুনী।

তবে মিসেস কার্ফ লুকিয়ে রয়েছে কেন? সে এখানে ফিরে আসছে না কেন?

হয়ত কোন কারণ আছে। আপনি বার্কলে সম্পর্কে কী জানেন?

বিদ্রুপের হাসি হেসে বলে, বার্কলে হল মিসেস কার্ফের প্রেমিক। মিসেস কার্ফ প্রায়ই ওর প্রেমিকের কাছে যেত।

মিসেস কার্ফকে ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করা হচ্ছে–আপনি কি জানেন?

বিশ্বাস করি না।

আপনার বাবার তাই বিশ্বাস।

বাবা একটা ছুতো খুঁজছেন। আসলে ও প্রেমিকদের পেছনে অর্থ খরচ করছে।

তাই নাকি? আবার তাহলে আমি বার্কলের সঙ্গে কথা বলবো।

আপনি বার্কলের সঙ্গে দেখা করেছেন?

হ্যাঁ। আপনার বাবা কী বার্কলের ব্যাপারটা জানেন না।

মাথা নাড়ে মিস কার্ফ।

মিসেস কার্ফের আলমারিতে অদ্ভুত সব জিনিস পাওয়া গেছে। ওইসব আপনার বাবার বন্ধুদের বাড়ি থেকে এসেছে। আপনার বাবার কাছে কী এসব শুনেছেন?

বারবার বলার দরকার নেই। মিসেস কার্ফ আমার অনেক জিনিস চুরি করেছে। ও একটা চোর।

আপনি তাকে ঘৃণা করেন, তাই না?

ওকে আমি পছন্দ করি না।

স্যুটকেশ ভর্তি অদ্ভুত জিনিসগুলি কেউ মিসেস কার্ফের আলমারিতে গোপনে রাখতে পারে। আগেও এমন ব্যাপার হয়েছে।

নির্বোধেরা এমন বিশ্বাস করবে। মিসেস কার্ফ একটা চোর। এমনকি ফ্রাঙ্কলিনের ঘর থেকেও অনেক জিনিস হারিয়েছে।

মিলস্ কিছু হারিয়েছে কি?

হয়ত হবে।

কিন্তু তেমন কিছু হলে মিলস্ অন্ততঃ আপনাকে বলতো–তাই না?

সে ফ্রাঙ্কলিনকে জানাত।

মিলস্ মিসেস কার্ফের গাড়ি চালিয়েছে, তাই না?

তাতে কি হয়েছে?

বুঝতেই পারছেন...মিসেস কার্ফের যেমন চেহারা...আর মিলসেরও অনেক ফালতু অর্থ আছে...তাই ওরা দুজনে একত্রিত হয়েছে কিনা।

দুজনে একত্রে...কী জন্যে?

মিস কার্য, আপনি অনেক কিছু জানেন। আমাকে সব খুলে বললে ভাল করতেন।

ভ্রু কুঁচকে মিস কার্ফ বলে, আপনার কথাবার্তা আমার ভাল লাগছে না।

অনেকেই পছন্দ করে না। কিন্তু তাদের অভিযোগ শুনতে আমার ভাল লাগে।

মনে হল জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে কে যেন আমাদের কথা শুনছে।

মিসেস কার্ফকে খুঁজে পেলে কী তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেবেন?

আপনি কি তাই চান?

সেটা কোন ব্যাপার নয়। আপনি.কী করবেন?

যদি সত্যি মিসেস কার্ফই ডানা লিউইসকে হত্যা করে থাকে তাহলে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেব। কিন্তু আমাকে নিশ্চিত হতে হবে।

এখনও আপনি নিশ্চিত নন?

এখনও মোটিভ খুঁজে পাইনি। মিসেস কা ডানাকে কেন গুলি করবে। আপনিই কিছু বলুন না, যাতে আমি বিশ্বাস করি।

আমার বাবা স্থির করেছেন যে যদি আগামী দু বছর মিসেস কার্ফ তার সঙ্গে থাকে– মিসেস কার্ফ প্রচুর অর্থ পাবে। মোটিভের পক্ষে এই তথ্য কী যথেষ্ট নয়?

বলতে চান বার্কলের ব্যাপারটা ফাঁস হলে ডিভোর্সকে রোধ করতে পারবে না মিসেস কার্ফ-ফলে প্রচুর অর্থ হারাবে। আর তাই ডানাকে হত্যা।

হ্যাঁ, তাই। ব্যাপারটা জলের মত সহজ।

কিন্তু বার্কলেরও তো অনেক অর্থ আছে।

কোথায় অনেক? বার্কলের ওপর মিসেস কার্ফ কখনও নির্ভরশীল হবে না।

এখনও ব্যাপারটা পরিস্কার নয়।

জানালার বাইরে কারো নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ শুনি। আমার সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে। আমি বুলি, অর্থের ব্যাপারটা প্রধান হলে মিসেসকার্য এখানে ফিরে আসতো।কখনও ব্যানিস্টারের কাছে গিয়ে আত্মগোপন করত না।

নিশ্চয়ই তাকে কেউ দেখে ফেলেছে।

মিস কার্ফ, আপনাকে নিশ্চয়ই কেউ সমস্ত ব্যাপারে সজাগ রাখে।

হ্যাঁ, যেহেতু কোথাও যেতে পারি না, আমাকে সজাগ থাকতে হয়। আমার কথাগুলো চিন্তা করবেন। এখন আমি ঘুমবো। আপনার বান্ধবীকে কে খুন করেছে জানালাম। আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। আপনি এখন যেতে পারেন।

মিসেস কার্ফ সম্পর্কে যদি আপনার অন্য কোন ধারণা থাকে জানাতে ভুলবেন না।

আমি আর কথা বলতে চাই না।

দরজা খুলে জানালার দিকে তাকাই। কি যেন জ্বলজ্বল করছে দেখতে পাই। হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা গামবুটের ঢাকনা। এই গামবুট মিলসূকে পরতে দেখেছি। জানালার বাইরে মিলস্ দাঁড়িয়ে ছিল...সম্ভবত মিস কার্ফ জানতো।

***

ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে কেবিনের দিকে যাই। আকাশে আঙুর ফলের মত চাঁদ জ্বলছে।

আমার মাথায় অনেক চিন্তা। এখন দরকার বরফ মেশানো হুইস্কি। তারপর চিন্তা করা যাবে।

পাহাড়ের ওপারে প্রভাতের ইশারা। আর নিজেকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে না। কেবিনের কাছাকাছি এসে দেখি বারান্দায় আলো। মনে পড়ল, মিস বোলাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসার সময় দরজা বন্ধ এবং আলো নিভিয়ে দিয়েছিলাম। এখন বারান্দার দরজা খোলা এবং আলো জ্বলছে।

গাড়ি থামাবার সময় মনে হল, জ্যাক কারমান অথবা পাওলা হয়ত আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করছে।

বারান্দায় পা দিয়ে থমকে দাঁড়াই। দরজা দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে আসে, বারুদের গন্ধ।

ঘরের মধ্যে আরও তীব্র বারুদের গন্ধ। জানালার সামনে একটা অটোমেটিক রিভলবার পড়ে আছে। কাছেই সোফার ওপর সাদা ব্রাউজ আর ব্ল্যাক পরিহিতা একজন স্বর্ণকেশী স্ত্রীলোক পড়ে আছে। তার কপালে গর্ত।

কাছে এগিয়ে দেখি স্ত্রীলোকটি মৃত। রক্তমাখা মুখ অনিতা কার্ফের।

অনিতা কার্ফের মৃত দেহের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকি। উল্টো দিকের দেয়ালে একজন মানুষের ছায়া পড়ে। মাথায় টুপী। হাতের মুঠোয় ভোতা ধরনের কি যেন। দ্রুত সব কিছু ঘটে যায়। মাথায় তীব্র আঘাত করে। মনে হয় আমি যেন শূন্যে উড়ে বেড়াচ্ছি। কার্পেটের ওপর ছিটকে পড়ি।

জ্ঞান ফিরে মদের তীব্র গন্ধ পেলাম। আমার সমস্ত শরীরে ঝাঝালো মদের গন্ধ। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা। যে বিছানায় শুয়ে আছি মনে হল খুব নরম এবং গরম। মনে পড়ল একজন স্ত্রীলোকের চেহারা–তার কপালে গর্ত।

কার্পেটে এক জায়গায় সিগারেটের পোড়া দাগ। হ্যাঁ, নিজের কেবিনে বিছানায় শুয়ে আছি। আর সব দুঃস্বপ্ন।

ব্রান্ডননের কণ্ঠস্বর কানে এলো। উঃ, কী তীব্র মদের গন্ধ। স্ত্রীলোকটি কে? আগে কখনও দেখেছ?

মিফিন বলে, নতুন মনে হচ্ছে।

পিটপিট করে তাকাই। মিনি বিছানার কাছের জানালা খুলে দেয় টের পাই আমার মাথার খুলিতে অসম্ভব যন্ত্রণা।

মনে পড়ল সোফায় চিৎ হয়ে শুয়ে অনিতা কার্ফ। কপালে গর্ত। রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে হলদে কুশনের ওপর। অটোমেটিক রিভলবার। চমৎকার দৃশ্য। ব্রান্ডন এই রকমই চেয়েছিল। যাকে বলে হাতে নাতে ধরা। মনে পড়ল ডানার হত্যার প্রসঙ্গে ওর অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্নের কথা।

একই বন্দুক ব্যবহার হয়েছে ডানা, লীডবেটার এবং অনিতা কার্ফকে খুন করার জন্যে। একই। প্রয়োগ ভঙ্গি। খুনী একজন। আর মোটিভ? ওর জন্যে ব্রান্ডন মোটেও মাথা ঘামায় না।

মিফিন কর্কশ কণ্ঠে বলে, ওহে ম্যালয়,...অনেক হয়েছে। এবার চোখ খোল।

মিফিন আমার বাহু ধরে নাড়ায়। মিফিনের হাত সরিয়ে বিছানায় উঠে বসি।দু হাত দিয়ে মাথা ধরে গোঙাই!

চুপ কর। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। নিজেকে চাঙ্গা কর।

তোমার কী মনে হয় আমি নাচছি?

ব্রান্ডন জেরার ভঙ্গিতে বলেন, ব্যাপারটা কী? আপনার এরকম মাতাল...।

আমি প্রশ্ন করি, আপনি কী চান? কে আপনাদের আমার কেবিনে ঢুকতে দিল?

আমার মুখের ওপর সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ব্রান্ডন বলেন, কে ঢুকতে দিয়েছে অযথা চিন্তা করবেন না। এখানে কী ঘটেছে? এখানে ওই স্ত্রীলোকটি কে?

ওখানে বুঝি একজন স্ত্রীলোক রয়েছে?

মিফিনের দিকে তাকিয়ে ব্রান্ডন হুমকীর ভঙ্গীতে বলেন, এই ভদ্রলোক এমন ব্যবহার করছেন কেন?

ম্যালয় মাতাল, অন্য কিছু না।

যত সব! ওই স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে এসো।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। না, না, না, ওকে আমি দেখতে চাই না।

তখন একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, ওকে নিয়ে আপনারা কী শুরু করেছেন? ওর কি অবস্থা–আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না?

মিস বোলাসের রিবনে আটকানো লাল চুল। পরনে লিনেনের ফ্রক। সেবলে, বলেছিলাম না, ওকে বিরক্ত করবেন না। ওকে একা শান্তিতে থাকতে দিচ্ছেন না কেন?

মিস বোলাস আমার দিকে তাকিয়ে বলে, প্রিয়তম,এক পাত্তর মদ দেবনাকি? তোমার মাথায় এখনও খুব যন্ত্রনা হচ্ছে?

ব্রান্ডন বলেন, উঁহু উনি আর পানীয়ও চাননা আর আপনার মুখদর্শনকরতেও চাননা। ব্যাপারটা কী...এখানে কোন নাটক চলছে নাকি?

মনে হল আমি পাগল হয়ে গেছি। মিস বোলাসের পেছনে অন্য একটি ঘরে সোফা। নিশ্চয়ই মিস বোলাস সব কিছু লক্ষ্য করেছে। ব্রাক্তন ও মিফিন নিশ্চয়ই সব লক্ষ্য করেছে। অথচ ওদের হাবভাবে কোন উত্তেজনার চিহ্ন নেই। বলছে কিনা আমি মাতাল।

আমি এক পা এক পা করে এগিয়ে যাই। ব্রান্ডননের কথায় আমি থামি না। পাশের ঘরে কি আছে, আমাকে দেখতে হবে।

আমার বাহুর ওপর হাত রাখে মিস বোলাস। আমি কোন কিছু পরোয়া করিনা। ওকে একপাশে সরিয়ে আমি পাশের ঘরে যাই। সেইরকম ভাবে সোফা রয়েছে কিন্তু কিছু নেই। অটোমেটিক রিভলবার নেই। রক্তে ভেজা হলদে কুশন নেই, কিছু নেই।

***

আমি কিভাবে বিছানায় ফিরে এলাম মনে নেই।মিস বোলাস আমার মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। ওর হাতে হুইস্কির গ্লাস। আমি উঠতে যাই, মিস বোলাস আমার ঠোঁটের কাছে গ্লাস ধরে।

হুইস্কি পান করি। মিস বোলাস সরে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ আমার সমস্ত শরীর কাঁপে। তারপর হঠাৎ টের পাই নিজেকে ভীষণ হাল্কা লাগছে।

মিস বোলাস হেসে আমার হাত থেকে গ্লাস নেয়। বলে, উঃ, তোমার যা অবস্থা দেখলাম...ভাবা যায় না। কোন তুলনা নেই।

আমি বিছানায় উঠে বসে বলি, এর থেকে তোমার শিক্ষা পাওয়া উচিত। এখন থেকে...।

ব্রান্ডননের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলি, এ কি!মিস বোলাস, আমার ঘরে পুলিশের লোক, দেখতে পাচ্ছ?

পাচ্ছি, ক্যাপ্টেন অফ পুলিশ মিঃ ব্রান্ডন আর মিঃ মিফিন বসে আছেন।

ব্রান্ডন বলেন, ম্যালয়, এসব তামাশা বন্ধ করুন। আপনার সঙ্গে আমাদের কথা আছে।

মিস বোলাসকে বলি, আরও পানীয় দাও। ব্রান্ডননের দিকে তাকিয়ে বলি, আপনি এখানে এসেছেন লেসকে বলি, আরওঅমাশা বন্ধ করুন

ব্রান্ডনও লাল চোখে বলেন, বাজে বকবক বন্ধ করুন। এখানে এসবকীহচ্ছে? আর এই মেয়েটি কে? এখানে ও কী করছে?

মিস বোলাস হুইস্কি নিয়ে এলো। ওকে বলি, কড়া কফি এনে দাও।

ব্রান্ডন হুমকির সুরে বলে, আমার কথা কী আপনার কানে গেছে?

মিস বোলাসকে হাতের ইশারায় সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলি, শুনেছি। কিন্তু তার অর্থ এই নয়, যে আমার উত্তর আপনি পাবেন। আপনার কোন অধিকার নেই, জানতে চাওয়া মিস বোলাস কে? পোশাক খুলতে খুলতে বলি, এখন আমি স্নান করবো। যদি দরকার মনে করেন, অপেক্ষা করতে পারেন।

ভাবলাম বাথরুমে মৃতদেহটা দেখতে পাবো। কিন্তু কেউ নেই। দু মিনিট ঠাণ্ডা জলধারা আমার মাথার যন্ত্রণা দূর করে দেয়। আস্তে আস্তে সব মনে পড়ছে। আমি নয় ঘন্টা অজ্ঞান ছিলাম। মাথার পেছনে হাত দিয়ে বুঝি জায়গাটা নরম হয়ে গেছে।

মৃতদেহটা কে সরাল? কেন সরাল? খুনী কী পাগল? যদি সে মৃতদেহ আর বলুক না সরাত–ব্রন্ডনের হাত থেকে রেহাই পেতাম না। কে আমার মাথায় আঘাত করেছিল? খুনী?

দরজায় করাঘাতের সঙ্গে ব্রাউনের চিৎকার। বেরিয়ে আসুন ম্যালয়।

আমি বেরিয়ে আসতেই ব্রাভন রেগে বললেন, অনেক হয়েছে। হয় আপনি কথা বলুন অথবা পুলিশ হেড কোয়ার্টারে চলুন।

টেবিলের ওপর থেকে কফি নিতে নিতে বলি, যা বলার এখানেই বলবো। বলুন কি জানতে চান?

মিস বোলাস রান্নাঘরে গুনগুন করছে। উঁহু, অনিতা কার্ফের মৃতদেহ ও সরায়নি। তাহলে কে?

ব্রান্ডন বলে, বেনি কোথায়?

উনি যে বেনিকে চেনেন, তা জানতাম না। বেশ সুন্দর গন্ধ কফিটার।

আপনি এড বেনির কথা বলছেন?

হ্যাঁ। সে কোথায়?

সে স্যানফ্রান্সিসকোতে গেছে।

ওখানে কি কাজে গেছে?

আপনি জানতে চান কেন?

স্যানফ্রান্সিসকো পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ওর সম্পর্কে জানতে চাইছে।

তাই না কি? বেশ তো, যা জানতে চায় বেনিকে প্রশ্ন করলেই পাবে। ব্যাপারটা কী?

ব্রান্ডন কর্কশ গলায় বলেন, বেনিকে প্রশ্ন করে লাভ নেই। ও বেঁচে নেই।

আমি পাগলের মত করে বলি, বেনি মারা গেছে?

হ্যাঁ। বন্দর পুলিশ ওর মৃতদেহ দেখতে পেয়েছে। ওদের ধারণা গতকাল রাতনটায় ওর মৃত্যু হয়েছে।

***

ওদের যাওয়ার দিকে জানালা দিয়ে দেখি। ব্রান্ডন ঘোঁৎ ঘোঁৎকরতে করতে গাড়িতে বসলেন। অন্য একটা গাড়িতে মিফিন, ওকে চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিল।

একে একে ডানা, লীডবেটার, অনিতা কার্ক আর বেনি খুন হল। মিস বোলাস দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। আমি বলি, তুমি এখানে কখন এসেছিলে?

আজ সকাল নটায় আমি টেলিফোন করেছিলাম। অপারেটার জানায় রিং হয়ে যাচ্ছে কেউ রিসিভার তুলছে না।

জানালার কাছে আমার পাশে এসে মিস বোলাস বলে, কিছু করার ছিল না। তাই তোমার কেবিনে চলে আসি। এসে দেখি তুমি মেঝের ওপর পড়ে আছ। দরজা খোলা, আলো জ্বলছে। তোমায় বিছানায় শুইয়ে যখন জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করছি তখন ওদের গাড়ির আওয়াজ পাই। তোমার সমস্ত শরীরে হুইস্কি ছড়িয়ে দিয়েছি। ওদের বলেছি যে, তুমি অতিরিক্ত পান করে মাতাল হয়েছে। আমি চাইনি ওরা জানতে পারুক যে কেউ অতর্কিতে আক্রমণ করে তোমায় এ অবস্থা করে পালিয়েছে। তুমিও নিশ্চয়ই তা চাওনি?—

উঁহু' পকেট থেকে দুটো সিগারেট বের করে মিস বোলাসকে দিয়ে ধরাই।বলি, সমস্ত শরীরে হুইস্কি ছড়ানো–বেশ ভাল আইডিয়া, কেবিনে ঢোকার পর কাউকে দেখতে পাওনি?

কেউ ছিল না। কী হয়েছে?

আমার অপেক্ষায় আড়ালে কেউ ছিল। হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে আমার ঘাড়ের ওপর আঘাত করে।

তোমাকে দেখাশুনা করার কেউ নেই?

আজ রবিবার, টনি রবিবার কাজে আসে না।

রবিবার আমার অপেক্ষায় কেউ থাকেনা। রবিবার আমাকে দেখাশুনা করতে আসে সোনালী চুলের সুন্দর একটি মেয়ে।

শোবার ঘরে ঢুকে চারিদিকে তাকাই। বারুদের গন্ধ নেই।

মিস বোলাস বলে, কি ভাবছো তুমি?

কোন জবাব না পেয়ে আবার বলে, ম্যালয়, তোমার শরীর ভাল নেই। তুমি বিছানায় শুয়ে পড়।

ব্রান্ডন কি বললো, শুনলে না? আমাকে স্যানফ্রান্সিসকোতে গিয়ে বেনির মৃতদেহ সনাক্ত করতে হবে।”

উঁহু, কোথাও যাওয়ার মত তোমার অবস্থা নেই।হয় আমিঅথবা অফিরে অন্য কেউ যাবে।

চারটে এ্যাসপিরিন একসঙ্গে গিলে এক চুমুক কফি পান করি, আমাকে যেতেই হবে। বেনি আমার বন্ধু ছিল।

মিস বোলাস বলে, ডাক্তারকে ডেকে তোমার মাথার আহত স্থান পরীক্ষা করানো দরকার।

নানা চিন্তায় আমার মন ভারী হয়ে ওঠে।

অস্বস্তির সঙ্গে মিস বোলাস বলে, যদি জানতে পারতাম তুমি কি ভাবছে। বেনি ছাড়া অন্য কোন ব্যাপার তোমাকে অস্থির করে তুলেছে।

উঁহু কেবল বেনির কথা ভাবছি। তুমি আর দেরীকরছে কেন? নিশ্চয়ই তোমার অনেক কাজ রয়েছে।

বাঃ বেশ কথা বলছে। তোমার জন্যে এতক্ষণ যা করলাম...এখনই চলে যেতে বলছো? জানি না, কি জন্যে তুমি আমাকে সহ্য করতে পারছে না।

থাক, আর অভিমান করতে হবে না। দু'একদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। কিছু মনে কর না।

আমি শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করি।

***

তিনটে কুড়ি মিনিটে স্যানফ্রান্সিসকোর পরতোলা এয়ারপোর্টে বিমান থামে। বিমানে আমাদের সঙ্গে এসেছে সিনেমার নায়ক নায়িকার দল। ওদের দেখবার জন্যে গেটে ভিড় হয়।

কারমান বলে, ডিক, ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত। একজন লোককে ভালভাবে জানার আগেই সে মরে যায়। বেনি কখন্ও বলেনি যে তার বড় ছেলে মেয়ে আছে আর ওর মা-ও বেঁচে আছে।

আঃ, এখন বেনির বউ ছেলেমেয়ের কথা বলে লাভ কী?

কারমান রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বলে, হু', তুমি ঠিকই বলেছে। আবহাওয়া আর একটু ঠাণ্ডা হলে ভাল লাগবে। জান, কাল রাতে...।

আবহাওয়ার কথা এখন থাক।

ঠিক আছে।

সকালের কথা মনে পড়ল। পাওলা এসেছিল। বেনির ব্যাপারে ইতিপূর্বেই ব্রান্ডন পাওলার সঙ্গে দেখা করেছেন। অবশ্য ব্রান্ডন আমাদের কথা বিশ্বাস করেন নি। কারণ, বেনি খুন হয়েছে অন্যত্র।

ডানা, লীডবেটার আর অনিতা কার্ফের খুনের সঙ্গে বেনির হত্যার কোন সম্পর্ক নেই–এ ধারণা কারমানের। আমার ধারণা অন্যরকম। বেনি গতকাল বিকেল সাড়ে চারটেয় স্যান ফ্রান্সিসকোতে পৌঁছেছিল। রাত একটায় ওর মৃতদেহ পুলিশ আবিষ্কার করে। মেডিকেল রিপোর্ট অনুযায়ী ওকে চার ঘণ্টা আগে খুন করা হয়েছিল। অর্থাৎ রাত ন'টায় ও খুন হয়েছিল।

পুলিশ হেড কোয়ার্টারের সামনে ট্যাক্সি থামে। কারমানকে বলি, আমাকে কথা বলতে দাও।

আমরা হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে যাই। একজন লম্বা চেহারার অফিসার আমাদের বসতে বলে।

আমার নাম ডানিংহ্যাম–ডিটেকটিভ ডিস্ট্রিক কমান্ডার, আপনারা কী মৃতের আত্মীয়?

নিজেদের পরিচয় দিলাম। আমরা বেনির বন্ধু। আমার নাম শুনে ডানিংহ্যামের মুখ কঠিন হয়, তাতেই বুঝলাম ব্রান্ডন আমাদের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য জানিয়েছে।

ডানিংহ্যাম বলে, মৃতদেহের সনাক্তকরণ আপনাদের করতে হবে। এই অফিসারকে আপনাদের নাম ঠিকানা জানান। তারপর আপনাদের মর্গে নিয়ে যাচ্ছি।

মার্বেল পাথরের বেদীর ওপর চাদরে ঢাকা তিনটি মৃতদেহ মর্গে ঢুকে দেখতে পেলাম। মাঝখানের মৃতদেহটির মুখের ওপর থেকে চাদর সরান হয়।

ডানিংহ্যাম কর্কশকণ্ঠে বলে, চিনতে পারছেন?

হ্যাঁ।

কারমানের চোখ মুখ ফ্যাকাশে দেখায়। ডানিংহ্যাম ওর দিকে তাকিয়ে বলে, আপনিও চিনতে পারছেন তো?

কারমান মাথা নাড়ায়।

ডানিংহ্যামবলে, ঘাবড়াবেন না। যে কোন লোকের ভাগ্যে এরকমটা হতে পারে। চলে আসুন, বাইরে যাওয়া যাক।

আমার মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়।

***

ঘরে দুটো বিছানা, একটা টেবিল। আরাম কেদারাটা দেখলে মনে হবে একদা এর ওপর হাতী বসতো।

হোটেলের বেয়ারা বলে, সব রকম ব্যবস্থা এখানে রয়েছে।

কারমান বলে, এ ছাড়া আর কী ব্যবস্থা আছে?

বেয়ারা বলে, মদ পাবেন। অন্যান্য নেশার জিনিস আছে, আর পাকেন মেয়েমানুষ। অর্থ ছাড়ুন সব কিছুর ব্যবস্থা হবে।

আমরা মদ দিতে বলি।

বেয়ারা চলে গেলে কারমান বলে, আর একটু ভাল জায়গায় থাকার মত কী আমাদের হাতে অর্থ নেই?

কারমান আমার পাশে এসে দাঁড়ালে আমাদের হোটেলের উল্টোদিকে দোতলা বাড়িটার দিকে দেখাই, ওটা ভাড়াটেদের জন্যে নির্দিষ্ট।একতলায় একটা ফটোর দোকান-জ্বলজ্বল করছেলুইয়ের নাম।

কারমান, দ্যাখ। বেনি প্রথমে ওখানে থেকেই অনুসন্ধান শুরু করে। এক মিনিট–তোমাকে একটা ফটো দেখাচ্ছি।

বার্কলের ঘর থেকে পাওয়া অনিতা কার্ফের ফটোটা বের করি এবং কিভাবে পেয়েছি তা কারমানকে জানাই।

এখানে আসার পর বেনির প্রথম কাজ ছিল ফটোর বিষয়ে খোঁজ করা। ওকে একটা ফটোর কপি দিয়েছিলাম।

ফটো উল্টে রবার স্ট্যাম্প দেওয়া নাম ঠিকানা দেখিয়ে বলি, এখানে কেন এসেছি–এবার বুঝতে পারলে?

আরাম কেদারায় বসে কারমান বলে, আমাদের এখন কি করা উচিত?

রাত্রে কিছু করার নেই। কাল সকালে আমার প্রথম কাজ হবে লুইয়ের দোকানে হানা দেওয়া। ওকে অনিতা কার্ফের ফটো দেখাবো। জানিনা, কতদূর কাজ হবে। তবে একটা কিছু ঘটবেই। তোমার কাজ হবে, বিপদে পড়লে আমাকে রক্ষা করা, বুঝলে?

ঠিক আছে।

দরজায় টোকা মেরে বেয়ারা দু বোতল হুইস্কি নিয়ে ঘরে ঢুকল।

কারমান বলে, তিনটে গ্লাস কেন?

একটা গ্লাস ভেঙ্গে যেতে পারে। অথবা কাউকে মদ্যপানে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। মিস্টার তৃতীয় গ্লাস রাখা সবসময় খুবই দরকার।

কারমান, বেশ বড় পেগ লাগাও। আমরা সবাই একসঙ্গে পান করবো। বেয়ারার দিকে তাকিয়ে বলল, তা কতদিন এখানে আছ?

দশ বছর। যখন প্রথম আসি, হোটেলটা খারাপ ছিল না। যুদ্ধের পর থেকে সব কিছু বদলে যায়।

কারমান বেয়ারাটিকে পানীয় দেয়। সে গ্লাসে এক চুমুক দিয়ে হেসে বলে, দেখুন, তৃতীয় গ্লাস কেমন কাজে লাগে।

হুইস্কির সঙ্গে আমি চারটে এ্যাসপিরিন গিলে ফেলি।

বেয়ারাটিকে বলি, ওহে শোন। কিছু অর্থ রোজগার করতে চাও?

কি করতে হবে?

স্মৃতিশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

আমার স্মৃতিশক্তি কি কাজে লাগবে?

বেনির ফটো বের করে বলি, মনে করে দ্যাখ–ওকে কখনও দেখেছ কিনা?

ফটোটি দেখে বেয়ারা মদের গ্লাস টেবিলের ওপর রেখে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, ই, আমাকে বুদ্ধ বানাতে চান। আমি পুলিশের কাছে কখনো মুখ খুলি না।

কারমান বেয়ারাটির ঘাড় ধরে টানতে টানতে আমার পাশে বিছানায় ওকে বসায়, উল্লুক, কোথাকার! আমাদের কী পুলিশের লোকের মত দেখাচ্ছে?

ওঃ, আপনারা তাহলে পুলিশের লোক নন।

কুড়ি' ডলার বের করে আমার পাশে রেখে বলি, আমাদের আচরণ কী পুলিশের মত?

লোভীর দৃষ্টিতে ডলারের দিকে তাকিয়ে বেয়ারাটি বলে, বলতে পারবো না। আজ দুপুরে পুলিশ এসে নানা রকম প্রশ্ন করেছে। মর্গে ভোলা ওর ফটো আমাকে দেখিয়েছে।

সে বুঝি এখানে ঘরভাড়া নিয়েছিল?

ডলারের দিকে হাত এগিয়ে বলে, হ্যাঁ, এখানে সে ছিল। কিন্তু ম্যানেজার পুলিশের কাছে তা গোপন করেছে।

বেয়ারাটি ডলার খামচে ধরে।

কারমানকে বলি, একে আরও পানীয় দাও।

দেখবেন আমি যেন বিপদে না পড়ি। কোনমতেই চাকরী হারাতে চাই না।

কারমান মদের গ্লাস এগিয়ে দেয়।

শোন, ফটোর এই মানুষটি আমাদের বন্ধু। আমরা জানতে চাই কেন ওকে খুন করা হয়েছে। তোমার কোন ধারণা আছে?

জানি না। গতকাল বিকেল পাঁচটায় ভদ্রলোক ঘর ভাড়া নেন। এই ঘরের পাশেরটায় উনি ওঠেন। বেশিক্ষণ থাকেন না। বেরিয়ে যান। তারপর আর তাকে দেখতে পাইনি।

ও কি কোন ব্যাগ রেখে গেছে?

ম্যানেজারের কাছে, রয়েছে। ভদ্রলোক ঘরভাড়া দিয়ে যান নি।

ব্যাগটা নিয়ে এসো।

দু চোখ বড় করে বেয়ারা বলে, আমি পারবো না। ম্যানেজার দেখতে পেলে...যাও, নিয়ে এসো। নইলে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলবো।

এখনি আনতে হবে?

হ্যাঁ।

এই কাজের জন্য বেশি কিছু পাব কী?

আরও দশ ডলার তুমি পাবে।

বেয়ারা চলে গেলে কারমান বলে, চমৎকার। ডিক, তুমি কি করে বুঝলে যে, বেনি এখানে ঘর ভাড়া নিয়েছিল।

আমরা কী ফালতু এই হোটেলে ঘরভাড়া নিয়েছি? দাও...আরও হুইস্কি দাও।ওই হারামজাদার সঙ্গে বকবক করে আমার মাথা ধরে গেছে।

অনিতা কার্ফের ফটোটা সুটকেশ থেকে বের করে বিছানায় রাখি।

কারমান বলে, ফটো দেখে কী বেয়ারাটি চিনতে পারবে?

দেখা যাক, ভুলে যেও না, বেয়ারাটি এখানে দশ বছর যাবৎ আছে।

বেয়ারা ব্যাগ এনে বিছানার ওপর রেখে বলে, ব্যাগটি আবার ম্যানেজারের, ঘরে রেখে আসতে হবে। বিপদে পড়তে চাই না।

অনিতা কার্ফের ফটো ব্যাগের ভেতর তন্নতন্ন করে খুঁজেও পেলাম না। সব জিনিস গুছিয়ে ব্যাগটা মেঝেতে ফেলে বলি, নিয়ে যাও। দশ ডলার বেয়ারাকে দিয়ে বলি, মুখ বন্ধ রাখবে, বুঝলে?

বেয়ারা ব্যাগ হাতে নিয়ে বলে, বলুন, আর কী করতে হবে?

অনিতার ফটো দেখিয়ে বলি একে কখনও দেখেছো?

অনেকটা অনিতা গে'র মত দেখতে। হা...হা...নিঃসন্দেহে।

চুপ কর। অনিতা গে কে? সে কী করে? কোথায় তার দেখা পাব?

জানি না, কোথায় ওর সন্ধান পাবেন। অনেকদিন হল কোথায় চলে গেছে, কে জানে। আর কী সে এখানে ফিরে আসবে?

উহ আর সে ফিরে আসবে না।

৬.

আমি হোটেল থেকে বেরোই পরদিন বেলা এগারোটা নাগাদ। গরমের জন্যে রাতে ঘুম হয়নি। শেষ রাত্রের দিকে হুইস্কির সঙ্গে এ্যাসপিরিন গেলার পর ঘুমাই। সেই ঘুম ভাঙে বেলা নটায়।

কারমান বলে মাথায় আঘাত পেলে পর্যাপ্ত ঘুম দরকার। যথেষ্ট স্নান আর কালো কফি পান করে নিজেকে সুস্থ মনে হয়।

লুইয়ের ফটোর দোকানে যাবার আগে প্রয়োজন অনিতা কার্ফ সম্পর্কে ব্রাস রেল থেকে খবর সংগ্রহ করা।

পুলিশের কাছে রাস্তায় ব্রাস রেল সম্পর্কে খোঁজ করি। পুলিশটি নিশানা জানায়।

ব্রাস রেল অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আমি ছবি দেখতে থাকি। একটা সুইংডোর ঠেলে এক নোংরা পোশাকের লোক বেরিয়ে এলো।

আমি প্রশ্ন করি এই দপ্তর কে পরিচালনা করে?

আপনি কী নতুন এসেছেন?

হ্যাঁ।

নিক নেডিক, ওপরে উঠে যান। দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখি একটা লোক দু' আঙুলে দ্রুত টাইপ করছে। ঘরটার কোনায় জানালার ধারে একটি অদ্ভুত চেহারার মেয়ে বসে।

কেউ কিছু বলছেনা দেখে আমি লোকটার কাঁধে হাতের চাপ দিই। লোকটা টাইপনা থামিয়ে বলে, কী চান?

নিক নেডিকের সঙ্গে দেখা বলতে চাই।

এগিয়ে যান।

এগিয়ে একটা ঘরে ঢুকি। একটা লোক চেয়ারে বসে খবরের কাগজের আড়ালে মুখ ঢাকা। ওর আঙুলে কড়ে বেশ বড় একটা হীরের আংটি। একটু দূরে বসা বয়স্কা মহিলাটি আমার দিকে তাকায়।

মাথার টুপি নামিয়ে বলি, মিঃ নেডিকের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমার নাম ডিক ম্যালয়।

মহিলাটি বলে, মিঃ মেডিক এখন খুব ব্যস্ত...জানিনা, উনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন কিনা।

আপনি ব্যস্ত হবেন না। মিঃ নেডিকের সঙ্গে আমি আলাপের ব্যাপারটা ঠিক করে নিচ্ছি...কি বলেন মিঃ নেডিক?

খবরের কাগজের আড়াল থেকে একটা গোল মুখ উঁকি মারে। আপনার সঙ্গে আলাপ করে সুখী হবো। ইয়ংম্যান, শুধু কোন কিছু বিক্রির ধান্দায় না এলেই চলবে।

মোটা লোকটার দিকে কার্ড এগিয়ে দিলাম। চোখ বুলিয়ে নেডিক বলে, অর্কিড শহরে আপনি থাকেন? মশায়, ওটা হল লক্ষপতিদের জায়গা।

আমার প্রতিষ্ঠান ওখানে। আমি একজন যুবতী মহিলা সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছি। মনে হয় আপনি তাকে জানেন ওর নাম অনিতা গে।

কি ধরনের তথ্য জোগাড় করছেন?

সব কিছু নেডিককে সিগারেট দিয়ে বলি, অনিতা গে'র অতীত জানতে চাই। আপনি যা। জানেন বলুন। কাজে লাগতে পারে।

নেডিক বলে, আমি জানি না। শুনুন, এখন আমি ব্যস্ত।

খবরের কাজের জন্য আপনি কিছু পাবেন। ভাববেন না, ফালতু আপনার সময় নষ্ট করতে এসেছি।

খাঁটি কথা বলেছেন। আপনার মত যারা সরাসরি কাজের কথা বলেন, আমি তাদের পছন্দ করি। নেডিক মহিলার দিকে তাকিয়ে বলে, মিস ফেডাকার, আপনি এখন ব্যাঙ্কে যেতে পারেন। জুলিকে বলবেন, আধ ঘণ্টা কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে।

নেডিক প্রশ্ন করে, খবরের জন্যে কত অর্থ আমি আশা করতে পারি?

পঞ্চাশ ডলার পেলে আপনি খুশি? অবশ্য আপনার খবরের গুরুত্বের ওপর নির্ভর করছে।

তাই নাকি? পঞ্চাশ ডলারের বিনিময়ে আপনি অনেক খবর পাবেন। অনিতা গে কী কোন বিপদে পড়েছে?

এখন নয়। অনিতা গে বিপদে পড়েছিল। আমার মক্কেল অনিতা গে'র অতীত জানতে চাই।

নেডিক টেবিলের ওপর হাত বাড়িয়ে বলে, ছাড়ুন পঞ্চাশ ডলার।

পঞ্চাশ ডলার নেডিকের হাতে দিয়ে বললাম, এবার বলুন–শেষ কোন সময়ে আপনার সঙ্গে অনিতা গে ছিল।

অনিতা গে আমার সঙ্গে দু'বছর ছিল। জুনের তিন তারিখে ও আমাদের কাছে এসে কাজ চেয়েছিল। নাম বলেছিল অনিতা ব্রোদা। ও নাকি হলিউডে নাইট ক্লাবে নাচগান করতো। ওর চেহারায় খুব চটক ছিল। পরে দেখেছি কাজে ওর নৈপুন্য ছিল প্রশ্নাতীত।

অনিতা গে কাজ ছেড়ে গেল কেন?

বিমর্ষ মুখে সে বলে, অনিতা বিয়ে করলো। কোন মেয়েকে কাজে লাগিয়ে যখন ভাল রোজগার হচ্ছে–সে দুম করে বিয়ে করে বসল।

বিয়ের পর ওকে আর দেখেন নি?

শুনেছি থেলারের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় থেলারকে ত্যাগ করে চলে যায়। কোথায় যায়, জানি না?

থেলার কে?

অনিতার স্বামী।

কখন থেলারকে বিয়ে করে অনিতা, জানেন কী?

কেন জানবো না? গত বছর নভেম্বরের আট তারিখে ওদের বিয়ে হয়।

থেলারের কী হয়? সে কী মারা যায়?

উঁহু থেলার এখানেই আছে। লুই নামে একজনের সঙ্গে ফটোর দোকান চালায়।

মাথার যন্ত্রণায়, মাথা টিপে বলি, থেলার সম্পর্কে যা জানেন, সব বলুন।

নেডিক বলে, একটু হুইস্কি চলবে? মাথার যন্ত্রণা কমে যাবে।

ব্যবস্থা করুন।

আমরা হুইস্কি পান করি।

নেডিক বলে, লী থেলার আমাদের সঙ্গে কাজে যোগদান করে। ও ট্রিক শোতে ওস্তাদ ছিল।

কি ধরনের ট্রিক শো?

যে কোন ধরনের রাইফেলের সাহায্যে ট্রিক শো। বন্দুক চালাতে ওর জুড়ি ছিল না।

তারপর থেলার অনিতাকে বিয়ে করেছিল?

হ্যাঁ, ওরা চলে যায় বিয়ের পর।

থেলারকে ছেড়ে দেয় অনিতা কিছুদিন পর?

শুনেছি তাই। কিছুই জানি না। থেলার সাংঘাতিক লোক।

ডিভোর্স হয়েছিল ওদের?

শুনিনি আমি।

নেডিক হুইস্কি ঢালে। পানের আগে গ্লাসে ঠোকাঠুকি করি। চমৎকার।

আমি বলি, থেলারের কোন ছবি আছে কি আপনার কাছে?

নিশ্চয়ই। নেডিক আলমারির দিকে দেখিয়ে বলল, আপনি বয়সে আমার ছোট। ঐ ফাইলটা খুলুন। হ্যাঁ, ওইটি। দেখুন, খামে ফটো রয়েছে। নিয়ে আসুন এখানে।

ও ফটো বাছতে থাকে। তারপর একটা ফটো এগিয়ে দেয়। বলে, এই নিন।

মুখের ভঙ্গি এমন যে কখনও হাসেনা। যে ঝুঁকি নিতে পিছপা হয় না। একজন জুয়াড়ির মুখ। জীবন যার কাছে হেলাফেলার বস্তু।

আমি বলি, ফটোটা রাখতে পারি?

সম্মতি জানায় নেডিক। বলে, অনিতার একটা ফটো দেখাচ্ছি। দেখা হলে বলবেন যে, আমার ব্যাবসায় আবার ওকে পেলে আনন্দিত হবে। এই ফটোটা আপনাকে দিতে পারছি না–কেন না মাত্র একটাই আছে।

নেডিক থেলারের আর একটা ফটো দেখায়। থেলারের পরনে মস্তানের পোশাক, একটা মেয়ের মুখ ক্যামেরার দিকে তাক করা। মেয়েটার পরনে নামমাত্র পোশাক। ফটোটি মিস বোলাসের।

***

একটা লোক ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর কিছু কাগজ রাখে। লোকটা নেডিককে বলে, গাউনারের কনট্রাক্ট। তাড়াতড়ি সই করুন নইলে ভদ্রলোকের মত পাল্টে যেতে পারে।

লোকটা চলে গেলে বলি, ফটোর এই মেয়েটা সম্পর্কে বলুন, ওর নাম কী?

ওর নাম গেইল বোলাস। ওর সম্পর্কে কী আপনি উৎসাহী?

যে মেয়ে এধরনের পোশাক পরতে পারে তার সম্পর্কে আমার উৎসাহ থাকে। মেয়েটি কী এখানে থাকে?

ওর সম্পর্কে আমরা বেশি কিছু জানি না। থেলার ওকে আমাদের এখানে এনেছিল।

থেলারের সঙ্গে মেয়েটাও বুঝি ভেগে যায়?

না। তার আগেই মেয়েটা ভেগে গিয়েছিল যখন থেলার আসনাই সুরু করেছিল অনিতার সঙ্গে।

থেলারের সঙ্গে মিস বোলাসের কোন সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল কী?

আমার তাই ধারণা। কিন্তু মিস বোলাস বেশ কড়া ধাতের। সে অনিতাকে সহ্য করতে না পেরে ভেগে যায়।

ছ' মাস আগে মিস বোলাস কী ভেগে গিয়েছিল?

প্রায় সেরকম।

এরপর মিস বোলাস সম্পর্কে কিছু শুনেছেন কী?

ওর হদিশ আর পাইনি।

আপনি কী কাইজর মিলস্ নামে কাউকে চেনেন?

একটু ভেবে নেডিক বলে, না, এই নামে কাউকে জানি না।

লুই সম্পর্কে কিছু জানেন কী?

ইয়ংম্যান, আর সময় নষ্ট করতে পারবো না। আমার জরুরী কাজ আছে।

যদি আরও পঁচিশ ডলার চান তাহলে আমাকে আরও কিছু সময় দিন।

নেডিক হাত বাড়িয়ে দেয়। বলুন, কী জানতে চান?

লুই কিরকম মানুষ?

ভাল ছবি তুলতে পারে। খুব খেলো ধরনের মানুষ।ও আমাদের ব্যবসার অনেক কাজ করে।

ওর কিরকম চেহারা?

লম্বা, মুখে দাড়ি। অপরাধের জন্য দুবার জেল খেটেছে।

পুলিশের সঙ্গে ওর কিরকম সম্পর্ক?

মোটেই ভাল নয়। পুলিশের ধারণা লুই গোপনে মানুষের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করে। জানি না কতদূর সত্য।

থেলারও কী লুইয়ের অবৈধ কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত?

থেলার এমন প্রকৃতির মানুষ যে সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। ওর অদ্ভুত উচ্চাশা কিন্তু তেমন মনোবল নেই। থেলার সাংঘাতিক মানুষ। ও চলে যাওয়ায় আমি খুশি।

করমর্দন করে বলি, আজকের মত যথেষ্ট। দরকার হলে আবার দেখাকরবো। সাহায্যের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।

ঠিক আছে। একটা কথা মনে রাখবেন। থেলার বড় সাংঘাতিক মানুষ। ওর কাছ থেকে দূরে থাকবেন।

***

ব্রাস রেল থেকে বেরিয়ে সোজা হোটলে ফিরে আসি। বেয়ারাকে দেখে বলি–চার বোতল বিয়ার আর স্যান্ডউইচ আমাদের কামরায় পাঠাতে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কারমান ঘরে ঢুকল পেছনে বেয়ারা।

কারমান বিরক্তির সঙ্গে বলে, স্যান্ডউইচ দিতে বললে কেন? একটা রেস্তোরাঁয় যাওয়ার মত অর্থ কী আমাদের নেই?

খাবার ও বিয়ার রেখে বকশিস নিয়ে বেয়ারা বিদেয় হয়।

নাও শুরু কর। এখানে গোপনে আলোচনা করতে চাই।

কারমান বলে, তুমি ওই বাড়ির মধ্যে অনেকক্ষণ ছিলে। আর একটু হলে তোমার উদ্ধারের জন্য ব্যবস্থা নিতাম।

কারমানকে সবকিছু বলি।

উঃ, এসবের অর্থ কী?

খবরগুলি একসূত্রে গাঁথতে হবে। ধারণাই ছিল না যে মিস বোলাসও এ ব্যাপারে জড়িত।

থেলারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কী মিস বোলাস...।

জানি না। মিস বোলাসের অর্কিড শহরে যাওয়ার পেছনেও কোন কারণ থাকতে পারে। বড় আবিষ্কার হল, যখন মিঃ কার্ফকে অনিতা বিয়ে করে–তার আগেই ওর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। আর থেলার বন্দুক চালাতে ওস্তাদ। হয়ত থেলারই সব কটা খুন করেছে।

তোমার কী ধারণা বেনিকেও থেলার...?

হয় থেলার অথবা লুই। অথবা দুজনে মিলে।

আর মিলসও কী খুনের ব্যাপারে জড়িত?

জানি না। মনে হয় মিস কার্ফের সঙ্গে মিলস্ এর কোন ব্যাপার আছে। ওরা খুনের ব্যাপারে জড়িত কিনা বলতে পারব না। তবে লুইকে কজা করার পক্ষে অনেক খবর সংগ্রহ করেছি।

স্যুটকেস খুলে লেখার প্যাড বের করে বড় বড় অক্ষরে লিখি : আজ দোকান বন্ধ।

কারমান বলে, ব্যাপারটা কী? আর কোন কাজে অগ্রসর হবো না?

আরে আমাদের কথা হচ্ছে না। লুইয়ের সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাচ্ছি। দোকানে ঢোকার আগে এই বিজ্ঞপ্তি বারে লটকে দেব।

দোকানের দরজা ঠেলতেই লুকানো বেল বেজে ওঠে। দোকানের বাইরে আলো জ্বলে।

যদি দোকানে কেউ থাকে, তার সঙ্গে মোকাবিলা করা হবে।কারমান সঙ্গে রিভলবার এনেছে। লুই যতক্ষণ না রিভলবার বের করছে চিন্তার কারণ নেই।

ভেতর থেকে একটা মেয়ে বেরিয়ে বলে, কী চান?

ফটো তুলতে চাই। আপনি তুলবেন?

মিঃ লুই এখন খুব ব্যস্ত। আপনারা বরং অন্যদিন আসুন।

অপেক্ষা করা অথবা অন্যদিন আসার উপায় নেই।

কারমান মেয়েটির দিকে রিভলবার তুলে বলে, সাবধান, একদম মুখ খুলবে না।

মেয়েটি চিৎকার করার আগেই ওর মাথায় আঘাত করি। মেয়েটি ঢলে পড়ে।

মেয়েটির হাত পা বেঁধে কাউন্টারের নিচে শুইয়ে রাখি।

কারমানকে বলি, চলে এসো। তোমার চমৎকার কাজ।

কারমান বলে, হঠাৎ কোন পুলিশ এসে যদি আমাকে এ অবস্থায় দেখে–ভাববে আমি একজন বন্দুকবাজ। এ ব্যাপারটা কী চিন্তা করেছে?

বেশ বড় স্টুডিও। কালো কাপড়ের দিকে মুখ করা কাঠের স্টান্ডে রাখা ক্যামেরা। দুপাশে হাই পাওয়ারের আলো। একটা লোক চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে একগুচ্ছ ফটো দেখছে। লোকটা বেশ লম্বা, গালে দাড়ি।

লোকটা আমাদের দেখে দ্রুত ড্রয়ারের দিকে হাত বাড়ায়।

কারমান রিভলবার তাক করে কর্কশ গলায় বলে, সাবধান, হাত গুটিয়ে নাও।

আমি এগিয়ে ড্রয়ার খুলে একটা ছোট অটোমেটিক রিভলবার বের করে হিপ পকেটে রাখি।

হ্যালো বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি লোকটার ঘাড়ের মাঝখানে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি মারি। লোকটা ছিটকে পড়ে যায়। লোকটাকে টেনে দাঁড় করিয়ে ওরনাকে আর একটা জোর ঘুষি লাগাই। লোকটা ছিটকে পড়ে কামেরার ওপর।

কারমান বলে, ডিক, একটু সতর্ক হও। ওকে একদম রক্তাক্ত কর না।

ক্যামেরা তুলে আছড়ে ভেঙ্গে ফেলি তারপর লুইয়ের বুকে জোর আঘাত করি পায়ের জুতো। দিয়ে। লুই তাতে আর্তনাদ করে ওঠে।

কারমান বলে, বেচারীর ক্যামেরাটা কী দোষ করল?

ওর সব জিনিস ভেঙ্গে চুরমার করে দেব।

লুই মেঝের ওপর শুয়ে দুহাতে মুখ ঢাকা। অতি কষ্টে নিঃশ্বাস ছাড়ছে।

লুইয়ের কাছে গিয়ে বলি, বেনিকে খুন করেছে কেন?

লুই ফিসফিস্ করে বলে, কি বলছেন, আপনারা, বুঝতে পারছি না।

আমি লুইকে লাথি মেরে বলি, বল, কেন বেনিকে খুন করেছে?

লুই গোঙায়, আবার লাথি মারি।

কারমান বলে, ও হয়ত ভাবছে আমরা খেলা করতে এসেছি। মুখ খোলার জন্যে ভাল ওষুধ দরকার।

লুইকে টেনে তুলি। লুই পড়ে যাচ্ছিলো কিন্তু আমি ধরে থাকি যাতে কারমান ওর ব্যবস্থা করতে পারে।

কারমান টেবিলের নিচ থেকে একটা ব্লো-ল্যাম্প নিয়ে এলো।

ভালই হলো এটা পেয়ে। কাজ শুরু করা যাক।

সোফার ওপরে লুইকে বসাই। কারমান ব্লো-ল্যাম্পে দ্রুত কয়েকবার পাম্প করে। মুহূর্তে আগুনের শিখা লকলক করে ওঠে। আমি লুইয়ের বুকের ওপর বসি।বলি, দ্যাখ লুই, ফালতু সময় নষ্ট করতে চাই না। বেনির কি হয়েছে জানতে চাই। আমি জানি তুমি, থেলার আর অনিতা গে একসঙ্গে খুনের ব্যাপারে জড়িত। বেনি কাল এখানে এসেছিল। মুখ না খুললে অনেক দুঃখ আছে। বেনি আমার বন্ধু ছিল। কথা বল, কেন বেনিকে খুন করেছে?

শপথ করে বলছি, বেনিকে আমি চিনি না।

শুনলে ওর কথাও নাকি বেনিকে চেনেই না।

ব্লো-ল্যাম্প তুলে কারমান বলে, এটার সাহায্যে ওর স্মৃতিকে চাঙ্গা করে তুলি।

তুমি কি আগুনের ছ্যাকা খাবে?

বেনি কে, জানি না। তোমাদের কথা বুঝতে পারছি না।

এবার দ্যাখ, চিনতে পার কি না। বলে লুইয়ের জুতোর ওপর আগুনের নীল শিখা কারমান প্রয়োগ করে।

লুইয়ের সমস্ত দেহ কাঁপতে থাকে। ওর আর্তনাদে কানে তালা লাগে।

ইশারায় কারমানকে থামতে বলে, লুইকে বলি, তুমি বেনিকে খুন করেছে কেন?

আমি খুন করিনি..শপথ করে বলছি, আমি কিছুই জানি না।

আমি ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলি, কারমান, এবার জোরে লাগাও।

কারমান অনেকক্ষণ সেই আলোর শিখা লুইয়ের জুতোর ওপর প্রয়োগ করে বলে, এই লোকটাকে চিরদিনের জন্যে পঙ্গু করলে কী খুব ক্ষতি হবে?

বল, কেন তুমি বেনিকে খুন করেছে?

ফিসফিস করে লুই বলে, থেলার..বেনিকে থেলার খুন করেছে।

মনে হচ্ছে এবার লুই কথা বলবে। কারমান ল্যাম্প প্রস্তুত রেখ। এবার বল, কী হয়েছে?

বেনি গতকাল বিকেল পাঁচটার আগে দোকানে এসেছিল। বেনি বিপদ সম্পর্কে সজাগ ছিল না। লুইকে অনিতার ছবি দেখিয়ে বেনি জানতে চেয়েছে ওকে চেনে কিনা।

লুই বলে,' থেলার পর্দার আড়ালে সব শুনছিল।ও রিভলবার বের করে বেনিকে জিজ্ঞেস করে কোথা থেকে এসেছ। ইতিপূর্বেই ইউনিভার্সাল সার্ভিস সম্পর্কে অনিতা থেলারকে সবকিছু জানিয়েছে। পেছন থেকে বেনিকে মাথায় আঘাত করে থেলার ওকে গাড়িতে করে নিয়ে যায়। এরপর ওর কি হয় জানি না।

থেলার এখন কোথায়?

লুই কি বলে বুঝতে পারি না।

এই ব্যাটাকে মদ খাইয়ে চাঙ্গা করা দরকার।

কারমান স্টুডিওর মধ্যে কি যেন খুঁজতে খুঁজতে বলে, ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। খোঁজাখুঁজির পর এক বোতল হুইস্কি পায়। তিনটে গ্লাসে মদ ঢালে। আমাকে এক গ্লাস, নিজে এক গ্লাস নেয়। তৃতীয় গ্লাসের মদ লুইয়ের মুখে ছুঁড়ে দেয়।

গ্লাসে এক চুমুক দিয়ে বলি, এখন থেলার কোথায়?

লুই কোনক্রমে বলে, অনিতাকে দেখতে গেছে।

কখন গেছে?

গতকাল রাত দশটার প্লেন ধরেছে।

তোমাকে মুখ খুলতেই হবে। তুমি কী জান যে, বেনির হাত পা বেধে থেলার ওকে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে।

উঁহু...।

থেলার ও অনিতা বিয়ে করেছিল কী?

লুই সম্মতি জানায় ঘাড় নেড়ে।

তুমি কী জান অনিতা দু মাস আগে মিঃ কার্ফ নামে একজনকে বিয়ে করেছে?

হ্যাঁ। এটা থেলারের পরিকল্পনা। থেলারের মতে মিঃ কার্ফের অনেক অর্থ অনিতা বাগাতে পারবে।

অনিতা কি থেলারকে ভয় করতে?

থেলারকে ভয় করবার মত কোন কারণ ছিল না।

ওদের মধ্যে ঝগড়া ছিল...তারপর ওরা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে চলে যায় তাই না?

ওটা কিছু নয়। ওরা সবসময় ঝগড়া করতো। মিঃ কার্ফের সঙ্গে পরিচিত হবার পর অনিতা ফিরে এসে থেলারের কাছে জানতে চায়, সে কোন দিকে অগ্রসর হবে। মিঃ

কাকে বিয়ে করতে বলে থেলার। তারপর মিঃ কার্ফকে শোষণ করার পরামর্শ দেয়। থেলার মুখ খুলবেনা যদি অনিতা নিয়মিত তাকে অর্থ জোগায়।

গেইল বোলাস সম্পর্কে কী জান?

অনিতার সঙ্গে দেখা হবার আগে থেলারের ট্রিক শোতে গেইল বোলাস সাহায্য করতো। ওকে আমি দেখিনি।

গেইল বোলাস কী এই ব্ল্যাকমেইলের সঙ্গে জড়িত?

জানি না।

থেলার কী এই প্রথম অর্কিড শহরে যায়?

লুই চুপ করে থাকে। কারমান আগুনের নীল শিখা এগিয়ে আনতেই লুই বলে, উঁহু..দু'রাত আগে থেলার অর্কিড শহরে গিয়েছিল। ট্রাঙ্ককলে অনিতা জানিয়েছিল যে, ওকে কে যেন নজর বন্দী করছে। ফলে থেলার অনিতার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। কিন্তু ওর দেখা পায়নি।

থেলার বুঝি এখানে ফিরে আসে?

হ্যাঁ। ওকে অত্যন্ত নার্ভাস মনে হয়। ও জানিয়েছে অনিতাকে যে মেয়েটা নজরবন্দী করার কাজে নিযুক্ত ছিল, তাকে খুন করা হয়েছে। ফলে থেলার তাড়াতাড়ি এখানে ফিরে আসে।

যাওয়ার আগে কী অনিতাকে থেলার জানায় নি?

উঁহু।

থেলার এখানে কখন ফিরবে?

জানায় নি থেলার।

অনিতা কাল রাত্রে খুন

খুন?

হ্যাঁ, খুন! থেলার কোন ধরনের বন্দুক ব্যবহার করে?

জানি না। হয়ত বড় বন্দুক। বন্দুক সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।

কারমানকে বলি, কিছু ভাবতে পারছি না।

কারমান বলে, এই হারামজাদাকে নিয়ে কী করবো?

ওর ব্যবস্থা আমি করছি। ডেক্সের ওপর থেকে ওই ফটোগুলি নিয়ে এসো।

কারমান চোখ মুখ কুঁচকে এক গুচ্ছ ফটো আমার হাতে তুলে দেয়।

লুইকে বলি, এই নাও। প্রত্যেকটা ফটোর উল্টো পিঠে তোমার নাম লেখ।

লুই নাম সই করে দিলে ফটোগুলি খামে পুরে তার ওপরে ডানিংহামের নাম লিখে পকেটে গুজি।

এই ফটোগুলি পুলিশ হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওরা তোমাকে জেলে পোরার জন্যে অপেক্ষা করছে।

কারমানকে বলি, চলে এসো।

কারমান লুইয়ের কাছে এগিয়ে বলে, বেনি ছিল আমার বন্ধু। এই নাও...।

কারমান লুইয়ের মুখে নীল আলোর শিখা চেপে ধরে।

৭.

অকির্ড শহরে প্রায় সন্ধ্যায় ফিরে এলাম। অফিসে পাওলা ছিল। আমাকে দেখে ওর চোখে মুখে স্বস্তি লক্ষ্য করি।

পাওলা প্রশ্ন করে, কী খবর? তোমার মাথার অবস্থা কেমন?

এখন মাথা স্কচ হুইস্কি চায়। লক্ষী মেয়ের মত হুইস্কি দাও। আর খবর? হ্যাঁ, সূত্রগুলো জড়ো হচ্ছে। জট খুলতে আরও সময় লাগবে। অন্তত জানতে পেরেছি বেনিকে কে খুন করেছে। লী থেলার নামে একটা হারামজাদা। হয় সে এখনও এখানে আছে অথবা স্যানফ্রান্সিসকোতে ফিরে গেছে। কারমানকে ওখানে রেখে এসেছি নজর রাখতে।

আমাকে হুইস্কি দিয়ে পাওলা প্রশ্ন করে, থেলার কে? ওর কী ভূমিকা?

থেলার হচ্ছে অনিতার স্বামী। থেলারকে এখনও খুঁজে পাইনি। ওকে নিয়ে হয়ত কিছু ঝামেলা হতে পারে। ও বন্দুকবাজ।

পাওলার দু'চোখ বিস্ফারিত হয়।

উত্তেজিত হবে না। তোমার নোটবুক কোথায়?

কিন্তু ডিক...।

নোট রেডি! এখন ফালতু সময় নষ্ট করতে চাই না।

নোট বুক আর পেন্সিল নিয়ে পাওলা প্রস্তুত হয়।

পটভূমি স্যানফ্রান্সিসকো। সময় দু'বছর আগে জুন মাসের গোড়ার দিক। একজন নর্তকী, নাইট ক্লাবে উলঙ্গ হয়ে নেচে যে অর্থ রোজগার করে, তার নাম অনিতা ব্রোদা। হলিউড থেকে শহরে উদয় হয়। শহরে সে কাজ খুঁজে বেড়ায়। অবশেষে নিক নেডিকের কাছে তৃতীয় শ্রেণীর ট্রিক শো চালায়। ওখানে অনিতা ব্রোদা এক সপ্তাহের জন্য কাজ পায়। কাজের মাধ্যমে সে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে। তাকে কাজে লাগিয়ে নেডিক অনেক অর্থ রোজগার করে।

আর একজনের ট্রিক শো বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। থেলার এবং গেইল বোলাসের সম্মিলিত খেলা।

পাওলা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, ঐ মেয়েটাই না...?

হা। থেলার এবং অনিতা উভয়ের প্রেমে পড়ে যায়। থেলার স্থির করে ট্রিক শোর কাজ ছেড়ে ফটো তোলার দোকানের অংশীদার হবে। ফটোর দোকানের মালিকের নাম লুই-যার আলাদা অর্থ আসত ব্ল্যাকমেইলের মাধ্যমে। সম্ভবতঃ এই অবৈধ কার্যকলাপে খেলার নিজেকে যুক্ত করে।

একটু থেমে আবার বলি, থেলার গত বছর আট-ইনভেস্বর অনিতাকে বিয়ে করে। ট্রিক শো থেকে সরে যায় গেইল বোলাস। একমাস পরে থেলারকে ছেড়ে অনিতা চলে যায়।

হয়তো তাদের মধ্যে আর বনিবনা হচ্ছিল না। যাইহোক, কাপড়ের দোকানে কাজ করার সময় মিঃ কার্ফের সঙ্গে অনিতার পরিচয় হয়।

নিশ্চয়ই জান, গাড়ি দুর্ঘটনায় কয়েক বছর আগে স্ত্রীকে হারান মিঃ কার্ফ। ওর মেয়েটি পঙ্গু। মিঃ কার্ফের জীবনটা কোন দিক দিয়েই মধুর ছিল না। অনিতা জাল ফেলে মিঃ কার্ফকে ধরে। উনি বিয়ের প্রস্তাব দেন।

অনিতা থেলারকে মিঃ কার্কের কথা জানায়। একজন লক্ষপতিকে বিয়ে করে অনিতা অনেক অর্থ আদায় করতে পারবে। ফলে উভয়ের মধ্যে চুক্তি হয়। থেলার মুখ বন্ধ রাখবে যদি অনিতা ওকে অর্থ জোগায়। মিঃ কার্ফকে বিয়ে করে অনিতা সান্টা বোসা স্টেটে চলে এলো।

অনেকের কাছে জেনেছি যে, অনিতার চুরির বাতিক ছিলনা। কেউ ওর আলমারিতে গোপনে নানা রকম জিনিস রেখে দিয়েছে। উদ্দেশ্য মিঃ কার্ফকে অপদস্ত করা। অনিতাকে হেয় করতে পারে মিসনাটালি কার্ফ। কারণ, অনিতা বেঁচে থাকলে সান্টা রোসা স্টেটের সম্পত্তির অর্ধেক থেকে সে বঞ্চিত হবে।

বার্কলের সঙ্গে অনিতার মেলামেশা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। মিঃ কার্ফের সঙ্গে যৌন জীবনে অতৃপ্তির ফলে অনিতা বার্কলের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

পাওলা বলে, ডিক, বেনি কিভাবে খুন হয়েছিল?

হ্যাঁ, এবার বেনির কথা টুকেনাও। অনিতার সঙ্গে লুইয়ের কোন সম্পর্ক আছে–বেনির এমন ধারণা ছিল না। লুইয়ের দোকানে ঢোকাই ওর পক্ষে বিপদ হয়েছিল। দোকানে ছিল থেলার। বেনি যখন অনিতা সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছিল রিভলবার হাতে থেলার এগিয়ে এসেছিল। তার আগেই অনিতা সব কিছু জানিয়েছে। থেলার অর্কিড় শহরে এসে অনিতার দেখা না পেয়ে উত্তেজিত হয়। ফলে তার মাথার ঠিক ছিল না, সে বেনিকে খতম করে দেয়। তারপর রাত দশটার প্লেনে সেঅর্কিড শহরে যায়। জানি না, সেই অনিতাকে খুন করেছে কিনা। তবে অনিতার হত্যার সময়–সেই জায়গায় থেলার ছিল। খুঁজে বের করতে হবে থেলার খুন করেছে কিনা। আমি জানি, পেছন থেকে আমার মাথায় থেলার আঘাত করেছিল। হয়ত থেলারই অনিতার মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেছিল।

মদ্যপান শেষ করে বলি, যদি জানতে পারি ডানাকে কেন খুন করা হয়েছে এবং কেন ডানার ঘরে অনিতার হীরের নেকলেস রেখেছিল তাহলে আমাদের কাজ অনেকটা এগিয়ে যাবে। লা এটোলিতে আমাকে দেখামাত্র অনিতা কেন এত ভয় পেয়েছিল? সে কেন ওখানে আত্মগোপন করেছিল? ওকে কে খুন করে মৃতদেহ সরাল?

পাওলা প্রশ্ন করল, গেইল বোলাসের ভূমিকা কী?

জানি না। তবে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে মিস বোলাসের সঙ্গে থেলারের যোগাযোগ আছে। আঘাতের পরে ওকে দেখে আমি হতভম্ব হয়েছিলাম। এর রহস্য আমাকে খুঁজে বের করতে হবে।

একটু থেমে বলি, কাইজার মিলসের ব্যাপারটাও তলিয়ে দেখতে হবে। ফেয়ারভিউতে ওর বাড়িতে আমি হানা দেব।

পাওলা বলে, লীডবেটারের খুনের পর ব্রান্ডন খুব ক্ষেপে গেছেন। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। সাবধান ডিক, একটু ফাঁক পেলেই ব্রান্ডন তোমাকে কিন্তু চেপে ধরবে।

আগে আমি থেলারের ব্যাপারে অগ্রসর হব। সেই সঙ্গে কাইজার মিলসের বিষয়টাও, থেলারকে খুঁজতে বেশ সময় লাগবে।

তারপর টেলিফোনের দিকে হাত বাড়িয়ে বলি, ডানার পুরনো বন্ধু ফিনেগান।ও সাহায্য করতে চেয়েছিল। থেলারকে খুঁজতে ফিনেগানের দরকার হতে পারে।

ফিনেগানকে লাইনে পেয়ে বলি, প্যাট, তোমার জন্যে কাজ আছে। লী থেলার নামে একজনকে খুঁজছি। লোকটা ট্রিক-শুটার, ব্ল্যাকমেইলার এবং সম্ভবত একজন খুনী।ওকে খুঁজে যদি বের করতে পার কয়েক শো ডলার পুরস্কার পাবে।

ফিনেগান বলে, ঠিক আছে, মিঃ ম্যালয়। চারিদিকে লোক লাগিয়ে দিচ্ছি। ওর একটা বর্ণনা দিন।

লোকটার একটা ফটো পাঠিয়ে দিচ্ছি। কাজটা খুব জরুরী। ডানার খুনের সঙ্গে লোকটার সম্পর্ক আছে।

কঠিন গলায় ফিনেগান বলে, ফটো পাঠিয়ে দিন। ঠিক খুঁজে বের করবোই।

ধন্যবাদ জানিয়ে টেলিফোন ছাড়ি।

থেলারের ব্যবস্থা হল। এবার মিলকে নিয়ে ব্যাপার। পাওলা, এই নোটগুলি টাইপ করে আলমারিতে রেখে দাও। আর হীরের নেকলেসটা মিঃ কাকে দিয়ে তার কাছ থেকে একটা রসিদ নেবে। যদি আমাদের এখানে ওই মহা মূল্যবান জিনিষটি ব্রান্ডন দেখতে পান তাহলে আমাদের আস্ত চিবিয়ে খাবেন। মিঃ কার্ফের হেফাজতে থাকলে আমরা নিশ্চিন্ত।

পাওলা জানায় যে আমার নির্দেশ মত সে সব কাজ করবে।

দরজার দিকে যেতে যেতে বলি, যদি আমি কোন বিপদে পড়ি, নোটগুলি মিফিনের হাতে তুলে দেবে।

***

আমি কাইজার মিলসের বাংলো থেকে প্রায় দুশ গজ দূরে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ি। সুন্দর চাঁদের আলো। হাওয়ায় ফুলের গন্ধ। দশটা বেজে কুড়ি মিনিট। আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে যাই। মনে মনে ভাবছি-এর চেয়ে কী লী থেলারের ব্যাপারে সময় দিলে ভাল হোত।

চারিদিকে তাকিয়ে গেট খুলে ভেতরে ঢুকি। ছোট্ট সুন্দর একটা বাগান। অদূরে মিলস্-এর বাংলো।

বারান্দার দিকে চারটে জানলা দিয়ে বাইরে আলো পড়ছে। মনে হল মিলস্ বাড়িতেই আছে।

বারান্দার একটাজানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকিমারি। বেশ সুন্দর ঘরটা সাজানো।মিলস্, আরাম কেদারায় বসে আছে। ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট, হাতে হুইস্কির গ্লাস। মিলস্ ম্যাগাজিন পড়ছে।

ইচ্ছে হলেও ঝুঁকি নিলাম না বাড়িটার চারিদিকে একবার খুঁজে দেখার। হয়ত একটু পরেই মিলস্ শুতে যাবে। আধঘণ্টা অপেক্ষা করা ভাল।

এক ঝোঁপের মধ্যে পাথরের বেদী, যেখান থেকে মিলকে দেখা যাচ্ছে সেখানে বসি।

কুড়ি মিনিট পরে মিলস্ম্যাগাজিন রেখে উঠে দাঁড়ায়। মিলস্ গ্লাসে আরও হুইস্কি ভরে চেয়ারে বসে কান খাড়া করে কি যেন শোনে।

নিস্তব্ধ রাত্রিকে চিরে একটা গাড়ির শব্দ, তারপর গেট খুলে পায়ের হালকা শব্দ–কোন মহিলার।

আমি, দেয়াল ঘেঁষে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়াই। আমার কাছ দিয়ে স্ত্রীলোকটি এগিয়ে যায়। সুগন্ধ পাই। মহিলাটি ঘরে ঢুকে যায়।

যে স্ত্রীলোকটিকে ঘরে ঢুকতে দেখলাম সে আমার বিশেষ পরিচিতা। মিস নাটালি কার্ফ।

***

আমার মনে পড়ল পাওলা নাটালি কার্য সম্পর্কে কি বলেছে। দু বছর আগে মোটর দুর্ঘটনা ঘটে। নাটালি পঙ্গু হয় আর ওর মা মারা যায়। প্রচুর অর্থ ব্যয় এবং চিকিৎসা সত্ত্বেও মিস কার্ফের অবস্থার পরিবর্তন হয়নি।

চিকিৎসক যা করতে পারেনি–মিলস্ তাই করেছে, অসাধ্য সাধন। নইলে মিম কার্ফ অমন সতেজ ভঙ্গিতে হেঁটে যেতে পারতো না।

মিলসের ভারীকণ্ঠস্বর, আগে তোবলনি যে, তুমি আজ এখানে আসবে। আগে ফোন করনি কেন?

আস্তে আস্তে এগিয়ে যাই। দরজার কাছে মিলস্ অসন্তুষ্টভাবে দাঁড়িয়ে।

নাটালি কার্ফ নরম গলায় বলে, আমি এসে কী তোমাকে বিরক্ত করলাম?

মিস্ কার্ক ভ্যানিটি ব্যাগ চেপে ধরে, চেয়ারের হাতলের ওপর বসে, ওর বেশ সতর্ক ভাব।

মিলস্ বলে, আমি এখন শুতে যাচ্ছিলাম।

তাই নাকি? রাত তো বেশি হয়নি এ জন্যেই কী তোমার মুখে রাগের চিহ্ন?

মিলস্ দরজা বন্ধ করে বলে, রাগ নয়। তোমার এভাবে আসা ঠিক হয়নি। ধর, যদি কেউ থাকতো?

ভাবিনি যে, নিজের বাড়িতে আসতে অনুমতি নিতে হবে। পরের বার ভেবে দেখবো।

নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে হাল্কা গলায় নাটালি বলে, আমাকে কী তুমি পানীয় দেবে না?

এ বাড়ি তোমার। এই সমস্ত দামী মদ তোমার। নিজেই নিয়ে নাও।

নাটালি টেবিলের কাছে গিয়ে গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে এক খণ্ড বরফ ফেলে দেয় তাতে। ওর ঠোঁট কাপে। নাটালি কার্ফ বলে, তোমার কি হয়েছে কাইজার।

এভাবে কতদিন চলবে?

কতদিন কী চলবে? কী বলতে চাইছো তুমি?

ব্যাপারটা ভালভাবেই জান। কতদিন গেটে দাঁড়িয়ে বোকার মত মানুষকে স্যালুট করতে হবে? কতদিন লুকিয়ে চোরের মত তোমার শোবার ঘরে ঢুকবো? ফ্র্যাঙ্কলিন কোন কিছু না জানার ভান করে কতদিন থাকবে?

এ ছাড়া আমরা আর কী করতে পারি?

আমরা বিয়ে করতে পারি। এ বাড়িতে আমরা কী একত্রে থাকতে পারি না? তোমার নিজের যথেষ্ট অর্থ আছে। মিঃ কার্ফের বলার কিছু নেই। আমরা কী বিয়ে করতে পারি না?

উঁহু, পারি না।

মিঃ কার্ফকে তোমার সত্য কথা জানানো উচিত। তোমার জন্যে ওর কি কোন মাথা ব্যথা আছে? দু বছর আগে হয়তো ছিল–এখন আর কিছু নেই।

উনি আমার জন্যে এখনও ভাবেন।

আমি বলছি...উনি তোমার কথা মোটেও ভাবেন না। তোমার সঙ্গে ওনার ব্যবহারের নমুনা লক্ষ্য করেছ? তোমার খোঁজ খবর উনি নেন? আমি জানি, তুমি কি ভাবছে।

কী ভাবছি আমি?

তুমি ভাবছো, দিনে দুবারের বেশি তোমাকে দেখতে আসা তোমার বাবার পক্ষে কষ্টকর। তাই না? দিনরাত তোমাকে শুয়ে বা বসে থাকতে দেখা তোমার বাবার পক্ষে অসহনীয়–তুমি বুঝি তাই মনে কর?

আমার ওপর এভাবে রাগ করার কোন প্রয়োজন নেই।

মিলস্ আবার বলে, আমি যা বললাম, তুমি অস্বীকার করতে পারবে?

কর্কশ গলায় নাটালি কার্ফ বলে, হ্যাঁ, আমি জানি!আমার এমন অবস্থা বাবা সহ্য করতে পারেন না। তার জন্যে আমি খুশি।

অনেক হয়েছে। এবার বাস্তবের দিকে তাকাও। তোমার সেই দিনই বারটা বেজেছে যেদিন তোমার বাবা ঐ সোনালী চুলের মহিলাটিকে বিয়ে করেছেন।

নাটালি চিৎকার করে বলে, ওই ব্যাপার নিয়ে আর আলোচনা করতে চাই না। শোন, আমাকে খুকি বলনা..শুনতে বিশ্রী লাগে।

কবে আর আলোচনা করবে? আমি আর অপেক্ষা করতে রাজী নই।

কী বলতে চাও?

খুবই সোজা ব্যাপার। কাল থেকে আমার চাকরী শেষ। গেটে আর দাঁড়াতে পারবো না। আর পেছনের সিঁড়ি দিয়ে তোমার শোবার ঘরে চোরের মত...আর সহ্য হচ্ছে না।

বিশ্রী ভঙ্গিতে হেসে নাটালি কার্ফ বলে, তুমি কী সবকিছু ছেড়ে দেবে?

যদি এই বাড়ি আর দামী মদ-খানাপিনা–এ সবের কথা বল–তবে দরকার নেই। আর শোন, বিয়ে না হলে আমি পালাবো।

কাইজার, বাবা যতদিন বেঁচে আছেন–তোমাকে বিয়ে করা সম্ভব নয়।

তোমার কী ধারণা, তোমার বাবার মৃত্যুর পর কেউ তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হবে?

আঃ চুপ কর। আমরা যেমন আছি, তেমনি কি থাকতে পারি না? তুমি প্রয়োজনীয় সবকিছু তো পাচ্ছ। তোমার স্বাধীনতা আছে, তোমার কোন কাজে আমি হস্তক্ষেপ করি না।

নাটালির কব্জি ধরে মিলস্ বলে,'শোন খুকি, তোমার শোবার ঘরের উর্দি পরা চাকরের কাজ আমার দ্বারা আর হবে না।

কাইজার..হঠাৎ আমি...বিশ্বাস কর..আমি দুঃখিত।

তুমি দুঃখিত, তোমার এই অদ্ভুত আচরণের জন্যে আমি বিন্দুমাত্র ভাবছি না, বুঝলে খুকি। তোমাকে উত্তেজিত দেখে আমি খুশি। জানতাম এরকম একটা কিছু হবে।

বাজে বকো না। তুমি এখন কুদ্ধ। আমি যাচ্ছি পরে আলোচনা হবে।

পরের দিন আমাদের জীবনে আসবে না। কারণ কাল চলে যাচ্ছি।

মিলস তার হাতের সিগারেটটা অগ্নিকুণ্ডে ছুঁড়ে ফেলে বলে, সিগারেটের মত ওই রকম...।

প্লীজ কাইজার...।

আমাদের দুজনের সম্পর্ক ওই সিগারেটের মত...।

দীর্ঘ নীরবতার পর নাটালি কার্ফ বলে, কাইজার, ভেবে দ্যাখ। তুমি কি হারাবে। এই বাড়ি, দামী মদ আর নিরাপত্তা?

খুকি, আর আমাকে ধাপ্পা দিয়ো না। তোমার বাড়ি আর অর্থ? আর কী কোন মেয়ে বা বাড়ি নেই? তোমার কি সেই ধারণা।

আঃ চুপ কর কাইজার।

তোমার মত মেয়ে আর অর্থ কালকেই জোগাড় করা আমার পক্ষে কোন কঠিন ব্যাপার নয়। শোন খুকি, আমাকে রাখতে হলে বিয়ে করতে হবে। তোমার অগাধ অর্থের জন্যে তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, তাই..আমার জীবনে তুমিই একমাত্র প্রথম এবং শেষ নারী নও।

নরম গলায় নাটালি কার্য বলে, আমি হয়ত তোমার জীবনে শেষ নারী হতেও পারি।

মিথ্যে আশা কর না। আমি এখন শুতে যাব। আমি বড় ক্লান্ত। তুমি বরং বাড়ি ফিরে যাও।

বড় বড় চোখ করে নাটলি বলে, কালকে কী আমাদের আলোচনা হবে না?

কাল আমি এখান থেকে চলে যাব।

কাইজার, সত্যিই তুমি চলে যাবে?

তোমার সঙ্গে কী এতক্ষণ ইয়ার্কি করছিলাম? তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই।

এই কথা কী অনিতাকেও জানিয়েছিলে?

কী বোকা তুমি! হা হা হা! হুঁ, তুমি অনিতার ব্যাপারটাও জান। কিন্তু তোমার মত অনিতার এত উৎসাহ ছিল না। শোন খুকি, তুমি কেন ফ্রাঙ্কলিনকে একবার সুযোগ দিচ্ছ না? লোকটা বুড়ো হলেও খুব উৎসাহী তোমার প্রতি।

নাটালি কার্ফ ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে ছোট্ট অটোমেটিক পিস্তল বের করলো।

নাটালি পিস্তলের নল মিলসের দিকে তাক করে, তুমি কোথাও যাচ্ছ না, কাইজার।

পিস্তল সরাও। শোন, হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

দুর্ঘটনা? হবে হতে চলেছে। উঁহু, একদম নড়বে না। কিভাবে পিস্তল চালাতে হয় আমি জানি। লক্ষপতির মেয়ের অনেক কিছু করার সুযোগ থাকে। আমি গুলি চালাতে ওস্তাদ।

শোন, বোকামী কর না খুকি...।

বলছি না, আমাকে খুকি বলবে না। এখন আমি যা বলবো চুপচাপ তুমি তাই শুনবে।

জানালার সামনে আমার তিনফুট দূরে দাঁড়িয়ে নাটালি কার্ফের চুলের সুগন্ধ টের পাই। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকি। একটু টের পেলেই ও গুলি করবে ভাবামাত্র আমি ঘামতে থাকি।

নাটালি কার্ফ বলে, জানতাম, খুব তাড়াতাড়ি এরকম কিছু ঘটবে।

কাইজার, তোমার মত লোকের সঙ্গে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা অসম্ভব। কিন্তু তুমি সুদর্শন এবং স্বাস্থ্যবান। আর মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে ফুর্তি করা যায়। আমায় বোকা মেয়েছেলে ভেব না। অনিতার ব্যাপারস্যাপার আমি জানি। আমি গোপনে সব লক্ষ্য করেছি। তোমার মত পাজী আর বদমাস লোক আর আমি দেখিনি।

হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে আমি চেয়েছি। জানতাম তুমি ক্লান্ত হয়ে অন্য মেয়ে মানুষের খোঁজ করবে। উত্তেজিত হলেই তুমি কথা বলবে এবং তোমার আসল চেহারা প্রকাশ পাবে। একদিন তো তুমি আমার কথাও অন্য মেয়েদের কাছে বলবে। কিন্তু কাইজার, তোমার পক্ষে তা আর সম্ভব হবে না।

তুমি কী ক্ষেপে গেলে?

তোমাকে ছেড়ে দিলে আমি বোকার মত কাজ করবো। কাল সকালে সবাই তোমার মৃতদেহ। দেখে জানবে যে স্ত্রীলোকের দ্বারা এই কাজ হয়েছে কিন্তু কোন স্ত্রীলোক কেউ জানবে না। এই শহরে সবাই জানে, আমি হাঁটতে পারি না। একমাত্র ডাক্তার ম্যাকফিল্ডলে জানেন যে আমি হাঁটতে পারি। কিন্তু উনি বলবেন না। এ খবরে ফ্রাঙ্কলিনও খুশি হবে, সে তোমাকে পছন্দ করে না।

ফ্যাকাশে ঠোঁট কাঁপিয়ে মিলস্ বলে, পিস্তল নামাও..বোকা মেয়ে কোথাকার।

বিদায় কাইজার' বলে নাটালি পিস্তল ওঠায়। তোমাকে নির্জনতার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছি। একমাত্র মৃত্যুর মধ্যেই নির্জনতা অনুভব করতে পারবে।

খবরদার...গুলি কর না। মিলস্ কিছুটা ঘুরে হাত বাড়ায়।

আমি নাটালি কার্ফের কনুইতে জোরে আঘাত করি, পিস্তল দূরে ছিটকে যায়। সে মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে আক্রমণ করে।

সে আমার মুখ রক্তাক্ত করে দেয় তার তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে। তারপর সে বাগানের পথ ধরে গেটের দিকে ছুটে যায়।

***

মিলস্ বলে, এই যে ম্যাক, আমাকে রক্ষা করার জন্যে আপনি এগিয়ে এলেন।

ঘরে ঢুকে আমি ক্ষতস্থানে রুমাল চাপি। রুমাল রক্তে ভিজে যায়। চেয়ারে বসে বলি, খুব ঘাবড়ে গেছেন, তাই না? মনে হচ্ছে এই মাত্র আপনি কবর থেকে উঠে এলেন।

ঠিক তাই। বলে মিলস গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়।

আমি মিলসের হাত থেকে বোতল নিয়ে বললাম, আমাকে দিন।

বেশ বড় ধরনের পেগ তৈরী করি। মিলস্ তিন চুমুকে গ্লাস শেষ করে। আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদে এমন সুস্বাদু পানীয় আমার জোটে।

মিলস্ আরও পানীয় দিতে বলে।

মাই গড। আমি যা ভয় পেয়েছিলাম। যদি আপনি ঠিক সময়ে হস্তক্ষেপ না করতেন...।

আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে এ সময় না এলে কী যে ঘটত...।

আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। মেয়েটার মাথার ঠিক নেই। ও সাংঘাতিক ধরনের। ওর কথা শুনেছেন? মৃত্যুর মধ্যে না কি নির্জনতা...ব্যাপারটা কী? কী এর অর্থ?

মিলসকে আরও পানীয় দিলাম।

একসঙ্গে খাবেন না। অন্তত দশ মিনিট আপনাকে শান্ত দেখতে চাই। কথা বলার আছে।

একটা সিগারেট দিন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যেতে চাই। মেয়েটা পাগল। ও হয়তো আবার পিস্তল নিয়ে আসবে। সুতরাং তাড়াতাড়ি কেটে পড়াই ভাল।

মিলসের অবস্থা শোচনীয়। হয়তো অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

আমি বলি, ঘাবড়াবেন না। নিশ্চিন্ত থাকুন–মিস কার্ফ আর ফিরে আসছে না।

পাঁচ মিনিট পরে মিলস প্রশ্ন করে, ম্যাক,আপনি এখানে কী করছিলেন? অনিচ্ছুক হলে বলবেন না। আপনি না থাকলে এতক্ষণে...। বলুন, আপনার কি কাজে লাগতে পারি। সেদিনের ঘটনার জন্যে আমি দুঃখিত।

ঠিক আছে, ব্যাপারটা ভুলে যান। মেয়েটা যে হাঁটতে পারে জানতাম না।

মিস কার্ফের মাথা খারাপ। মিঃ কার্ফকে মেয়েটা পথে বসাতে চায়।

কী করেছেন মিস কার্য?

আপনি শুনতে চান? শুনুন। সংক্ষেপে বলছি, মার সম্পর্কে মিস কার্ফের আবেগ ছিল। কিন্তু মিঃ কার্ফকে নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবতো না। অন্যদিকে মিঃ কাষ্ট মেয়ের জন্যে পাগল ছিলেন। মেয়ে মাকে নিয়ে যেভাবে মত্ত ছিল–তাতে মিঃ কার্ফের হিংসা হোত। একবার তিনজনে ভ্রমণে বেরোয়। ওরা দুপুরে খাওয়ার জন্যে এক জায়গায় গাড়ি থামায়।মিঃ কার্ফ অতিরিক্ত মদ্য পান করেন। স্ত্রী বা মেয়ে কাউকে গাড়ি চালাতে না দিয়ে নিজে জেদ করে গাড়ি চালান। সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটে। একটা চলন্ত ট্রাকের মুখোমুখি পড়ে ওর গাড়ি। ট্রাক ড্রাইভার মারা যায়। মিসকার্য ছিটকে বাইরে যায়। ওর মার সর্বাঙ্গে কাঁচ বিধে যায় অথচ মিঃ কাষ্ঞ অক্ষত থাকেন। মিস কার্য জ্ঞান ফেরার পর তার মার রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখতে পায়। ফলে মিস কার্ফের মাথায় গণ্ডগোল দেখা যায়। ওর ধারণা, ওর মার মৃত্যুর জন্যে ওর বাবা-ই দায়ী এবং বাবাকে ঘৃণা করতে শুরু করে। মিঃ কার্ফকে শাস্তি দেবার জন্যে মিস কার্ফ পঙ্গুতার ভান করে।

আপনি কিভাবে নিজেকে এই ঝামেলায় জড়ালেন?

ওরা গেটে একজন গার্ড চাইছিল। আমার কাছে অর্থ ছিল না তাই কাজটা নিই। তারপর মিস কার্ফ আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে। মিস কার্ফ আমার সঙ্গে কিছুদিন ফষ্টিনষ্টি করতে চেয়েছিল।

আপনি কি জানেন যে অনিতার আলমারিতে চোরাই মালে ভর্তি একটা স্যুটকেস পাওয়া গেছে?

ওটা মিস কার্ফের কীর্তি। স্যুটকেস আমিই জোগাড় করেছি–আর মিস কার্ফ গোপনে সেটা অনিতার আলমারিতে রেখে দেয়।

গেইল বোলাস সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন?

অবাক হয়ে মিলস্ বলে, আপনি কিছু জানেন না?

আপনি ওকে চেনেন?

মিলস্ বলে, প্রায় চার মাস আগে গেইল বোলাস এ শহরে উদয় হয়। ও যুদ্ধ দেখতে ওস্তাদ। ক্রুগারের ওখানে ওর দেখা পাই। আমার বক্সিং ওর পছন্দ হয় ফলে আমাদের মধ্যে মেলামেশা শুরু হয়। আমি ছেড়ে দিলে বোলাস আর মেশে না আমার সঙ্গে। মেয়েটা বেশ কড়া ধাতের। জুয়ার রোজগারে ওর দিন কাটতো জানতাম। এখন ও কি করছে জানি না।

কখনও কি মেয়েটা লী থেলার সম্পর্কে তোমাকে কিছু বলেছে?

লী থেলার? লোকটা কে?

যাকগে। কয়েকদিন আগে আপনি বার্কলের বাড়িতে গোপনে কী করছিলেন?

একটু চমকে মিলস্ বলে, ওখানে আপনি কী করতে গিয়েছিলেন?

কাজ ছিল। আপনি কি খুঁজছিলেন?

আর কি মিস কার্ফের কাজে। এমন কিছু খুঁজে পাইনি যাতে মিঃ কার্ফ অনিতাকে সন্দেহ করতে পারে।

মিলস, ডানার মৃত্যু সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?

কিছু না। মিস কার্ফের ধারণা অনিতা ডানাকে খুন করেছে। কিন্তু অনিতার পক্ষে তা সম্ভব নয়। আর নয়, যত তাড়াতাড়ি পালাতে পারি ততই মঙ্গল।

কেটে পড়ুন তাড়াতাড়ি।

***

মিলসের কথাগুলি অর্কিড শহরে ফেরার পথে বারবার মনে পড়ছিল। ডানার হত্যার সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই।

এখন থেলারই হলো সন্দেহ ভাজন ব্যক্তির মধ্যে এক নম্বর। ব্যানিস্টারের পক্ষে ডানাকে হত্যা করার কোন কারণ নেই অবশ্য যদি নেকলেসের লোভে...। নাটালি কার্ফের কোন কারণ নেই ডানাকে হত্যা করার। তাছাড়া, মিস কার্য কখনও ভারী বন্দুক চালাতে পারবে না।

আমার কেবিনে ঢুকে আলো জ্বেলে বসবার ঘরে যাই। তখন রাত একটা বেজে পনেরো মিনিট। এত ক্লান্ত লাগছিল যে পোশানা ছেড়ে শোবার কথা ভাবি। টেলিফোন বেজে ওঠে। নিস্তব্ধ রাত্রে টেলিফোনের শব্দ অবাস্তব মনে হয়। বিছানার এক ধারে বসে টেলিফোন তুলি।

প্যাট ফিনেগানের গলার আওয়াজ পাই। সে বলে, মিঃ ম্যালয়, আমি লোকটাকে খুঁজে পেয়েছি। জো, বেটিলোর আস্তানায় লোকটা লুকিয়ে আছে।

তুমি কী লী থেলারের কথা বলছো?

হ্যাঁ, আমি কি ওখানে যাবো?

প্যাট, তুমি শুয়ে পড়। এটা আমায় নিজেকে মোকাবিলা করতে হবে। ধন্যবাদ!

শুনুন মিঃ ম্যালয়...আপনি ওখানে একা যেতে পারবেন না। বেটিলো খুব সাংঘাতিক টাইপের।

প্যাট, ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। একটা উপকার করবে? স্যানফ্রান্সিসকোতে টেলিফোন করে কারমানকে প্রথম প্লেনে আসতে বলে দাও।ওকে জানিও কোথায় থেলাররয়েছে।

ফিনেগানকে কারমানের হোটেলের টেলিফোন নম্বরটা জানাই।

জো বেটিলো আর থেলারের ব্যাপার আমি সামলাবো।

ফিনেগান বলে, কিন্তু...জো অত্যন্ত সাংঘাতিক...।

তাই নাকি? শুতে যাও প্যাট। টেলিফোন রেখে আমি বিছানার দিকে একবার করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বেরিয়ে গাড়ির দিকে অগ্রসর হই।

৮.

আমি জো বেটিলোকে ভালভাবে চিনি। ওর গুণের সীমা নেই। ওকফিন তৈরী করে। গর্ভপাত ঘটায়। ছুরি অথবা গুলির আঘাতে আহত ব্যক্তিদের ক্ষতস্থান সারায়। এ শহরে ওর একটা দোকান কোরাল গ্যাব-এর কাছে আছে।

গণ্ডগোলের জায়গা কোরাল গ্যাব। মাস্তানের স্বর্গপুরী। এখানে রোজ খুন জখমের ঘটনা ঘটে। পুলিশ রাত্রে দুবার টহল দেয়।

আমি অন্ধকারে ডেলমনিকোর পানশালার কাছে গাড়ি থামাই। রাত একটা বেজে পঁয়তাল্লিশ। এক ঘেয়ে পিয়ানো বাজছে।

আমি বেটিলোর দোকানের দিকে এগোই। জানালা দিয়ে দেখি, কয়েকজন অপরিচিত লোক বসে মদ্যপান করছে। দরজার কাছে বসে আছে স্বল্পবাস পরিহিতা কয়েকটা মেয়ে।

দেয়ালের সঙ্গে মিশে অন্ধকারে এগিয়ে চলি। নাকে এলো নানা রকম খাবার আর হুইস্কির গন্ধ। চারিদিকে দেখে দেয়াল টপকে প্রাঙ্গনে নেমে পড়ি। জানালার ছিটকিনি ছুরির সাহায্যে খুলে জানালা গলিয়ে ভেতরে ঢুকি। চোরা টর্চ জ্বেলে দেখি ঘরের মেঝে ধুলোয় ভর্তি।

অন্য একটা ঘরে ঢুকে টর্চ জ্বালাই। দেয়াল ঘেঁষে তিন ডজন কফিন। সস্তা কাঠের তৈরী। আমার ডানদিকে আরও তিনটে উন্নত ধরনের কফিন।

একের পর এক কফিনের ঢাকনা তুলে পরীক্ষা করি। অবশেষে সস্তা কফিনগুলির মধ্যে একটা কফিনে অনিতা কার্ফকে দেখতে পেলাম।

চোরা টর্চের আলোয় অনিতার রক্তাক্ত মুখের চেহারা দেখে আমি শিহরিত হই। বেটিলো এখানে ওকে রেখেছে, ভাবতে ভাবতে অসাবধানে কফিনের ঢাকনা জোরে ফেলে দিলাম।

ঢাকনা পড়ার শব্দে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। বুকের মধ্যে ঢিবঢিব, কান খাড়া করে থাকি। হঠাৎ আমার মনে হয় আমার কাছে রিভলবার নেই। বেটিলো যদি এখানে আমাকে দেখতে পায়...ঝলসানো ছুরি...তারপর কফিনে।

দ্রুত চোরা টর্চ জ্বেলে তিন পা পিছিয়ে যাই। ওষুধের গন্ধে বমি পায়। ভৌতিক স্তব্ধতা।কাছেই শব্দ হয়। আমি সরে যাওয়ার আগেই একজোড়া হাত আমার গলায় সাঁড়াশীর মত চেপে বসে। ভয়ংকর চাপে আমার নিঃশাস প্রায় বন্ধ হয়ে এলো।

আক্রমণকারীর ইস্পাতের মত শক্ত হাত সরাবার শক্তি আমার নেই।ওর বুক স্পর্শ করে দূরত্ব বুঝে ডান হাত দিয়ে জোরে ঘুষি চালাই। আক্রমণকারী সরে যাবার আগেই আবার একটা মোক্ষম ঘুষি চালাই। লোকটা ছিটকে পড়ে যায়।

চোরা আলোতে দেখি বেটিলো যন্ত্রণাকাতর মুখে টলতে টলতে এগিয়ে আসছে। ওর ঘুষি এড়িয়ে আমি ওর ঘাড়ে প্রচণ্ড আঘাত করি। বেটিলো পড়ে যায়। কোন সুযোগ না দিয়ে ওর বুকের ওপর ঘনঘন আঘাত করি। বেটিলো যন্ত্রণায় কাতরায়। ওর চুল ধরে ওর মাথা ঠুকি মেঝের ওপর। ওর শরীর স্পন্দনহীন হয়ে ওঠে।

আধমিনিটে সমস্ত ঘটনা ঘটে যায়।

দরজা খুলে বারান্দায় পা দেওয়া মাত্র গুলির শব্দ হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমি শুয়ে পড়ি। আরও, তিনবার গুলির শব্দ হয়। যেই গুলি করুক–তার লক্ষ্য আমি নই।

দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনি। বারান্দায় পায়ের শব্দ। আর একটা দরজা বন্ধ হয়। তারপর স্তব্ধতা নামে।

***

রিভলবার ছাড়া কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। নিজেকে অসহায় মনে হচ্ছিলো। মনে হল ওপরে কে খুন হল, আমার গিয়ে দেখা দরকার।

আমি হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার সময় বারুদের গন্ধ পাই। সিঁড়ির মাথায় গিয়ে চোরা টর্চ জ্বালাই। সামনেই একটা ঘরের দরজা খোলা। বারান্দায় বারুদের গন্ধ আর ধোঁয়া।

যে গুলি ছুঁড়েছে নিশ্চয়ই সে চম্পট দিয়েছে। তবু কান খাড়া করে উঠে দাঁড়াই। দরজার দিকে এগিয়ে যাই। ছোট্ট ঘর, বিছানায় একটা লোক শুয়ে আছে। পরনে পাজামা, উর্ধাঙ্গ নগ্ন। ওর সাদা ধবধবে বুকে দুটো গর্ত। লোকটা যে লী থেলার তা বুঝতে পারলাম।

এখনও থেলার বেঁচে আছে, ওর জন্যে কিছু করা দরকার। থেলার আমার দিকে তাকায়। বিছানার ওপর ঝুঁকে প্রশ্ন করি, কে তোমাকে গুলি করেছে? বল...আমাকে বল।

থেলার কথা বলার চেষ্টা করে কিন্তু কোন শব্দ বেরোয় না। আস্তে আস্তে সে হাত তুলে একটা আলমারি দেখায়।

কি আছে ওখানে? আমি আলমারি খুলে দেখি কিছু পোশাক আর একটা ছোট্ট সুটকেস।

তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকি। হঠাৎ বাইরে একটা শব্দ পেয়ে দরজা খুলে রেলিংয়ের ওপর বুকে দেখি একজন পুলিশ।

একটা নিচু কণ্ঠস্বর শুনি। জ্যাক, ওপরে কেউ আছে?

আর কিছু না শুনে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে আবার খুঁজি। ছুরির সাহায্যে আলমারির কাঠ তুলি, একটা গর্ত চোখে পড়ে। চোরা টর্চের আলোয় দেখলাম একটা অটোমেটিক পিস্তল-টেলিস্কোপ লাগান। আর একটা চামড়ায় বাঁধানো নোটবই। জিনিস দুটো নিতেই দরজায় ধাক্কা পড়ল।

দরজা খোল। আমরা জানি তুমি ভেতরে আছ। আমরা পুলিশের লোক।

রিভলবার হিপ পকেটে ঢোকাই। নোটবুক কোটের পকেটে রেখে জানালার দিকে এগোই।

জানালা খোলার সময় একটা পুলিশ বলছে, পেছনে চলে এসো। লোকটা মনে হয় জানালা গলিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে।

জানালা গলিয়ে বাইরে এসে পাইপ বেয়ে ছাদে উঠি। একটা গুলির শব্দ।

একজন পুলিশ বলে, লোকটা ছাদে। আমি ওপরে যাচ্ছি।

এখান থেকে ডেলমোনিকোর পানশালার ছাদ দেখতে পাচ্ছি। দূরত্ব খুব বেশি নয়। উপায় নেই। আমাকে লাফ দিতেই হবে। সুতরাং ছাদের কিনারে দাঁড়িয়ে লাফ দিলাম।

লুকোবার মত ডেলমোনিকার ছাদে কোন জায়গা নেই। চাঁদের আলোয় আমাকে দেখে ফেলবে। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাই। কি ঘটবে জানি না। এক জায়গায় মাথা নিচু করে বসে থাকি। তারপর যেই দাঁড়াতে যাব–আমার ডানদিকে একটা দরজা খুলে যায়। ঘরের আলো আমার ওপর পড়ে।

আমি আক্রমণের জন্যে তৈরী হই। একটি মেয়ে স্বচ্ছ কালো নাইটি পরে আমার সামনে উপস্থিত হয়। মেয়েটি বেশ লম্বা। কৌতূহলের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, হ্যালো ডার্লিং...তুমি কি বিপদে পড়েছো?

বিপদ? সিস্টার, আমি ভীষণ গাড্ডায় পড়েছি।

পুলিশ?

হ্যাঁ।

ভেতরে চল। ওরা এখুনি ঘরে ঘরে খোঁজা শুরু করবে।

আমি ঘরে ঢুকি। চমৎকার জায়গা।

মেয়েটি বিছানায় বসে বলে, ডার্লিং...তুমি কী করেছো? একটু আগে গুলির শব্দ পেয়েছি। তোমার কাজ কী...?

ঝামেলার মধ্যে পড়েছি। পুলিশ আমায় তাড়া করেছে পালিয়ে এসেছি।

বেটিলো খুন হয়েছে কী?

না, অন্য আর একজন। বেটিলোর হাড় গুড়ো হয়েছে। হারামজাদা বেশ কিছুদিন নড়াচড়া করতে পারবে না।

চমৎকার। লোকটাকে আমি ঘৃণা করি।

বাইরে হাল্কা পায়ের শব্দ, নরম গলায় বলি, পুলিশ এসে পড়েছে।

ছাগলের দল। বলে সে দরজা বন্ধ করে দেয়ালে লাগানো বেল বাজায়।

ওরা ওপরে এসে পড়বে ডার্লিং। চিন্তা কর না।

দরজায় ধাক্কা পড়ে, দরজা খোল! নইলে দরজা ভেঙে ফেলবো।

বাইরে গুলির শব্দ। দরজার কাছ থেকে মেয়েটিকে সরিয়ে আনি। মেয়েটির বিছানার চাদর হাতে তুলে জানলার কাছে এলাম। আরো গুলির শব্দ শুনি। পকেট থেকে অনেক নোট বের করে মেয়েটির হাতে দিয়ে, অনেক ধন্যবাদ, সিস্টার।

জানালা খুলে নামার জন্যে তৈরী।

মেয়েটি বলে, ডার্লিং দারুণ উত্তেজক ব্যাপার। দেখবে–ঘাড় যেন না ভাঙে।

চাদরটি পাকিয়ে দড়ি তৈরী করে নিচে ঝুলিয়ে দিলাম।

দরজা বন্ধ করে দাও।

মাটিতে পা রাখা মাত্র একটা কণ্ঠস্বর, এই, হা...তুমি...তোমাকে বলছি।

আমার হাত চেপে ধরে। আমি লোকটির চোয়াল লক্ষ্য করে প্রচণ্ড ঘুষি মারি। লোকটা পড়ে যায়। আমি গাড়ির দিকে দ্রুত ছুটতে থাকি।

***

রাত তিনটের সময় হর্থন এভিনিউতে একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থামাই। এ স্থানে আগেও এসেছি। এখানে থাকার একটা সুবিধা যে, বাড়িগুলো সাউন্ড-ফ। কিন্তু এর চেয়ে আমি ভোলা জায়গায় তাবুতে থাকা শ্রেয় মনে করি।

মিস বোলাস গ্রাউন্ড ফ্লোরে দু'কামরাওলা ঘরে থাকে। হঠাৎ উপস্থিত হয়ে মিস বোলাসকে চমকে দেব। সামনের দরজা দিয়ে না গিয়ে এত রাত্রে সবার অগোচরে জানলা দিয়ে মিস বোলাসের বসার ঘরে উঁকি দিই। ওর শোবার ঘরের জানলায় টোকা মারি। তিনবার টোকা মারতেই জানলা খুলে যায়। ঘরে আলো জ্বলে।

দেশলাই ধরাই সিগারেটের জন্যে। মিস বোলাস জানালা দিয়ে আমাকে দেখতে পেল। তার চিনতে অসুবিধে হল না। সে আমাকে ইশারা করে।

আমি বলি, বৃষ্টি পড়ছে। এখন এক পেগ হুইস্কি না হলে মরে যাবো।

মিস বোলাস দরজার একপাশে সরে বলে, জানালায় টোকা শুনে ভাবছিলাম চোর-টোর এসেছে।

ছোট্ট ঘর কিন্তু ছিমছাম।একটা চেয়ারে বসে আমি মিস বোলাসের দিকে তাকাই।মুখের মেক আপ দেখে মনে হয় কিছুক্ষণ আগে ও সেজেছে। ওর চোখে ক্রোধের ঝিলিক।

চোর-টোরের কথা বাদ দাও! কই, পানীয় কোথায়? কী আছে তোমার কাছে?

টেবিলের দিকে যেতে যেতে বলে, দ্যাখ, আমি তোমার ওপর ভীষণ রেগে যাচ্ছি। আমার রাগ তো দেখনি।

হঠাৎ আমার ওপর রাগ কেন?

এভাবে এত রাত্রে ডেকে তোলা, বেশি বাড়াবাড়ি করছ না?

মদের গ্লাস টেবিলে রেখে বলি, হয়তো তাই। কিন্তু এত রাত্রে আমি তোমার কাছে ফষ্টিনষ্টি করতে আসিনি। জরুরী কাজ। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না।

কিসের জরুরী কাজ?

প্রায় এক ঘণ্টা আগে লী থেলার খুন হয়েছে। দুটো বুলেট বুকটাকে ফুটো করে দিয়েছে।

মিস বোলাস খুব চালাক, মিস বোলাসের দু চোখের দৃষ্টিতে কিছুই বোঝার উপায় নেই।

লী থেলারকে কে গুলি করেছে?

সেই একই খুনী, যে ডানা, লীডবেটার আর অনিতা কার্ফকে খুন করেছে। জানতাম না যে অনিতা কাচের সঙ্গে তোমার জানাশোনা ছিল। আর তুমি ও লী থেলার একই বিছানায় শুতে।

ওসব পুরোনো ইতিহাস। কিন্তু...তুমি এসব জানলে কি করে?

নিক নেডিকের কাছে জানতে পারি। সে আমাকে লী থেলারের একটা ছবি দেখায় তাতে তুমিও ছিলে।

মিস বোলাস বলে, কফি বানাই। মনে হচ্ছে তুমি অনেক প্রশ্ন করবে।

বানাও। হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে অনেক আলোচনা আছে। মনে হচ্ছে লী থেলারের মৃত্যুতে তোমার কিছু আসে যায় নি।

কেন আমি কি লী থেলারের জন্যে মুষড়ে পড়বো? আমার কাছে ওর কোন অস্তিত্ব নেই।

রান্নাঘরে চলে যায় মিস বোলাস। আমি পঁয়তাল্লিশ পয়েন্টের রিভলবার বের করি। টেলিস্কোপে দু চোখ লাগাই কিছুই দেখতে পাই না? এমন জিনিস রিভলবারে লাগানো থাকে আগে দেখিনি। বড় ক্লান্ত লাগায় রিভলবারটি টেবিলের ওপর রাখি। ফ্লেগকে দেখাতে হবে। আগ্নেয়-অস্ত্র, গোলা বারুদ আর রক্তের ব্যাপারে ফ্লেগ এক্সপার্ট।

কান্নার আওয়াজে আমি সজাগ হই।

আমি এগিয়ে যাই। আধ খোলা দরজা। মিস বোলাস ইলেকট্রিক চুল্লীর কাছেদাঁড়িয়ে। দুহাতে মুখ ঢাকা।

মিস বোলাস, তুমি বস। আমি কফি তৈরী করছি।

চমকে দ্রুত চোখ মুছেমিস বোলাস বলে, আমিই বানাচ্ছি। প্লীজ, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

হাত ধরে ওকে এনে বসবার ঘরে বসাই।

কয়েক মিনিটের মধ্যে কফি বানিয়ে বসবার ঘরে ঢুকি। মিস বোলাসের মুখে জ্বলন্ত সিগারেট, আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে। কফির কাপ টেবিলে রেখে হুইস্কি মেশাই।

এই নাও কফি। মিস বোলাস, এবার একটু খোলাখুলি বলো। তুমি লী থেলারের সঙ্গে এক যোগে কাজ করেছে, তাই না?

তীক্ষ্ণকণ্ঠে মিস বোলাস বলে, কী বলতে চাইছ তুমি?

আমার কিছু করার নেই। যাই ঘটুকনা কেন, মিঃ কার্ফকে আড়ালে রাখতে হবে। মিঃ ব্রান্ডনকে যদি খুনীর কথা জানাই–তাতেও বিপদ। বেনিকে খুন করেছে থেলার। তারপর থেলার খুন হয়। ডানাকে কিন্তু থেলার খুন করেনি। জানতে চাই খুনী কে?মনেহয় এ ব্যাপারে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পার।

তুমি অনুমান করতে পার না?

পারি। কিন্তু অনুমান আর জানা দুটো এক জিনিস নয়। খুনী কে, থেলার জানত–তাই ওকে সরে যেতে হলো। লীডবেটার জানত খুনী কে–ওকেও সরে যেতে হলো। মনে হয় তুমি জানকে খুনী? বল আমাকেনয়তো খুনী হয়তো তোমাকেও...।

একটা টেবিল মাঝখানে। মুখোমুখি বসে কফি খাচ্ছি। সে বলল, খুনীর হদিশ আমি জানি–এমন ধারনা হল কিভাবে?

একটা ধারণামাত্র। মনে হয় অনিতার খুনের পর তুমি আর থেলার একসঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিলে। অনিতা যা বলেছে–মনে হয়, সেই গোপন তথ্য তুমি থেলারের কাছ থেকে জানতে পেরেছ।

থেলার যখন মৃত–তখন সেকথা ভেবে লাভ নেই। থেলারকে আমি ভালবাসতাম। ওই রাক্ষুসী না আসা পর্যন্ত আমি আর থেলার বেশ সুখেই ছিলাম।

একটা সিগারেট ধরিয়ে মিস বোলাস আবার বলে, আমার কাছ থেকে থেলারকে অনিতা কার্ফ ছিনিয়ে নেয়। দুদিন পরেই থেলারকে কলা দেখিয়ে মিঃ কার্ফকে সে বিয়ে করে। মিঃ কার্ফ যখন ওই রাক্ষুসীটাকে নিজের স্টেটে নিয়ে যায় একদিন আমি দেখতে পাই ওকে। খোঁজ খবর নিয়ে জানি অনিতা থেলারকে ডিভোর্স না দিয়েই কার্ফকে বিয়ে করেছে। আমি চুপ করে থাকতে পারি নি। একটা বেনামা চিঠি পাঠিয়ে কার্ফকে জানিয়ে দিয়েছি যে, অনিতা বিবাহিতা।

বড় অদ্ভুত ব্যাপার। বেনামা চিঠি তুমি পাঠাতে পার–আমি ভাবিনি।

আমার কি ক্ষতি করেছে অনিতা, তুমি কল্পনা করতে পার?অনিতার সঙ্গে থেলার দেখা করে। ঐ সময়ে বার্কলের সঙ্গে অনিতা প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলো। থেলারের কথা শুনে অনিতা ভয় পায়। ব্যানিস্টারকে লোভ দেখিয়ে অনিতা নাইটক্লাবে আত্মগোপন করে। থেলার আমাকে সব জানায়। ডানার মৃত্যু অবশ্যই একটা দুর্ঘটনা। ওকে ভুল করে খুন করা হয়।

আমার চিঠি পেয়ে কার্ফ অনিতাকে জেরা করে। তোমার সঙ্গে দেখা করে অনিতা জানার চেষ্টা করেছিল বার্কলের সঙ্গে ওর আসনাই কার্ফ জানে কিনা। তোমার কেবিন থেকে বেরিয়ে আসার পর অনিতা টের পায়, কার্ফ ওকে অনুসরণ করছে। অনিতা ভয় পেয়ে ডানার কাছে যায়। ওর সাহায্য চায়। ডানা ওকে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে যায়। কার্ফ বাইরে অপেক্ষা করে। অনিতা ডানাকে নেকলেসের লোভ দেখায় ও বলে,যদি ডানা ওর পোশাক পরে বাইরে বেরিয়ে কার্ফকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে, অনিতা সহজেই লা এটোলিতে ফিরে যেতে পারবে। দুজনে পোশাক বদল করে। ফ্ল্যাট ছেড়ে আসার সময় ডানা হীরের নেকলেস বিছানার গদির নীচে লুকিয়ে রাখে। তার সন্দেহ ছিল–শেষ মুহূর্তে হয়তো অনিতার মত বদল হতে পারে। ডানাকে অনিতা মনে করে বালুকাবেলায় কার্ফ খুন করে। এখন নিশ্চয়ই ব্যাপারটা পরিষ্কার।কার্ফই খুন করেছেলীডবেটারকে।

তুমি এসব জানলে কি করে?

লা এটোলিতে থাকাকালীন অনিতা সমস্ত ঘটনা চিঠিতে থেলারকে জানায়। থেলার আমাকে জানায়। কার্ফকে ব্ল্যাকমেইল করার ধান্দা থেলারের মাথায় অনিতা দিয়েছে।

লী থেলার তারপর কী করে?

থেলারের অর্থের লোভ প্রচণ্ড তাই রাজীহয়। তুমি ভাবছো, কিভাবে ডানার পোশাকবার্কলের আলমারিতে পাওয়া যায়। ঐ পোশাক অনিতার পরনে ছিল। অনিতার কিছু পোশাক সবসময় বার্কলের আলমারীতে থাকত। সে গোপনে বার্কলের শোবার ঘরে গিয়ে ডানার পোশাক ছেড়ে নিজের পোশাক পরে বেরিয়ে আসে। ফিরে গেছে লা

এটোলিতে। অনিতাকে ব্যানিস্টার বের করে দেয়। অনিতা তোমার কাছে যায়। কেন না কার্ফ ওর পিছু নিয়েছিল। কার্ফের মনে হয়েছিল যে, তুমি অনেক কিছু জান। সে তোমার কেবিনে যায়–উদ্দেশ্য ছিল তোমাকে খতম করা। তোমাকে না পেয়ে অনিতাকে দেখতে পায়। খুন করে অনিতাকে। থেলার অনিতাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ফলে সে স্থির করে তোমার কাছে গিয়ে অনিতার খোঁজ করবে। তোমার কেবিনে পৌঁছতে থেলারের দেরী হল। তাই আগেই কার্ফ অনিতাকে খতম করেছে।

শ্লেষের সুরে বলি, তুমি বলতে চাও-থেলারকেও বুঝি কার্ফ খতম করেছে?

মিস বোলাস বলে,'থেলারকে আমি কার্য সম্পর্কে সাবধান করেছিলাম। থেলার আমার কথায় কান দেয়নি।

হঠাৎ আমি উঠে সোজা মিস বোলাসের শোবার ঘরে চলে যাই। মিস বোলাস সঙ্গে সঙ্গে এসে বলে, এখানে তোমার কী দরকার?

ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে আমি মাথা নেড়ে বলি, শোন খুকি, তুমি হয়ত ভাবছো আমার স্নায়ু দুর্বল। বাজী রেখে বলতে পারি, পায়ের শব্দ শুনেছি।

জানালা খুলে দেখি বাইরে বৃষ্টি পড়ছে।

মিস বোলাস কঠিন কণ্ঠে বলে, তুমি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে।

শুধু তুমি আর আমি জানি-কার্ফ হত্যাকারী এবং আমরা দুজনেই এটা বিশ্বাস করি না। তাই না?

বিশ্বাস করা শক্ত। থেলার না জানালে আমিও বিশ্বাস করতাম না।

হেসে বলি, থেলার জানালেও আমি মানতে পারছি না। আমি যে খুব কেউকেটা ধরনের গোয়েন্দা। একবার বিছানার দিকে চেয়ে দ্যাখ। আজ রাত্রে তুমি এ বিছানায় ঘুমোও নি। জানালায় টোকা মারার আগে ঐখানে তুমি পোশাক ছেড়েছে।

এক পাটি জুতো উঁচু করে তুলে বলি, তুমি থেলারের ঘাড়ে গুলি করেছো-বেচারীর প্রচুর রক্ত পড়েছিল। হয়ত এখানেও তোমার পোশাক...এই যে দেখা যাচ্ছে...এই দ্যাখ। জুতোর কোনায় রক্তের দাগ।

মিস বোলাস বসবার ঘরের দিকে যেতে যেতে বলে, হাবিজাবি কি বলছে বুঝতে পারছি না।

একপাটি জুতো দোলাতে দোলাতে আমি বোলাসের পিছু নিই।

আমার কথা জলের মত সহজ।কার্ফের বদলে নিজেকে ভেবেনাও। দেখবে ব্যাপারটা বুঝবে। তুমিই ডানাকে অনিতা ভেবে গুলি করেছো। লীডবেটারকে খুন করেছে কারণ ডানাকে উলঙ্গ করার সময় সে তোমাকে দেখেছিল। তুমিই প্রচণ্ড ঘৃনায় অনিতাকে খুন করেছে–তুমিই থেলারকে গুলি করেছো কারণ...বল, কেন তুমি থেলারকে খুন করলে?

মিস বোলাস জোরে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ে। শক্ত হাতে সে কফি ঢালে। চোখ মুখে কোন ভাবান্তর নেই। বলে, ম্যালয়, তুমি কী সিরিয়াস?

এখনও পর্যন্ত তোমার অভিনয় খুব সুন্দর হয়েছে। চোখের জল, কার্ফের চমকপ্রদ গল্প। শান্তভাবে আমাকে অনুসরণ করে তোমার শোবার ঘরে ঢোকা–সব নিপুণভাবে করেছো তুমি। এবার বল তুমি কেন থেলারকে খুন করলে?

সে দৃঢ় গলায় বলে, থেলারকে আমি খুন করিনি। ওকে আমি ভালবাসতাম। কার্ফ ওকে খুন করেছে।

দুর্ভাগা–তোমার পুরনো বন্ধু থেলার একটা নোটবুক রেখে গেছে। মৃত্যুর আগে সে ওটা আমাকে দিয়ে যায়। আমি ওটা পড়েছি। পড়ার পর জানতে পারি যে, অনিতা তোমাকে ভয় করতো। সে জানত–ওকে তুমি খুন করার চেষ্টা করছ। তাই তোমার ঘরে এসে তন্ন তন্ন করে দেখেছি। আমি জানি কিছুক্ষণ আগে তুমি কোরাল গ্যাব থেকে ফিরেছে। এবার বল, তুমি থেলারকে খুন করেছে কেন?

হেসে বলে সে, হু, বাস্টার্ডটা তাহলে নোট বই রাখতে...ভারী মজার।

ফালতু কথা ছাড়। থেলার সম্পর্কে বল।

বলছি। আসলে ব্যাপারটা হলো–অন্যান্য হত্যাগুলি থেকে যখন নিষ্কৃতি পেয়েছি–তখন আর একটা বাড়তি খুন করলে কি হয়? অবশ্য ডানার ব্যাপারটা দুর্ঘটনা।

হ্যাঁ, ডানার পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক। ডানার ব্যাপার না হলে আমি মাথা ঘামাতাম না। ডানার খুনী হিসেবে তোমাকে ছাড়তেও পারি না।

এ ব্যাপারে তোমার বিশেষ কিছু করার নেই।

আমি দুটো জিনিস করতে পারি। নিজের হাতে আইন নিতে পারি অথবা পুলিশের কাছে যেতে পারি। তোমার ওপর বলপ্রয়োগ করতে চাই না। সুতরাং পুলিশ তোমার ব্যবস্থা নেবে। হয়ত আমাকেও ছেড়ে দেবে না।

তোমার এ ধরনের কাজ কার্ফ পছন্দ করবেন না।

তা জানি। যাক, মিঃ ব্রান্ডনকে ফোন করার আগে তুমি কী পোশাক পরে নেবে?

কী ইয়ার্কি করছে!

বেবি, এবার আর ইয়ার্কি নয়। বড় জোর পনের বছর সাজা হবে।

বেশ, তুমি যখন তাই চাইছ–সে ক্ষেত্রে আমার পোশাক বদলানোই ভাল।

কফির কাপ তুলে মিস বোলাস বলে, কফির সঙ্গে কী একটু হুইস্কি মেশাতে পারি। তুমি বিশ্বাস করবে না–আমি কিন্তু অসুস্থ বোধ করছি।

নিজেই নিয়ে নাও।

বোলাস কাপটা ছুঁড়ে মারল আমার দিকে। চোখের ওপর থেকে কফি সরাবার আগেই মিস বোলাস পয়েন্ট পঁয়তাল্লিশ রিভলবার তুলে নেয়।

শান্ত গলায় বলি, বিপদ আমি নিজেই ডেকে এনেছি।

ওই দিকে যাও। কোন রকম বাহাদুরি করবেনা। মনে রাখবে, থেলারের মত আমারও হাতের টিপ অব্যর্থ।

ওর শোবার ঘরে আমি পেছন ফিরতে ফিরতে ঢুকে পড়ি।

মিস বোলাস আদেশের ভঙ্গিতে বলে, দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াও।নড়াচড়া করলে গুলিতে তোমার মাথার খুলি ফুটো করে দেব। আমি পোশাক পাল্টাবো এখন।

সে আমাকে ভুল জায়গায় দাঁড় করিয়েছে। আয়নায় মিস বোলাসকে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের মাঝখানে বিছানা। আমার দু'ইঞ্চি দূরে মিস বোলাস। ইতিপূর্বে ও চারজনকে খুন করেছে। আরও একজনকে খুন করা কোন ব্যাপার না।

কিছু বলার জন্যেই যেন বলি, দৃশ্যটা কেমন যেন বিশ্রী হয়ে উঠল। ডিটেকটিভের মুঠোয় সর্বদাই মেয়েটি ধরা পড়ে। যদি তুমি আমাকে গুলি কর–গল্পের পরিণতি হবে অনৈতিক।

মিস বোলাস হেসে বলে, অনৈতিক গল্পই আমি পছন্দ করি। তোমার গাড়ি কি বাইরে রেখেছো?

নিশ্চয়ই, চাবি দেব?

মিস বোস চেয়ারে বসে মোজা পরতে থাকে। কাছেই জানালার ওপর রিভলবার। মাঝখানে বিছানা না থাকলে একটা সুযোগ নিতাম।

চাবি পরে নেব। খবরদার নড়বে না।

সে ড্রয়ার হাতড়ায় কিন্তু একহাতে রিভলবারটা ধরা।

প্রশ্ন করি, কোথায় যাচ্ছ?

নিউ ইয়র্ক। তোমাকে ধন্যবাদ–পুলিশ কখনও আমায় সন্দেহ করবে না। নিউইয়র্কে নতুনভাবে জীবন শুরু করবো। আমার মত সুন্দরীর নতুন কিছু খুঁজে নেওয়া অসম্ভব হবে না।

মিস বোলাস একটা সবুজ সিল্কের হাত কাটা জামা তারনাইটির ওপর চাপায়। আমি সুযোগের অপেক্ষায় থাকি।মিস বোলাস যখননাইটির ওপর থেকে একটা পা ওপরে তোলে–আমি বিছানার ওপর দিয়ে ওর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

মিস বোলাসের চোখের পলক পড়ে না। একভাবে সে দাঁড়িয়ে থাকে। অর্ধনগ্ন সুন্দর একটি রমনী দেহ। ওর ঠোঁটে মৃদু হাসি দেখা যায়। ওর হাতে পয়েন্ট পঁয়তাল্লিশ রিভলবার ট্রিগারে ওর আঙুল চেপে বসে।

আমি পাগলের মত মিস বোলাসের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাই। কিন্তু অনেক...অনেক দেরী হয়েছিল ওর কাছে পৌঁছতে।

অটোমেটিক রিভলবার গর্জে উঠল। প্রথম গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় আর আগুনের তাপে আমার মুখ ঝলসে যায়। তারপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গুলিও। ততক্ষণে ওর কাছে গিয়ে জোরে আঘাত দিতেই রিভলবার ছিটকে পড়ে।

মিস বোলাস মেঝের ওপর পড়ে যায়। ওর মুখে আতঙ্কের ছাপ। দুচোখ বিস্ফারিত, মুখ যন্ত্রণায় বেঁকে যায়। ওর বুক চিরে রক্তের ধারা গলগল করে বেরোয়। আমি বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি। কিছুই বুঝতে পারি না।

আস্তে আস্তে মিস বোলাসের পাশে পড়ে থাকা রিভলবারের দিকে তাকাই। টেলিস্কোপিক নল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। এটা একটা ট্রিকগান। এমন রিভলবার যা কিনা খুনীকেই খুন করল। এমন রিভলবার যার গুলি পেছন দিকে ছিটকে যায়। খেলারের শেষ ছোট্ট কৌতুক, ওর আমাকে দেওয়া উপহার।

আমি সরে দাঁড়াই। এ ফ্ল্যাট শব্দ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখে। সুতরাং গুলির শব্দ কেউই শোনে নি। কিন্তু আমি কোন সুযোগ দিতে চাই না। বসবার ঘরে গিয়ে কফির কাপ তুলে নিলাম। খালি হুইস্কির বোতল এবং আমার টুপীও কয়েকটি সিগারেটের টুকরোতুলে নিলাম।চারিদিকে তাকিয়ে দেখি আর কোন জিনিসে আমার হাতের স্পর্শ লেগে থাকল কিনা। টেবিলের ওপর রুমাল দিয়ে সযত্নে হাতের ছাপ মুছি। তারপর আলো নিভিয়ে বাইরে চলে এলাম।

সকাল হচ্ছে, আশেপাশে কেউ নেই। অবিরত বৃষ্টি পড়ছে। আমি দৃঢ় পায়ে গাড়ি লক্ষ্য করে দৌড় লাগাই।